প্রকাশক :
আঃ জলিল বিশ্বাস
গ্রাম : পশ্চিমা
পোঃ নারিকেল বাড়ীয়া
জেলা : যশোহর।

BAIZEE THAKEY BEGAM

By

Asaduzzaman Biswas

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৬০ ইং।

মুদ্রণে :
কোহিনুর আর্ট প্রেস
২, রমাকান্ত নন্দী লেন,
ঢাকা—১

—ঃ লেখকের লেখা বই ঃ—

উপন্যাস

প্রেম থেকে সৈনিক

ওরা তিন বোন

পাহাড়তলীর মেয়ে

কে দেবে সান্ত্বনা

ডাক্তার হেনা পারভীন

কাব্যগ্রন্থ

কাজলা মতির ঘাট

নাটক

বাঈজী থেকে বেগম

ও

চিত্রা নদীর বাঁকে

ভ্রমণ কাহিনী

স্মৃতি তুমি অভিশাপ

ডিটেকটিভ সিরিজ

দস্যু যমদুত—১

———

—ঃ চরিত্র পরিচয় ঃ—

পুরুষ

অজিত বাবু	...	...	হিজল ডাঙ্গার জমিদার।
রাজকুমার	...	...	ঐ বড় পুত্র।
শ্যামল	...	...	ঐ ছোট পুত্র।
আছালত	...	...	জমিদারের প্রধান লাঠিয়াল।
তারাঠাকুর	...	...	ভণ্ড ঠাকুর।
নিশিকান্ত	...	...	গ্রাম্য নীরিহ গরীব ব্যক্তি।
আসাদ	...	...	গ্রাম্য বেকার যুবক।
হাফিজ	...	...	ঐ বন্ধু ,, ।
রনজিত	...	...	জমিদারের নায়েবের পুত্র।
দারোগা	...	...	থানার প্রধান পুলিশ অফিসার

মহিলা

তপতী	...	...	নিশিকান্তর মেয়ে।
গীতা	...	...	বেদনাহত নর্তকী।

———

—ঃ সূচনা ঃ—

(এলোমেলো চুলে দৌড়াতে দৌড়াতে তপতীর মঞ্চে প্রবেশ। নেপথ্যে ভেসে আসছে কণ্ঠস্বর। মনে হবে মঞ্চের চারিদিক থেকে কণ্ঠস্বরটা তপতীকেই উদ্দেশ্য করে বলছে)

নেপথ্যে :—কে ভুল করেছে? আমি না তুমি। তোমাকে না আমি বধুরূপে গ্রহণ করেছিলাম। তুমি সব ভুলে গেছ? তুমি না আমার বউ, তুমি না আমার বউ, তুমি না আমার বউ, তু·········

তপতী :—না-না-না (জোরে চীৎকার) হা-হা-হা কাকে বলছো? ভয় দেখাচ্ছ (অট্টহাসি) হা-হা-হা—

নেপথ্যে :—তুমি না আমার বউ, হিজল ডাঙ্গার বউ—তুমি ···হা-হা-হা—

তপতী :—বাঁচাও, বাঁ-চা-ও আমাকে—বাঁ-চা-ও।

নেপথ্যে :—কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা, কেও তোমাকে রক্ষা করতে পারবেনা, কে উ না—। তুমি কি অস্বিকার করতে পারো? তুমি কি অস্বিকার করতে পারো তু-মি-কি

তপতী :—কে আছো, কে কোথায় আছো—আমাকে বাঁচাও (দ্রুত প্রস্থান)

১ম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জমিদার বাড়ী, জমিদার অজিত বাবু প্রবেশ)

অজিত বাবু :—অসম্ভব, এ অসম্ভব কাণ্ড কারখানা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা। কে এর জন্য দায়ী? আমি না ঐ সমাজের বিদ্রোহী গুলো। আমি ওদের শাস্তি দিতে চাই। বিদ্রহীদের বুঝিয়ে দিতে চাই রাজ মহা-রাজ কাশিশ্বর বাবুর পুত্র হিজল ডাঙ্গার শাসন কর্তা জমিদার অজিত বাবু শুধু প্রজা পালনই নয়, বিদ্রহী-দের কঠোর হস্তে দমন করতে যানে।

সবাই যানে দেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় আর অতি বর্ষণে বর্তমানে একটু অভাব অনটন দেখা দিয়েছে, কিন্তু কেনো, কেনো তারা আমার বিরুদ্ধে দিন দিন ষড়যন্ত্র করে চলছে—এই কে আছিস্. জলদি আমার চাবুকটা—

(আছালত সরদারের প্রবেশ)

আছালত :—আছালত হাজির মহারাজ (চাবুক জমিদারের হাতে দেয়)

অজিত :—আছালত—

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই মহারাজ।

অজিত :—সারা দেশ জুড়ে যে বিদ্রহের আগুন জ্বলছে এর কারণ কি তুমি বলতে পারো?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, তবে কথা হলো পেটে ভাত না থাকলে একটু চীৎকার করবেই তো।

অজিত :—(ধমক দিয়ে) আছালত—

আছালত :—(কেঁপে ওঠে) মহারাজ।

অজিত :—কি বলতে চাও তুমি—

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই মহারাজ। সেদিন দেখলাম হিজল ডাঙ্গার বড় রাস্তা দিয়ে বিদ্রহীদের বিরাট মিছিল খানপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ। আমি ওদের দেখে কোনো রকমে জঙ্গলে লুকিয়ে জানটা বাচিয়েছি, মহারাজ—বলতে কোন বাধা নেই—নইলে ওরা আমাকে মেরে ফেলতো।

অজিত :—তোমাকে ওরা মারবে কেনো ?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, আমি যে আপনার প্রধান লাঠিয়াল।

অজিত :—আছালত সরদার—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ।

অজিত :—তোমরা পারবেনা ঐ বিদ্রহীদের শায়েস্তা করতে ?

আছালত :—কেনো পারবোনা, তবে বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ ওরা যে সংখ্যায় অনেক বেশী।

অজিত :—আছালত সরদার—

আছালত:—(ভয় পেয়ে) মহারাজ, বলতে কোন বাধা নেই।

অজিত :—বিদ্রহীদের শায়েস্তা না করতে পারলে আমার শাস্তি

নেই। ওরা যে কোনো মুহূর্তে এই জমিদার বাড়ীতে ঢুকে আমার সর্বনাশ করতে পারে, তাই যে করেই হোক ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে জমিদার দুর্বল নয়, জমিদার নর্দমার ময়লা গুলোকে ঘৃণা করে—। আস্তা কুড়ের বিদ্রহীদের হাজার চীৎকারেও জমিদারের অন্তরে এতটুকু কাতরতা নেই ওরা কাঁদবে আর আমি খিল খিল করে হাসবো। হা-হা-হা (প্রস্থান)

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই, তবে কাজটা বেশী ভাল হচ্ছেনা ঐ বেকার ছোকড়াগুলোর। ওরা জানেনা জমিদারের সেরা লাঠিয়াল এই আছালত সরদার। বলতে কোন বাধা নেই—

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ :—কি বাধা নেই আছালত সরদার ?

আছালত :—আজকাল দেখছি জমিদারের বিরুদ্ধে, বলতে কোন বাধা নেই।

হাফিজ :—বাধা থাকবে কি করে সরদার। একদিকে জমিদারের অসহ্য নির্যাতন অন্যদিকে মা বোনদের পরনে নেই কাপড়, পেটে নেই ভাত, মাথা গুজবার নেই আস্তানা—

আছালত :—রাখো তোমার বক্তৃতা, বলতে কোনো বাধা নেই জমিদার কি বলেছে জানো— ?

হাফিজ :—কি— !

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই, বিদ্রহীদের নির্মম ভাবে শায়েস্তা করতে—

হাফিজ :—কে করবে তাদের শায়েস্তা ?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, এই শায়েস্তার ভার মনে হয় জমিদার বাবু আমার উপরেই অর্পন করবেন—কারণ আমার নাম আছালত সরদার পিতা মৃত পাঁচু—স—

হাফিজ :—রাখো তোমার বংশ পরিচয়—

আছালত :—আরে চৌদ্দ পুরুষ ধরে জমিদারের খেদমত করছি আর পরিচয় দেবোনা—বলতে বাধা নেই, হ্যা।

হাফিজ :—আচ্ছা এদের দেখে জমিদারের কি একটুও দয়া মায়া হয় না ?

আছালত :—কাদের দেখে।

হাফিজ :—যারা অনাহারে ধুকে ধুকে মরছে—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, ওটা ভাই কপালের দোষ কপালে যা আছে—তাই-হ—

হাফিজ :—তাই হবেনা আছালত সরদার।

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী :—তাই হতে আমরা দেবোনা আছালত সরদার। আমাদের কপাল তোমাদের জমিদারের হাতে বন্দি আর তোমাদের মত দালালদের জন্য মুক্ত।

আছালত :—তুমি মানে—

তপতী :—চিনতে পারছোনা এই তো—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—

তপতী :—আমিও বিদ্রহীদের একজন।

আছালত :—মেয়ে মানুষ হয়ে, বলতে কোন বাধা নেই তবে তোমার দ্বারা এ ধরনের কাজ—

তপতী :—আমাদের দ্বারাই সম্ভব লাঠিয়াল। এতদিন তোমাদের ঐ লাঠির আঘাত নীরবে সহ্য করেছি আর নয়, আমাদের লাঠির আঘাতে তোমরা হবে এখন জর্জরিত।

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই—

হাফিজ :—চলো তপতী ওদিকে—আসাদ, অশোক রনজিৎ সবাই আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে আমরা না গেলে—

তপতী :—যাবো হাফিজ ভাই, তবে শুনে রাখো লাঠিয়াল এখনো সময় আছে হাতের লাঠি উল্টো ধরে বন্ধুত্ব গড়ে তোল এই সর্বহারাদের সাথে, নতুবা তোমাদের সুখের প্রাসাদ অচিরেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে, সেদিন হাজার অনুরোধেও কোথাও পাবেনা এতটুকু মাথা গুজবার ঠাই এখনো সময় আছে লাঠিয়াল এখনো সময় আছে—

(হাফিজ ও তপতীর প্রস্থান)

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, কবে হবে ঝড় আর আজ লাগাও তার থাম্, বলি চৌদ্দ পুরুষের চাকুরীটা কিনা হারাবো ঐ ছুকড়ির কথায়, বলতে কোন বাধা নেই, তবে জেনে রাখিস্ ছুকড়ি আমিও তোর পিছনে লেগেছি হয় তোর একদিন না হয় আমার একদিন—হ্যা—বলতে কোন বাধা নেই যতসব বেহায়া জুটেছে ঐ অসভ্য দলে— (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(আসাদ ও রনজিতের প্রবেশ)

আসাদ :—যানিস রনজিৎ, জমিদার অজিত বাবু কি বলেছে ?

রনজিত :—কি—

আসাদ :—আমাদের কঠোর শাস্তি দেবে।

রনজিত :—সত্যি নাকি ?

আসাদ :—ঘাবড়ে গেলি নাকি বন্ধু, অসম্ভা, একবার যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছে হাজার বার পানি ঢাললেও তা নিভবেনা রনজিৎ—। আমরা না খেয়ে মরছি. আমাদের পেটে নেই ভাত, পরণে নেই বস্ত্র আর এগুলি দেখেও জমিদার আমাদের বিরুদ্ধে কঠোর সাস্তি নিতে চাচ্ছে—আমরা অনেক বার বলেছি গুদাম খুলে গরীবদের মধ্যে চাউল বিতরণ করতে, কিন্তু জমিদার তা হেসেই উড়িয়ে দিচ্ছেন। গুদামে হাজার হাজার মন চাউল থাকা সত্বেও তিনি বললেন এক ছটাক চাউল ও নেই বলো এ মুহূর্তে·········

রনজিত :—জোর করে গুদামের তালা ভাঙতে হবে আসাদ ভাই—

আসাদ :—ব্যাপারটা কি ঠিক হবে—

রনজিত :—তাই তো······

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ :—ঠিকই হবে আসাদ, এ জন্য যদি জমিদারের লোকজনের সাথে সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা প্রতিহত করতে হবে। যানিস্ আসাদ তপতীর বাবা আজ তিনদিন না খেয়ে আছে লজ্জায় তপতী না বললেও তার বাবার কাছে আমি সব শুনে এসেছি।

আসাদ :—সবই বুঝি হাফিজ, বুঝেও কিছু বুঝে উঠতে পারছিনা অথচ এদের ছিল একদিন গোলা ভরা ধান গোয়াল ভরা গরু আর পুকুর ভরা মাছ—

হাফিজ :—বসে থাকলে তো আর চলবেনা আসাদ, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে—

আসাদ :—হ্যা হাফিজ বসে থাকলে আর চলবেনা. হিজল ডাঙ্গার মানুষের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে আনতেই হবে জমিদারকে দেখিয়ে দিতে হবে জনতার শক্তির কাছে এটম বোমা ও হার মানে—

রনজিত :—তাই হবে ভাই, যে ভাবেই হোক নিপিড়ীত জনতার ন্যায্য অধিকার আমরা ফিরিয়ে আনবোই—আমরা অন্ন চাই বস্ত্র চাই বাঁচার মত বাঁচতে চাই—

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী :—বাচতে আর হবেনা রনজিত দা. জমিদার এবার সব গুলোকে শেষ করে……

আসাদ :—তপতী—

তপতী :—হ্যা ভাই জান, জমিদার তার লাঠিয়ালদের হুকুম

দিয়েছে যেখানেই বিদ্রোহীদের পাবে সেখানেই তাদের কঠোর শাস্তি দেবে। তাদের বুঝিয়ে দেবে—ভাত কাপড় চাওয়ার কি জ্বালা—তাদের দেখিয়ে দেবে জমিদার দুর্বল নয়—।

আসাদ :—বুঝেছি তপতী বুঝেছি। পশ্চিম আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ করেছে, ঝড় উঠবে বাতাস বইবে ঘর বাড়ী সব ধ্বংশ করে দেবে, তারপর—তারপর ঝড় যখন থামবে তখন দেখবে সব শান্ত, সব নীরব। দুষিত হাওয়া নেই দুর্গন্ধ কেটে গেছে আনন্দে মানুষ গুলো খিল খিল করে হাসছে।

হাফিজ :—ঝড় যাতে আঘাত হানতে না পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আসাদ—

তপতী :—প্রস্তুত আমরা আছি হাফিজ ভাই, আসুক ঝড় আসুক কাল বৈশাখীর তাণ্ডবলীলা, কাল বৈশাখীর চেয়েও ভয়ঙ্কর হতে হবে আমাদের, ঝড়কে পরাজিত করে কেড়ে নিতে হবে আমাদের ন্যায্য অধিকার।

আসাদ :—ঠিকই বলেছিস তপতী। আজ হতে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে, দেখতে হবে কার বাহুতে কত শক্তি—হিজল ডাঙ্গার হিজল তমাল শীতল বায়ুকে কেউ দুষিত করতে পারবে না। আমরা কখনো দুষিত হতে দেবোনা।

(প্রস্থান)

রনজিত :—আমি যাই হাফিজ ভাই, বলরামপুরের গরীব কৃষক-দের জানিয়ে আসি, তারা যেন সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকে—

(প্রস্থান)

হাফিজ :—তপতী—

তপতী :—বলো হাফিজ ভাই—

হাফিজ :—আমাদের সাথে তোমার এ ভাবে রাস্তায় নেমে আসা কি ঠিক হবে ?

তপতী :—কেনো হবেনা হাফিজ ভাই। বছরের পর বছর এভাবে গরীব কৃষকদের উপর চলবে নির্যাতন আর আমরা তাই নীরবে সহ্য করবো।

হাফিজ :—তবুও বলেছিলাম কি—

তপতী :—তুমি কি বলতে চাও—

হাফিজ :—তুমি একজন নারী। তুমি এভাবে আমাদের সাথে সংগ্রাম করলে তোমার বিরুদ্ধে সবাই কুৎসা রটাবে। সমাজে তোমার দুর্ণাম ছড়াবে ঐ জমিদারের লোকেরা, হয়তো তোমার নারিত্বের—

তপতী :—অবমাননা করবে—এই তো ? কিন্তু হাফিজ ভাই গরীব জনসাধারণের ন্যায্য পাওনা ফিরিয়ে আনতে যদি আমার জীবনটা পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। তবুও ঐ অত্যাচারি জমিদারের এই অপরাধ আমি কিছুতেই সহ্য করবোনা কিছুতেই না—

(প্রস্থান উদ্যত)

হাফিজ :—কোথায় চললে তপতী—

তপতী :—হিজল ডাঙ্গার মা বোনদের কাছে, তাদের বোঝাতে হবে—তোমাদের টাকায় জমিদারের বাড়ী হচ্ছে বাঈজির নাচ, আর তোমরা না খেতে পেয়ে অসুখে পড়ে ধুকে ধুকে মরতে বসেছ। তোমরা জাগো তোমাদের পাওনা তোমরা আদায় করে নাও।

(প্রস্থান)

হাফিজ :—যানি সবাই আজ ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে ওদের ন্যায্য দাবীর জন্য ওরা আজ ক্ষিপ্ত আর ওদের শান্ত করা যাবেনা।

(ঢেড়া পিটাতে পিটাতে আছালত সরদারের প্রবেশ)

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই, হিজল ডাঙ্গার জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে যত বকেয়া খাজনা জমিদারের পাওনা রহিয়াছে তাহা জমিদার বাড়ীতে যেন পৌছে দেওয়া হয় বলতে কোন বাধা নেই নইলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হইবে।

হাফিজ :—বলতে কোন—দা—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—আমি আছালত সরদার বাবার নাম পাচু সরদার গ্রাম হিজল ডাঙ্গা পোঃ—নারিকেল বাড়ীয়া জে—জেলা—

হাফিজ :—চুপ কর বেটা—বলি তুই কি চৌকিদার না—দফা—

আছালত :—কি আমাকে চৌকিদার বলা—আমি হচ্ছি গিয়ে আছালত সরদার পিতা মৃত—

হাফিজ :—আবার সেই—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই আমি জমিদারের প্রদান লাঠিয়াল।

হাফিজ :—মানুষ না খেয়ে মরছে আর তোকে খাজনার তাগাদা দিতে কে বলেছে ?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই জমিদার বাবু ইতো—

হাফিজ :—যা তোর জমিদার বাবুকে বলে দিস্। হিজল ডাঙ্গার প্রজারা এক পয়সাও খাজনা দেবেনা।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই তবে জমিদারী চলবে কি করে—?

হাফিজ :—তোর এত কথায় কাজ কি—যাবি এখান থেকে—না—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই। মারধর করেবেন না দয়া করে আমি—আ—

হাফিজ :—আমি কি ?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, আমি চলে যাচ্ছি তবে আমার যেন কোন দোষ—দো—

হাফিজ :—কিসের দোষ।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই তবে জমিদার যদি বলে কে তোকে নিষেধ করেছে ?

হাফিজ :—বলবি হাজার হাজার জনগণ—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—তবে আপনি যে একা এতবড় মিথ্যা কথা আমি কেমন করে বলবো—

হাফিজ :—একাই তো হাজার মানুষের পক্ষ থেকে বলছি—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, এই আমি চললাম আগামী সাতদিনের মধ্যে মনে থাকে যেন—

হাফিজ :—আবার সেই কথা, দাড়া দেখাচ্ছি মজা—

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই

(দৌড়ে প্রস্থান)

হাফিজ :—কাটা ঘাযে নুনের ছিটা। বলি না খেয়ে খেয়ে সব মরতে বসেছে, তার মধ্যে আবার বকেয়া খাজনা। ঠিক আছে খাজনা তো দুরের কথা জমিদার বাড়ীর বাজনা পর্যন্ত এবার থেমে যাবে। সব পাওনা মোদের ফিরিয়ে দিতে হবে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(তপতীদের বাড়ী, নিশিকান্তর প্রবেশ)

নিশিকান্ত :—আর পারলুম না। কতবার যে নিশেধ করলাম কিন্তু পারলাম না ঐ মেয়েটাকে শান্তনা দিতে, বলি জমিদার ঘুষ খায়, সুদ খায় আর আটা চাউল গুদামজাত করে রাখে তা আমাদের কি কতবারই না বললুম তুই মেয়ে মানুষ হয়ে ও পথে পা বাড়াসনে কিন্তু শুনলে, শুনলে বুঝি আমার কথা—

তপতী :—বাবা—বাবা—

নিশিকান্ত :—কে তপতী না, আর তুই আমার বাড়ী, কেনো তোর জন্য আমি কথা শুনবো—বুড়ো বয়সে কেনো ওরা আমার শাশন করতে আসবে—

তপতী :—কে—বাবা—

নিশিকান্ত :—কে আবার, ঐ যে জমিদারের সণ্ডা পাণ্ডারা তুই নাকি দেশ দ্রোহী, তুই নাকি জমিদারের বিরুদ্ধে কথা বলিস—তুই নাকি—

তপতী :—থাক বাবা ওদের বলতে দাও ওরা যে বলবেই, ওদের বিরুদ্ধে গেলে ওরা যে আমাদের শাস্তি দেবে একথা অনেক আগেই ভেবে দেখেছি—

নিশিকান্ত :—কিন্তু কি প্রয়োজন মাগো ওদের সাথে ঝগড়া করে, ওরা যে মানুষ নয় ওরা পাষণ্ড বর্বর।

তপতী :—তবুও ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে বাবা ওদের জানিয়ে দিতে হবে প্রজারা কি চায় ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে শোষণের শাষন এই সোনার বাংলাতে চলবেনা, বাংলার মানুষ আজ স্বাধীন, বাংলার মানুষের মুখের অন্ন কেও চুরি করতে পারবেনা—

নিশিকান্ত :—পারবিনে মা পারবিনে, ওরা যে তোদের কোন কথাই মানবেনা, তোদের কোন কথাই ওরা শুনবেনা।

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ :—এবার শুনতেই হবে কাকা—নতুবা গলা টিপে মুখের ভীতর হাত ঢুকিয়ে আমাদের খাদ্য আমরা বের করে

আমরা। আমরা সংগ্রাম করবো ঐ জমিদারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে রফিক, শফিক, জব্বারের মত বুকের তাজা রক্তকে ঢেলে দিয়ে বাংলার মানুষকে দেখিয়ে দেবো আমরা জান দিতে পারি, কিন্তু অনাহারে অত্যাচারে, পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ থাকতে পারি না—

নিশিকান্ত :—সব বুঝি বাবা, কিন্তু তোমাদের আশাকে জমিদার সফল হতে দেবেনা।

তপতী :—জোর করে আশাকে বাস্তবে রূপ দেবো বাবা—

নিশিকান্ত :—আমি আশির্বাদ করি মা, তোমাদের সংগ্রাম যেন ব্যার্থ না হয়। আমি আশির্বাদ করি যেন হিজল ডাঙ্গার মানুষেরা পুর্বের মত শান্তিতে বাস করতে পারে।

(প্রস্থান)

আসাদ :—তপতী।

তপতী :—বলো ভাইজান।

আসাদ :—আমি একটা কথা বলবো—

তপতী :—বলো—

আসাদ :—তোর বয়স হয়েছে—আজ বাদে কাল স্বামীর ঘরে যাবি. আমার মনে হয় তুই এভাবে আমাদের সাথে রাস্তায় নেমে না এসে—

তপতী :—ঘরে বসে থাকবো এই—তো—

আসাদ :—বলছিলাম কি তোদের হিন্দু শাস্ত্র তো আর সহজ নয়, তাই একটু পান থেকে চুন খসলেই যে তো:দর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে।

তপতী :—শাস্ত্র ঐ জমিদারদের পোষা ব্রাহ্মনদের হাতে বন্দি ভাইজান। ওরা মহাভারতের হর্তা-কর্তা নতুবা ওদের যে ব্যাবসা বন্দ হয়ে যাবে—

আসাদ :—তবুও যে তোকে তা মেনে চলতে হবে তপতী।

তপতী :—ধর্মকে মানবো তবে জমিদারের পোষা ব্রাহ্মনদের মানবোনা।

আসাদ :—তারাই যে তোমাদের সমাজের সব তপতী।

তপতী :— তারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে আসাদ ভাই—

আসাদ :—আচ্ছা তপতী আমি আশি—কাল আবার আসবো—

(প্রস্থান)

তপতী :—ভগবান তুমি আমার মান সম্মান রক্ষা করো প্রভু, আমি যে পথে পা বাড়িয়েছি তা—তুমি পুরণ করো—

(তারা ঠাকুর ও আছালতের প্রবেশ)

তারা ঠাকুর :— পুরণ না করে কি পারে, ভগবান নিশ্চয়ই পুরণ করবেন। গবিন্দ তুমি মাফ করো প্রভু—

তপতী :—দাদু আরে বসুন বসুন—

তারা ঠাকুর :—দাদু। বলি আর গরম জলে চিরা ভিজাতে হবে না। ভগবানের কাছে যা প্রার্থনা করছিলে তাই করো—

আছালত :—বলতে কোনো বাধা নেই ছি—ছি—ছি—

তপতী :—অবেলায় কি মনে করে ঠাকুর দা—

তারাঠাকুর :—হাওয়া খেতে এলাম—বলি এই যদি তোমার ইচ্ছা তবে আর এত বাহানা কেনো খোলাখুলি বললেই তো .পার গবিন্দ তুমি মাফ করো প্রভু—

তপতী :—কি বলতে চাচ্ছেন আপনি, আমি তো কিছুই বুঝে—

তারাঠাকুর :—এতক্ষণ যা দেখলাম তাহলে বলতে চাও সব মিথ্যা—

তপতী :—কি দেখলেন—

তারা ঠাকুর :—বলি মুসলমান একটা ছেলের সাথে যে প্রেম লীলা চলছিলো তাতো নিজের চক্ষেই দেখলাম।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, একেইতো বলে প্রেম, আমি আমি যাই ঠাকুর—বলতে কোন বাধা নেই ছি-ছি-ছি— আর এক মিনিট ও আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে না—ছি ছি-ছি প্রস্থান।

তপতী :—দাদু

তারাঠাকুর :—আমি যা দেখেছি তা আমাকে সমাজের সবাইকে জানাতে হবে—নিজের চক্ষে যদি না দেখতাম তাহলে—

তপতী :—কি দেখলেন দাদু

তারাঠাকুর :—বাব বার বলতে হবে নাকি, বলি হিন্দুর মেয়ে মুসলমান ছেলেকে নিয়ে ঢলাঢলি—ছি-ছি-ছি·ভগবান হে— গবিন্দ এ দৃশ্য দেখবার আগে আমার মৃত্যু হলো না কেনো। লজ্জায় মাথাটা আমার উঃ যাই দেখি ব্যাপারটা আবার সবাইকে না জানালে যে আমার পাপ হবে—

তপতী :—দাদু—একটা মিথ্যা ঘটনার আশ্রয় নিয়ে আমার নারী জীবনে কলংকের চিহ্ন একে দেবেন না, আমি কোন দোষ করিনি দাদু আমার এতবড় সর্বনাশ করবেন না—

তারাঠাকুর :—তাহলে বলো আমি মিথ্য বলছি—

তপতী :—হ্যাঁ দাদু মিথ্যা—আপনি যা বলছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা—

তারাঠাকুর :—কি-কি-বললি—মিথ্যা হ্যা আমিই মিথ্যা বলছি ছি-ছি-ছি বলি নিজের চোখ দুটো কি ভগবান খারাপ করে দিয়েছো গবিন্দ তুমি এর বিচার করো প্রভু—

তপতী :—দাদু, আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমাকে এভাবে মিথ্যা ষড়যন্ত্রের শিকার বানাবেন না।

তারাঠাকুর :—এত বড় একটা জলজ্যান্ত সত্যকে আমি অশ্বিকার করি কেমন করে বলো—

তপতী :—আপনাকে অস্বীকার করতে হবেনা আপনি যা দেখেছেন তাই বলবেন।

তারাঠাকুর :—তাই তো বলবো, আমি কি আর মিথ্যা বলবো— আমি তো সেই প্রথম থেকেই বলছি—একটা মুসলমান ছেলের সংগে ঢলাঢলি গবিন্দ তুমি ক্ষমা কর প্রভু—

তপতী :—তবুও আপনি ভুলটাকে সংশোধন করতে পারছেন না দাদু—

তারাঠাকুর :—পারবো কি করে আর আমি না হয় পারলুম কিন্তু ধর্ম কি পারবে এই মহাপাপকে নীরবে হজম করতে—

তপতী :—দাদু---

তারাঠাকুর :—সবই ভগবানের ইচ্ছা তপতী। জমিদার তোমার পিছনে লেগেছে, আর তার মধ্যে ঘটে গেল একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড বলি সাধে কি আর বলি ছি-ছি-ছি গবিন্দ তুমি মাফ করো প্রভু—

তপতী :—আপনি এখনো—

তারাঠাকুর :—এখনো। বলি এখনো যে চুপ করে আছি—এই তো ভাবছি—

তপতী :—দাদু যাই ভাবুন না কেনো, ফুলকে ভুল বুঝবেন না—

তারাঠাকুর :—তাহলে এখনও তুমি অস্বিকার করছো—

তপতী :—আপনি তো—

তারাঠাকুর :—ঠিক আছে আমি এখনই ব্যাপারটা সারা গ্রামে রটিয়ে দেবো। জমিদারকে বলে নিশিকান্তকে এক ঘরে রাখবো—ধর্ম মতে তোমাদের সাথে কোনো হিন্দু পরিবার মিলতে পারবেনা ছি-ছি-ছি গবিন্দ তুমি মাফ করো প্রভু— (প্রস্থান)

তপতী :—হে ভগবান। এই ভণ্ড ঠাকুরের চক্রান্ত থেকে আমায় মুক্ত করো ঠাকুর—মুক্ত করো— প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

(মাতাল বেশে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার :—নে বাবা, বলি সারাদেশ জুড়ে কি আগুন ধরে গেল। আসমান দিয়ে মাঝিরা নৌকা বেয়ে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে, ওরে ওরা পড়বেতো। মরবে শালারা ওরাও কি আমার মত নেশা করেছে। ধেৎ ছাই এখনও কেন গীতা আসছেনা, তবে কি আমার—না, কিছুতেই সে আমাকে ফাঁকি দিতে পারে না। অনেক টাকা আমি ওকে দিয়েছি, টাকার কথা যখন মনে পড়বে তখন উল্কার মত ছুটে আসবে—

(আছালত সরদারের প্রবেশ)

আছালত :—বড় কুমার আছেন এখানে—

রাজকুমার :— কে— গীতা, ওহ্ এতক্ষন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম, আমি জানি তুমি আসবে— নেশাটা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে গীতা— কই এসো— কাছে এসো—

(আছালত ভয়ে পিছে সরতে থাকে আর রাজকুমার গীতা ভেবে ধরতে যায়, বেশ কিছুক্ষন পর রাজ-কুমার জড়িয়ে ধরবে আছালতকে)

পেয়েছি, এতক্ষন বুঝি আমার সাথে অভিনয় করছিলে গীতা—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, বড় কুমার আমি গীতা নই, আমি আছালত সরদার—

রাজকুমার :— আছালত সরদার (চমকে উঠে)

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, তবে রাজকুমার কি মনে করে যে—

রাজকুমার :— জানো সরদার, আজ নেশা একটু বেশী হয়ে গেছে তাই—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, মদ খেলে ও এমন ভাব একটু হয়েই থাকে—। বলতে কোন বাধা নেই কুমার। আমি একবার খেয়েছিলাম তারপর— কি বলবো কুমার-আপনি তো শুধু মানুষ চিনতে ভুল করেছেন আমি— ঐ যে কত বড় নারিকেল বাড়ীয়ার বাজার তাই ভাই দেখলাম একেবারে শুন্য— ঘরবাড়ী কিছুই নেই—

রাজকুমার :— আচ্ছা সরদার—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই—

রাজকুমার :— এখনো গীতা আসছেনা কেনো— ?

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই—গীতাকে তো আমি চিনিনা

রাজকুমার :— তুমি আমার মুণ্ডু চেনো— বলি ঐ যে— বড় বড় ফাংশ্যানে নাচে, গায় ঐ সেই মেয়েটা—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, এবার চিনেছি—

রাজকুমার :— তুমি একটু এগিয়ে যাও না সরদার— আর— হ্যা বাবা কোথায় বলতে পারো— ?

আছালত :— থানার বড়বাবু নিমন্ত্রন করেছেন কিনা সেখানে গেছে—

রাজজুমার :— অল্ রাইট, গুড নিউজ,— বাবা নেই সাব্াস।

আছালত :— বলতে কোনো বাধা নেই বড়কুমার, আমি এখন যাই

রাজকুমার :— হ্যা গীতার সাথে দেখা হলে একটু জলধি আসতে বলবে—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, তবে বলেছিলাম কি— বাবু— খালি বোতলটা কোথায় রেখেছেন—

রাজকুমার :— কেনোরে—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, একটু পানি ঢেলে—

(গীতার প্রবেশ)

গীতা :—তোমাকে আর পানি ঢালতে হবে না। যাও আমি এসে গেছি।

রাজকুমার :—গীতা। হ্যা আমি যানতাম তুমি আসবে তা এত দেরী হলো কেনো ?

গীতা :—ব্যক্তিগত একটু কাজ ছিলো।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, উনি সব সময় কাজে ব্যাস্ত থাকেন কিনা তাই আসতে একটু দেরী হয়েছে—

রাজকুমার :—তোমার এখানে কোন প্রয়োজন নেই. তুমি যাও এখান থেকে—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—আমি চলে যাচ্ছি তবে বাবু কিছু টাকা যদি ধার দিতেন—

রাজকুমার :—টাকা কি করবে এখন ?

আছালত :—মহারাজ থাকলে আর আপনার কাছে চাইতুম না।

রাজকুমার :—ধরো এই দশটাকা নিয়ে এখান থেকে একটু জলদি জলদি সরে পড়।

আছালত :—(টাকা হাতে নিয়ে) বলতে কোন বাধা নেই. আর আমি আপনাদের বিরক্ত করবোনা তবে বড় বাবু টাকা দশটার কথা মহারাজকে বলবেন না কিন্তু।

রাজকুমার :—আরে যাওনা তুমি—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—

(গীতার দিকে তাকাতে তাকাতে প্রস্থান)

গীতা :—আসতে দেরী হয়ে গেল বলে রাগ করেছ রাজকুমার ?

রাজকুমার :—আরে না—না রাগ। তুমিতো যানো তোমাকে দেখলে আমার সব রাগ ধ্বংশ হয়ে যায়। হ্যা তারপর

সুখবরটা শুনে নাও বাবা বাড়ীতে নেই, আজকের রাত কিন্তু আমার এখানেই থাকতে হবে—

গীতা :—রাতে যে একটা কাজ ছিলো—

রাজকুমার :—কি কাজ—

গীতা :—একটা ফাংশানে যেতে হবে—

রাজকুমার :—কতটাকা পাবে সেখানে গেলে—

গীতা :—পাঁচশো টাকার মত।

রাজকুমার :—ঠিক আছে, আমি তোমাকে এক হাজার টাকা দেবো, তবুও আজগের রাতে তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দেবোনা।

গীতা :—রাজকুমার—

রাজকুমার :—হ্যা গীতা। তুমি যানোনা আমি তোমাকে কত ভালবাসি। বিশ্বাস করবেনা, তুমি যদি আমার কাছে না আস তবে মাথাটা আমা'র ঠিক থাকেনা। তোমাকে কেনো এত ভাল লাগে বলতে পারো গীতা ?

গীতা :—একটা সাধারণ বাঈজিকে ভাল বেশে কি লাভ রাজ-কুমার ?

রাজকুমার :—দুনিয়ায় লাভ লোকশানের হিসাব করা বড় কঠিন গীতা। তবে এটুকু বলবো তোমার মনে যে শুন্যতা বিরাজ করছে, আর যেখানে সারাদিন রাত দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে আমি তার সমাধী দিতে চাই।

গীতা :—থাক রাজকুমার, এসব কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই।

রাজকুমার :—তোমাদের এই অধপতনের মুলে কারা দায়ী যানো ? বলতে পারবেনা, কিন্তু আমি যানি সমাজের ঐ সমাজ পতিদের কঠোর নির্যাতনের জ্বালা সইতে না পেরে আজ তোমরা মুখে রং লাগিয়েছ কিন্তু একথা চির সত্য যে সাধে কেও এ পথে পা বাড়ায়না—

গীতা :—নেশা দেখছি তোমার ছেড়ে গেছে আনবো একটু মদ—?

রাজকুমার :—হ্যা ভাল কথা মনে পড়েছে—কোথায় কোথায় মদ, জলদি আনো, মদ না খেলে আমার কিছুই ভাল লাগেনা। আর আসলে সত্য কথা—কি জানো গীতা জমিদারের ছেলে মদ্-না খেলে ঠিক জমিদারের মত মানাবেনা।

গীতা :— তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি মদ নিয়ে এখনই আসছি। (প্রস্থান)

রাজকুমার :— গীতা। যে নদীতে একবার ভাঙ্গন ধরে তাকে হাজার বাধ দিলেও ঠেকানো যায় না, যে পাহাড় ভাঙ্গতে চায় তাকে বাধা দিয়ে কোন ফল হয় না, যে মন ধ্বংশ হতে চায় সে মন কিছুতেই শান্ত হতে পারে না—। আমি মাতাল। মাতাল হলেও আমি পাগল নই। সব বুঝি— বাবার অত্যাচার প্রজাদের উপর কঠোর নির্যাতন এ শুধু আমাদের ধ্বংশের - - না— মদ— এ আমি কি বলছি— মদ কোথায়—

(মদের বোতল ও গ্লাস সহ গীতার প্রবেশ)

গীতা :—এই তো আমি এসে গেছি রাজকুমার। এই তো একেবারে খাটি বিলাতি সরাব, এ সরাব তোমাকে প্রচুর আনন্দ দেবে।

রাজকুমার :—হ্যা তাই দাও গীতা। (মদ খায়) যাক—আচ্ছা কথা শোন গীতা, তুমি একটা গান গাওতো।

গীতা :—আমার গান কি তুমি পছন্দ করবে?

রাজকুমার :—বারে তোমার প্রতিটি জিনিসই আমি পছন্দ করি, তোমাকে আমি মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসি।

গীতা :—ভালবাসি—হা-হা-হা। থাক রাজকুমার আমাকে আর ভাল বাসতে হবে না। আমি বাঈজি বাঈজি হয়েই থাকতে চাই।

রাজকুমার :—বাঈজিরাইতো পারে প্রাণ খুলে ভালবাসা দিতে। হ্যা তোমাকে একটা গানের জন্য বলেছিলাম—

গীতা :—গান—তাহলে শুনবেই তুমি—

রাজকুমার :—ছোট্ট একটা গান গীতা।

(গান)

গীতা :—

যানি ওরা ভুলে গেছে আমাকে
যে ভুল মোর এসেছিলো জীবনে
সেই ভুল, জীবনের মহাভুল (২)
যানি মোর গান খানি শান্ত

তাই বুঝি আজ আমি ক্লান্ত
ঝরে গেলো তাই মোর বাসরের ফুল
এই ভুল, জীবনের মহাভুল (২)
সব নদী যেতে চায় সাগরে
সেই স্রোত আমি পাব কি করে
তাই ওরা মোর প্রেমে মশগুল
সেই ভুল, জীবনের মহাভুল (২)
যানি সবে ভুলে যাবে আমাকে
পৃথিবীর এইতো নিয়ম
মরে গেছে তাই মোর মনের বুলবুল
সেই ভুল জীবনের মহাভুল (২)

রাজকুমার :—সত্যি সুন্দর, এত সুন্দর কেমন করে তুমি গাও গীতা। তোমার গানটা সত্যি সুন্দর—

গীতা :—থাক আর বলতে হবেনা। আমি এখন যাই—

রাজকুমার :—কোথায় যাবে গীতা ?

গীতা :—বললাম তো গান গাইতে—

রাজকুমার :—আমি তোমাকে থাকতে বললাম—

গীতা :—অসম্ভব।

রাজকুমার :—কেনো ?

গীতা :—টাকা দিয়ে গান শোনা যায়, কিন্তু মন পাওয়া যায় না—

রাজকুমার :—কিন্তু অন্ধকার ঘরে যে আমার কিছুই ভাল লাগেনা গীতা, আমি আলোতে থাকতে ভালবাসি—

গীতা :—যার মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ তার আলোর প্রয়োজন পড়বেনা—

রাজকুমার :—কার কথা বলছো—

গীতা :—ও—হ্যা আমার নিজের কথাই বলছিলাম !

রাজকুরার :—তোমার মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ—কে বলেছে। আমি বলতে পারি তোমার মন সাদা ধবধবে।

গীতা :—অসম্ভব, বাঈজিদের মন আর অন্য মেয়েদের মনে অনেক পার্থক্য।

রাজকুমার :—চলো গীতা।

গীতা :—তুমিও যাবে ফ্যাংশনে—

রাজকুমার :—না—। কিন্তু—

(হঠাৎ আছালতের প্রবেশ)

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, আর কিন্তু কিন্তু নয়। মানে মানে সরে পড়ুন জমিদার বাবু এখনই এসে পড়বেন বলতে কোন বাধা নেই তাই খবরটা দিতে এলাম।

রাজকুমার :—বাবা আসছেন—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—হ্যা এসে যদি উনাকে দেখে তবে বলতে কোন বাধা নেই হ্যা।

গীতা :—আমি যাই রাজকুমার—

রাজকুমার :—আমিও যাবো চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

আছালত :—(ফেলে যাওয়া মদের বোতল থেকে ঢেলে খায়) বলতে কোন বাধা নেই। এখনো ছোকড়ার মুখ টিপলে

দুধ বের হয়, আর সে কিনা সারাদিন রাত অস্তাগফেরুল্লা নিয়ে পড়ে থাকে---বলতে কোন বাধা নেই যেমন বাপ তেমন ছেলে পয়সাগুলো দুজনে মিলে সব শেষ করে দিলো---বলতে কোন বাধা নেই আর যত গড়বড় আছালতের বেতনের বেলায়।

(অজিতের প্রবেশ)

(অজিতকে দেখে আছালত মদের'বোতল নীচে ফেলে দেয়)

অজিত :— শায়েস্তা ছাড়া আর কোন পথ নেই—। ওরা জানে না যে জমিদার আইনকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে— এবার থেকে সব চীৎকার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই— কার চীৎকার মহারাজ।

অজিত :— তোর বাপের—

আছালত :— আমার বাবা অনেকদিন আগেই ইন্তেকাল করেছেন।

অজিত :— তাই তো তার চীৎকার—

আছালত :— ফেরেশতারা বুঝি আমার বাপকে খুব মারধর করছে মহারাজ—

অজিত :— না পুলিশে।

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, মাটির নীচেও পুলিশ।

অজিত :— না উপরের পুলিশগুলো। ঐ যে গ্রামের চোর বদমায়েস ছোকড়া গুলো প্যাক প্যাক করে বেড়ায় অন্ন চাই বস্ত্র চাই বলে—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, দেওয়া ডাঙ্গার

তাঁতীরা দেখি সারাদিন তাঁত বোনে তা ওরা আপনার কাছে কাপড় চায় -কেনো? বলতে কোন বাধা নেই, সেখান থেকেতো ওরা আনতে পারে।

অজিত :— তুই চুপ কর্। বক্ বক্ করিসনে। কাল ভোরে তুই থানায় যাবি—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই, আমি আবার কি অন্যায় করলাম মহারাজ—

অজিত :— অন্যায় নয়, দারোগা সাহেবকে— দশ হাজার টাকা দিয়ে আসবি— বুঝলি—

আছালত :— দশ হাজার। মহারাজ দু'একশো কম দিলে হয় না?

অজিত :— তুই চুপ থাক তোকে যা বলি তাই করবি—

আছালত :— তাই করবো। ওঁরে বাপরে দশ হাজার—

(তারা ঠাকুরের প্রবেশ)

তারা ঠাকুর :— আসতে পারি জমিদার বাবু—

অজিত :— কে—। ও ঠাকুর আরে আসুন আসুন—। হ্যাঁ তারপর এ বাড়ীতে আপনার কোন কষ্ট হচ্ছে নাতো—।

তারা ঠাকুর :— না—না— জমিদার বাবু— আমার কাছে বেশ ভালই লাগছে আপনার বাড়ীটা। তবে একটা কথা কি জমিদার বাবু— রাজবাড়ীতে রাজরানী না থাকলে বাড়ীর সৌন্দর্য থাকে না—

অজিত :— কি করবো বলুন ভগবান আর সে স্মৃতি রাখলেন কৈ?

তারা ঠাকুর :—আমি ভেবেছিলাম কি— আর একটা—

অজিত :— সে বয়স কি আর আছে— আর শাস্ত্রমতে—

তারা ঠাকুর :— রাখুন আপনার শাস্ত্র। ওসব নিয়ে ভাববেন না— গবিন্দ হে তুমি ক্ষমা কর প্রভু —

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, বয়সের কথা ভাবছেন— এই বুড়ো বয়সে সেদিন জগদ্বিশ বাবু বিয়ে করেছেন, আর আপনার তো মাত্র দু'একটা চুলে পাক ধরেছে—

তারা টাকুর :— জমিদার বাবু যদি বলেন তবে পাত্রীও আমি যোগাড় করে আনতে পারি—

অজিত :— কোথা থেকে—

তারা ঠাকুর :— বেশীদুর যেতে হবে না জমিদার বাবু—। এই হিজল ডাঙ্গাতেই আছে— যেমন সুন্দরী, তেমন দেখতে শুনতে, আপনার সাথে যা মানাবে না—

অজিত :— কে সে ?

তারা ঠাকুর :— তবে কথা হলো জমিদার বাবু— আপত্তি হয়তো করতে পারে— আবার গরীব বলে নাও করতে পারে আপত্তি যাতে না করে— সে ব্যবস্থাও আমি করে ফেলেছি— সে কথা পরে বলবো তবে মেয়েটা হচ্ছে ঐ পশ্চিম পাড়ার নিশীকান্ত সাহার।

অজিত :— নিশিকান্তর—

তারা ঠাকুর :— হ্যা জমিদার বাবু—। দেখতে অপূর্ব আপনি বললে হয়তো— নিশিকান্ত আপত্তি করবে না।

অজিত :— নাম তার তপতী না ?

তারা ঠাকুর :— হ্যা— জমিদার বাবু। আপনি তাহলে চিনেছেন দেখছি—

অজিত :— চিনেছি মানে— সেও ঐ বিদ্রোহী ছেলেগুলোর সাথে মিশে আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাচ্ছে—

তারা ঠাকুর :— তাইতো মেয়েটির মুখ বন্ধ করে দিতে পারলে—

অজিত :— তবুও ঠাকুর, মেয়েটার বয়স তো—

তারা ঠাকুর :— দেখতে .একটু ছোট মনে হয় তবে চৌদ্দ পার হয়ে গেছে—

আছালত :— বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, মেয়ে মানুষ অনেকটা রবারের বেলুনের মত, যত হাওয়া দিবেন তত বড় হতে থাকে। বলতে কোন বাধা.নেই বয়সে কিছু আসে যায় না মহারাজ।

তারা ঠাকুর :— আছালত ঠিকই বলেছে জমিদার বাবু!

অজিত :— মেয়েটা কিছুতেই স্বীকার হবে না।

তারা ঠাকুর :— সে ব্যবস্থা আমরা করবো, শুধু আপনার অনুমতি-

অজিত :— অনুমতি না হয় দিলাম, তবে একথা মনে রাখতে হবে ঠাকুর,— যদি গুলি ছোড়া হয় তবে তা যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়, তাহলে অপমানের আর সীমা থাকবে না।

আছালত :— শুধু— কি আর অপমান, একটা মস্ত বড় অপমান— লা ইলাহা ইল্লা আন্তা ছোবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ জোয়ালেমীন।

(প্রস্থান)

অজিত :— ঠাকুর—

তারা ঠাকুর :— বলুন জমিদার বাবু—

অজিত :— থানার দারেগোর সাথে আমি সমস্ত কথাই পাকা-পাকি করে এসেছি, এ কাজে দশ হাজার টাকা যদিও দারোগা বাবুকে দিতে হবে তবুও ঐ বিদ্রোহীগুলো যাতে মাথা নাড়া না দিতে পারে, তারজন্য আমার এই পরিকল্পনা। এখন—

তারাঠাকুর :— এখন তো আর চুপ করে থাকলে চলবে না জমিদার বাবু—

অজিত :— ঐ তিনটে ছোকরাকে শায়েস্তা করতে পারলে আর কোন অসুবিধা থাকবে না।

তারাঠাকুর :— হ্যা, ঐ তিনজনই বেশী শয়তান—

অজিত :— তাইতো দশটি হাজার টাকা জলের মত দিয়ে দেবো, আমি কি এত বোকা--। আর হ্যা ঠাকুর আপনি নিশিকান্তর সাথে আলাপ করবেন তবে ব্যাপারটা আমার বড় ছেলে যাতে জানতে না পারে, ও একটু বেশী উশৃঙ্খল, আর কোন অসুবিধা নেই।

তারাঠাকুর :-- না জমিদার বাবু, কেউ জানতে পারবে না। আমি সব ব্যবস্থাই একেবারে পরিস্কারভাবে করে দেবো। গবিন্দ হে দীনবন্ধু আমায় ক্ষমা করো প্রভু--

অজিত :— হ্যা ঠাকুর, মনের খাদ্য যদি না থাকে তবে শরীর-টাও বেশীদিন টিকতে চায় না।

তারাঠাকুর :— জমিদার বাবু—

অজিত :— কিছু বলবেন—

তারাঠাকুর :— একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম—

অজিত :— হ্যা বলুন, কোন বাধা নেই—

তারাঠাকুর :— বলতে লজ্জা করে তবুও না বলে পারছি না। বাড়ী থেকে সংবাদ এসেছে পাঁচশো টাকার প্রয়োজন তা

অজিত :— আরে টাকার জন্য আপনি ভাববেন না, নায়েবকে বলে যা লাগে নিয়ে যান—

তারাঠাকুর :— গবিন্দ হে— তুমি জমিদার বাবুর মঙ্গল করো।

(প্রস্তান)

অজিত :— দশটি হাজার টাকার বিনিময়ে যে ইদুর মারা যন্ত্র আমি কিনেছি, সে যন্ত্রে শুধু ইদুর ধরা পড়বে না, ইদুরের মুখ চিরতরের জন্য বোবা হয়ে যাবে—হা-হা-হা—

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(স্বাদীপুরের বটতলা)

(রনজিত এর প্রবেশ)

রনজিত :— তপতী এখনো আসছেনা কেনো? সেই কখন বলে এসেছি— আমি বটতলায় তোমার অপেক্ষায় বসে থাকবো— কিন্তু?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ :— আর কিন্তু নয় রনজিত— তপতীর আসতে একটু দেরী হবে।

রনজিত :— এ সংবাদ তুই—

আসাদ :— ভেবেছিস্ আমি কিছুই জানি না তাই না। তবে কেনো দেরী হবে তাই শোন্— আজ দুইদিন ধরে তপতী আর তপতীর বাবা না খেয়ে আছে তাই আমি বাজারে গিয়ে কিছু চাল্ ডাল কিনে দিয়ে এলাম, এখন তোমার নায়িকা মানে আমার বোন— রান্না-বান্নায় ব্যস্ত।

রনজিত :— তুই পয়সা কোথায় পেলি আসাদ—

আসাদ :— মেলাই বিশ্বাসের ক্ষেতে আজ সারাদিন কাজ করেছি তারপর দু'টাকা পেয়ে তাই দিয়ে—

রনজিত :— তুই কিছু না খেয়ে—

আসাদ :— ওরে আমরা না খেয়ে থাকতে পারবো কিন্তু ঐ বৃদ্ধা না খেতে পেলে যে মারা যাবে, আমার ঐ স্নেহের তপতীর কচি মুখখানা যে মলিন হয়ে যাবে।

রনজিত :— আসাদ— !

আসাদ :— হ্যা ভাই, তপতীর শুকনা মুখখানা দেখলে— আমার অন্তরটা কেঁদে ওঠে, তপতীর বাবার দুঃখের কাহিনী শুনলে চোখ দিয়ে বন্যা নেমে আসে— আমি ওদের দুঃখ সইতে পারিনে রনজিত সইতে পারিনে। তপতীর

মুখের দিকে তাকালে আমার একটি কথাই মনে পড়ে যায়— মনে পড়ে যায় একটা জ্যান্ত মানুষের ঢলে পড়বার কাহিনী— বাবাকে হারিয়েছি ছোট বেলায়, এক বোন ও আমাকে নিয়ে মা বেশ সুখেই দিন কাটাতে লাগলেন কিন্তু এমনি সুখের সংসার ছেড়ে যে মা একদিন এমনিভাবে বিদায় নিবেন তা আমরা ভাবতেও পারিনি, বোনটা ছিল আমার বড় আদরের ধন মা ওকে না দেখলে এক মুহূর্তও থাকতে পারতো না, তাই মায়ের বেশী চিন্তা ছিল বোনটার জন্য। মা বেহেস্তে যাবার সময় বলে গেল আসাদ— আমার রহিমার প্রতি তুই লক্ষ্য রাখিস।

মায়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করতে আমি বহু চেষ্টা করেছি, জোৎস্না রাতে উঠানে মাদুর পেতে আমার কোলের উপর মাথা রেখে বলতো ভাইজান সেই রাক্ষস রাজার কিস্সাটা, আমি কিস্সা বলতাম আর কখন যে আমার স্নেহের রহিমা আমার কোলে ঘুমিয়ে পড়তো তা আমি জানতাম না। এমনি করে [illegible] টা বছর কেটে গেল, একদিন খুকি আমার [illegible] না বলে চলে গেল পরপারে। সামান্য একটু [illegible] এমনিভাবে চলে গেল— হ্যা দুপুরে কেঁদে [illegible] লেছিল ভাইজান মা যেন আমাকে ডাকছে—

আমি ডাক্তার আনতে গিয়েছিলাম ফিরে এসে [illegible] নার বরন মুখখানার হাসি কে যেন কেড়ে

নিয়ে গেছে। না বলে স্নেহের বোনটি আমার ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছে।

রনজিত :— কাদিসনে আসাদ—

আসাদ :— নারে না কাঁদবো কেনো, তাই তপতীর মুখের দিকে তাকালেই আমার মনে হয় আমার সামনে রহিমা দাঁড়িয়ে আছে- ওকে যে আমি আমার রহিমার মত ভালবাসিরে রনজিৎ- রহি—

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী :— আমি তো তোমার রহিমাই আঁছি ভাইজান, কে বলেছে আমি তপতী, আমি না বলেছি আমি তোমার রহিমা।

আসাদ :— তুই এসেছিস পাগলী, নে ভাল হলো- হ্যারে তপতী ভাত খেয়েছিস তো।

তপতী :—না।

আসাদ :—কেনো ?

তপতী :—ভাত রান্না করে তোমাকে ডাকতে এলাম—

আসাদ :—আমাকে !

তপতী :—হ্যা তোমাকে আমি যানি, আজ সারাদিন তুমি না খেয়ে আছো।

আসাদ :—কে বলেছে তোকে।

তপতী :—কেউ না বললেও আমি বুঝি ভাইজান। বোন যদি ভাইয়ের মনের কথা না জানে তাহলে।

আসাদ :—নে হয়েছে, তুই খেয়ে নিগে যা—আমি খাবোনা।

তপতী :—তাহলে আমিও ভাত খাবোনা।

আসাদ :—রাগ করিসনে পাগলী।

তপতী :—তাহলে বলো তুমি খাবে কিনা ?

আসাদ :—আচ্ছা খাবো, হলো তো ?

তপতী :—হ্যা হয়েছে, ভাইজান তুমি খেতে লাগো—আমি আস্‌ছি—

আসাদ :—একটু দেরী করে আসিস্ বোন, নইলে রনজিৎ আবার আমার উপর।

রনজিৎ :—আসাদ।

আসাদ :—না ভাই, আমি চলে যাচ্ছি। (প্রস্থান)

তপতী :—তুমি বুঝি অনেক্ষণ ধরে বসে আছো ?

রনজিৎ :—না অনেক্ষন আর কৈ এইতো একটু—

তপতী :—যানি তোমার অনেক্ষন আমার জন্য কিছুক্ষন হয় তবুও বলবো এভাবে বসে থেকে কি লাভ।

রনজিৎ :—লাভ লোকশান পরে হবে তপতী কিন্তু তুমি তো যানো তোমাকে আমি কত ভালবাসি—।

তপতী :—গরীবের ভালবাসার কোন মুল্য আছে। ভালবাসা গরীবের কাছে কুৎসিৎ আর বড় লোকের কাছে পুরষ্কার। তাই বলছি কি হবে আমাকে ভালবেশে। মনে হয় তোমার আমার মিলন হওয়া সম্ভব নয়।

রনজিৎ :—কেনো ?

তপতী :—তুমি বড় লোকের ছেলে, আর আমি পথের ভীখারীর মেয়ে, এটা কি সম্ভব।

রনজিৎ :—বড় লোকের ছেলে হলেও আমি গরীবদের বেশী ভালবাসি তপতী—

গরীবদের জন্য আমার অন্তরটা কেঁদে ওঠে। তাইতো বাবার সমস্ত কথাকে প্রত্যাক্ষান করে আমি জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি আসাদ হাফিজ প্রদ্বীপ-কুমার, সুভাষ অশোক আর হিজল ডাঙ্গার সর্বহারাদের দলে মিশে আমিও বলছি জমিদারের অত্যাচার চলবে না।

তপতী :—আমার মনে হয় কাজটা তুমি ভাল করনি—

রনজিৎ :—কেনো তপতী ?

তপতী :—তোমার কিসের অভাব তুমি ইচ্ছা করলে তোমার বাবার সাথে মিশে বড় লোকের মত দিন যাপন করতে পারো, কিন্তু তোমার বাবাকে ত্যাগ করে বাবার অজস্র ধন সম্পদের লোভ ভুলে কেনো তুমি এই সর্বহারাদের সাথে যোগ দিলে।

রনজিৎ :—কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় এটা আমি সব বুঝি তপতী। যানি আমি ওদের দুঃখ বুঝি আমি ক্ষুধার জ্বালা, তবে শুনে রাখো তপতী এই হিজল ডাঙ্গার চাষীদের মুখে একদিন হাসি ফুটবে, গাইবে তারা নতুন চুরমার করে গান আর ঐ শৈরাচারী জমিদার প্রথা ভেঙ্গে করে দিয়ে একদিন এই সর্বহারার দল গড়বে এখানে সুখের প্রাসাদ।

তপতী :—তাতে তোমাদের তো অনেক ক্ষতি হবে।

রনজিৎ :—হোক, সবাই যদি সুখে থাকে তাহলে আমরাও শান্তি পাবো। গরীব জনসাধারনের মুখে যদি হাসি ফুটে ওঠে তাহলে আমাদের মুখেও হাসির ফোয়ারা ছুটবে। প্রজার দুঃখে রাজার কোনদিন সুখ হয় না তপতী।

তপতী :—তবুও জমিদার যে মহা সুখেই দিন কাটাচ্ছেন। বড় ছেলে বাঈজি নাচিয়ে হাজার হাজার টাকা বখশিস দিচ্ছে কৈ তারাতো দুঃখে নেই—

রনজিৎ :—এ ভুল তাদের একদিন ভেঙে যাবে তপতী। সেদিন তারা বুঝবে—প্রজাদের কাছে তারা ভুলই করেনি মহা অন্যায় করেছে, হাজার অনুরোধেও প্রজারা সেদিন ক্ষমা করবেনা তপতী ক্ষমা তারা পাবে না।

তপতী :—রনজিৎ দা—

রনজিৎ :—হ্যা তপতী। আমি যা বলছি তা চন্দ্রের আলোর মত সত্য। আমি যা দেখছি তা সত্যিই ভুল। আর আমি যা করছি তা দরিদ্র ভাই বোনদের বেচে থাকবার জন্য করছি। আচ্ছা তপতী তুমি বাড়ীতে যাও ওদিকে আসাদ আবার তোমার জন্য বসে থাকবে—

তপতী :—তুমি কোথায় যাবে—

রনজিৎ :—হ্যা তাইতো, শোন তপতী একটা কথা বলতে তোমাকে ভুলেই গেছিলাম। কথাঠা না থাক—

তপতী :—কি হলো থামলে কেনা বলোনা ?

রনজিৎ :—এ কয়দিন অনেক বার নিশেধ করেছি জমিদারের বিরুদ্ধে কিছু না বলতে, কিন্তু আমি সে নিশেধ মানিনি তাই—

তপতী :—তাই কি হয়েছে—

রনজিৎ :—বাবা আজ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তপতী :—তাড়িয়ে দিয়েছে—

রনজিৎ :—হ্যা তাড়িয়ে দিযেছে আর বলেছে আমি যেন ঐ বাড়ীতে আর কোনদিন না যাই—

তপতী :—রনজিৎ দা—

রনজিৎ :—হ্যা তপতী। খুব ভাল হয়েছে অতি উত্তম হযেছে এবার আমি সর্বহারার একজন এবার থেকে আমার সংগ্রাম হবে জীবন মরণ তুচ্ছ করার সংগ্রাম।

তপতী :—সব যেন কেমন ওলট পলট হয়ে গেল তাই না ?

রনজিৎ :—সব কিছুই এবার মিল হয়ে গেল তপতী। আমি এবার সুযোগ পেলাম সত্যিকার ভাবে বিদ্রহী হবার।

তপতী :—গাছ তলায় বসে যে সংগ্রাম করতে হবে—

রনজিৎ :—তাই তো ভাল হবে।

তপতী :—চলো এখন যাই—

রনজিৎ :—আমাদের বাড়ীতে—

তপতী :—তাহলে যাবে না—

রনজিৎ :—যাবো তপতী তবে এই ভাবে নয়।

তপত :—মানে—

রনজিৎ :—তুমি যখন বধু বেশে থাকবে—আমি তখন বর বেশে যাবো—

তপতী :—যা ও কথা বলতে নেই—

রনজিৎ :—কেনো বলতে নেই তপতী, ভগবানের ইচ্ছা কেউ খণ্ডাতে পারবে না।

তপতী :—পারবে না ঠিকই কিন্তু—

রনজিৎ :—কিন্তু দীর্ঘ এই প্রেমের যথার্থ মূল্য ভগবান দিবেন তপতী ভগবান দিবেন।

তপতী :—দূর আমার কেমন যেন লাগছে—

রনজিৎ :—কেনো, কোন অসুখ বিসুখ—

(রনজিৎ তপতীর কপালে হাত দেয়)

তপতী :—আরে না লজ্জা করছে—

রনজিৎ :—সব লজ্জা ভেঙে যাবে তপতী যেদিন তুমি ঘরে আসবে।

তপতী :—বাজে আলাপ বাদ দিতে পারো—

রনজিৎ :—বাজে নয় তপতী বলো আসল আলাপ শুরু হয়েছে—

তপতী :—তাই তো ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, ওগো ভগবান আমাদের এ ভালবাসাকে ব্যর্থ করে দিওনা।

(প্রস্থান)

রনজিৎ :—যার জন্য বাবা-মা ধন সম্পদ সবই বিসর্জন দিয়েছি ভগবান তাকে তুমি আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিওনা।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(জমিদার বাড়ী)

(তারা ঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর :—ভগবান, তুমি আমার প্রথম যাত্রাকে ব্যর্থ করে দিওনা গবিন্দ—। যাজি তোমার কৃপার শেষ নেই একটুখানি দিলেই আর প্রয়োজন পড়বে না গবিন্দ— প্রয়োজন পড়—

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত :—নিশিকান্তর কাছে লোক পাঠানো হয়েছিল ঠাকুর—?

তারাঠাকুর :—আজ্ঞে পাঠিয়েছিলাম—

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, এইমাত্র আমি নিশিকান্তর বাড়ী হতে এলাম। বলতে কোন বাধা নেই—মেয়েটি আমাকে দেখে চোখ বড় বড় করে বললো কেনো ডাকছো—মেয়ে মানুষের এত বড় চোখ আমি কোনদিন দেখিনি মহারাজ।

অজিত :—কি বললি তুই—

আছালত :—বললাম মহারাজ আপনাকে ডেকেছেন—

অজিত :—উত্তরে কি বললে—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, বললো এখনি যেতে হবে—

অজিত :—তুই কি বললে—

আছালত :—বললাম তবে কি রাত বারোটার সময়, এখনি মানে জলদি—এক মিনিট ও সময় নেই—

(নিশিকান্তর প্রবেশ)

নিশিকান্ত :—আমায় ডেকেছেন জমিদার বাবু ?

অজিত :—হ্যা—আরে আছালত, বাবুর জন্য একটা কিছু বসতে নিয়ে আয়—হ্যা তারপর কেমন আছো নিশিকান্ত—

নিশিকান্ত :—থাক আমি বসবো না। হ্যা জমিদার বাবু ভাল তবে—

তারাঠাকুর :—তবে আর নয়। জমিদার বাবু আপনাকে পিতৃতুল্য সম্মান করেন আর বয়স ওতো আপনার কম নয়—

নিশিকান্ত :—কিন্তু—

তারাঠাকুর :—আর কিন্তু নয়, বলি এখানে কেনো ডাকা হয়েছে তা আপনি যানেন ?

নিশিকান্ত :—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনে ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—নিশ্চই বুঝতে পারবেন। একটু পথ দেখিয়ে দিলে সোজা পাঁচ মাইল হাটতে পারবেন—হ্যা—বলি মেয়েকে দিয়ে এভাবে রাস্তায় নামিয়ে পয়সা উপার্জন করা হচ্ছে কতদিন থেকে—

নিশিকান্ত :—ঠাকুর—(চীৎকার দিয়া)

তারাঠাকুর :—আর ঠাকুর কেনো মিথ্যা তো আর বলিনি—

নিশিকান্ত :—কি বলতে চান আপনি পরিষ্কার করে বলুন—

তারাঠাকুর :—আসাদ আপনার কি হয়—

নিশিকান্ত :—কিছুই না—

তারাঠাকুর :—তবে মেয়ের হাত ধরা ধরি করে সাদীপুরের বট-তলায় কিসের নাচানাচি হয় শুনি ?

নিশিকান্ত :—ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—নিজের চক্ষেই দেখেছি—

নিশিকান্তর :—অসম্ভব। আমার মেয়ের সম্বন্ধে আমি বেশী যানি—সে কি করে আর না করে তা আমার চেয়ে বোধ হয় বেশী কেউ যানেনা। তবে এই কথা দ্বিতীয় বার মুখে আনবেন না ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—কি, আমি তাহলে মিথ্যা কথা বলছি—

নিশিকান্ত :—সত্যিও আপনি বলছেন না—

তারাকুর :—আছালত—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—কি দেখেছিস সেদিন, জমিদার বাবুর কাছে খুলে বল্।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, আপনি যা দেখেছেন আমিও—

নিশিকান্ত :—আছালত—(চীৎকার দিয়ে)

আছালত :—(চমকে ওঠে) বলতে কোন বাধা নেই।

অজিত :—ঠাকুর যা বলছে তা মহাভারতের মত সত্য, নিশিকান্ত ৷ কুলের ব্রাহ্মনকে তো আর আমরা মিথ্যে বলতে পারিনে—

নিশিকান্ত :—অসম্ভব কথা জমিদার বাবু—

তারাঠাকুর :—সম্ভব হয়ে যাবে, সারা গ্রামের লোক যখন জানবে তখন সম্ভব হতে আর বাকী থাকবেন। যাই দেখি খবরটা সবাইকে—

নিশিকান্ত :—দোহাই ঠাকুর, আমি গরীব, আমার এত বড় সর্বনাশ আপনারা করবেন না—

তারাঠাকুর :—একটা মুসলমানের সাথে ফষ্টি নষ্টি—চুপ করে আর থাকা যায়না জমিদার বাবু এ পাপ নীরবে সহ্য করে গেলে যে—ভগবানের সিংহাসন টলে উঠবে। গবিন্দ হে—তুমি ক্ষমা করো প্রভু যাই দেখি—

নিশিকান্ত :—আপনি যদি আমাদের তপতীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কলঙ্ক সমাজের কাছে প্রকাশ করেন, তবে এই যুগে তপতীকে আমি বিয়ে দিতে পারবোনা ঠাকুর—দোহাই আপনার যদি কোন ভুল হয়ে থাকে তবে আমি বাপ হয়ে আপনার পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি তবুও আপনি আমার তপতীর এতবড় সর্বনাশ করবেন না।

তারাঠাকুর :—আমি কি আর মিথ্যে বলেছিলাম জমিদার বাবু—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, সেই ছোকড়াটা নাকি সব সময় উনার বাড়ীতে যাতায়াত করেন।

তারাঠাকুর :—এ কথা সত্যি—?

নিশিকান্ত :—হ্যা সত্যি, তবে ভাই-বোনকে দেখবার জন্য গেলে কোন পাপ হন না ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—হু—ভাই বোন আসাদ তপতীকে আপন বোনের মত স্নেহ করে, আপন মায়ের পেটের দুটি সন্তানের মত একজন অন্যজনকে ভালবাসে।

তারাঠাকুর :—ভালবাসে—। আর কি বুঝতে বাকী থাকে জমিদার বাবু—

অজিত :—আসাদ আমার বিরুদ্ধে কথা বলে এ কথা তুমি যানো নিশিকান্ত—?

নিশিকান্ত :—যানি—

অজিত :—তাহলে কেনো সে তোমার বাড়ীতে আড্ডা দেয়—

নিশিকান্ত :—আপনার বিরুদ্ধে শুধু আসাদ কেনো, সারা হিজল ডাঙ্গার লোক—

অজিত :—নিশিকান্ত—

নিশিকান্ত :—হ্যা জমিদার বাবু, একদিকে ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রনা অন্যদিকে লাঠিয়ালদের দিয়ে জোর করে খাজনা আদায় তাই সবাই আজ আপনার বিরুদ্ধে জমিদার বাবু—

অজিত : তাই তোমার মেয়েটাও ঐ দলে যোগ নিয়েছে—

নিশিকান্ত : ক্ষুধার যন্ত্রনায় যোগ দিতে বাধ্য করেছে।

অজিত :—ব্যাবসাটা তাহলে জমে উঠেছে ভাল। মেয়ে দিয়ে যদি পয়সা উপার্জনের ইচ্ছা ছিলো—তাহলে জমিদার

বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কি দোষ ছিলো—নেচে গেয়ে লক্ষ টাকা এনাম নিয়ে যেতো।

নিশিকান্ত :—এ কথা উচ্চারণ করতে আপনার লজ্জা করলোনা ?

অজিত :—করতে যাদের লজ্জা নেই বলতে তারা এত শরম পায়—বাল বয়সের মেয়ে কেনো এতদিন বিয়ে দেওয়া হয়নি ?

নিশিকান্ত : –গরীব লোক কি করে—

তারাঠাকুর : –জমিদার বাবু যদি বিয়ের বন্দ বস্ত করে দেন তাহলে

নিশিকান্ত :—স কু

অজিত :— ন নাশকান্ত। ঠাকুর যা দেখেছে তা—যদি কাশ হয়ে যায়—তাহলে তোমার মেয়ের দতে পারবে না।

নিশিকান্ত — ন শুন মামার এতবড় সর্বনাশ করবেন না বন্ধু—

তারাঠাকু — এটুকু করতে পারি যে মাত্র দুই দিনের মেয়ের বিয়ে দিতে হবে—এবং পাত্রও ফেলেছি—এতে যদি আপত্তি করো কৃষ্ণ—।

নিশিক — এটি— ?

তারাঠাকু — স্নেহ—।

নিশিকা — ব— !

অজিত :—হ্যা আমি, আমি তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

নিশিকান্ত :—অসম্ভব। এ কোনদিন হতে পারে না।

তারাঠাকুর :—অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে।

নিশিকান্ত :—জমিদার বাবু। পথের ফকির হতে পারি তাই বলে মেয়েকে নদর্মায় ফেলে দিতে পারিনে।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, দোষটা কি শুনি—

অজিত:—তুমি এখান থেকে যাও আছালত।

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—

(প্রস্থান)

অজিত :—নিশিকান্ত। বিয়ে কোনদিন জোর করে করা যায়না, কিন্তু এর পরিণতি কি একবার ভেবে দেখেছ—।

নিশিকান্ত :—মেয়ের বিয়ে দিতে যদি না পারি তাহলে গলায় কলসি বেধে ঐ চিত্রা নদীতে ছেড়ে দেবো কিন্তু আপনার কাছে মেয়েকে বিয়ে দেবোনা।

তারাঠাকুর :—এই তোমার শেষ কথা—?

নিশিকান্তর :—হ্যা—এই আমার শেষ কথা—ঠাকুর। জমিদার বাবু বলতে আজ বাধ্য হচ্ছি যে আপনার মুখে আজ এ কথাটা—যা হোক যা আমার ভাগ্যে ছিলো তাই শুনলাম তবে একথা ভুলে গেছেন যে আজ থেকে বিশ বছর আগে নিশিকান্তর আপনার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। আরও একটা কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনি আর আমি ছোট বেলায় দুজনে একই

পাঠশালায় লেখাপড়া করেছি। দুজনে সেদিন ছিলাম বাল্য বন্ধু আর আজ,—আজ আকাশ আর পাতাল পার্থক্য তাই, একথা বলতে সাহস হয়েছে নতুবা এই কথা নিশিকান্তকে অন্য কেউ যদি বলতো তাহলে তার জিহ্বাটা টেনে ছিড়ে ফেলতাম।

অজিত :—নিশিকান্ত—

নিশিকান্ত :—ভুলে যাবেন না যে নিশিকান্ত দুর্বল নয়। নিশিকান্ত মরতে পারে কিন্তু এই অন্যায় হুকুম মানতে পারে না।

অজিত :—ঠাকুর—

তারাঠাকুর :—বলুন জমিদার বাবু। সারা হিজল ডাঙ্গাতে জানিয়ে দিন—নিশিকান্তর মেয়ে মুসলমানের ছেলের সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে—তাই নিশিকান্তকে আজ থেকে এক ঘরে করে রাখা হলো। কেও নিশিকান্তর সাথে কথা বলতে পারবে না।

নিশিকান্ত :—জমিদার বাবু—

অজিত :—হ্যা—যে অন্যায় তোমার মেয়ে করেছে—তার উপযুক্ত বিচার হলো এইটা।

নিশিকান্ত :—ক্ষমা করুন জমিদার বাবু—

তারাঠাকুর :—ক্ষমা, বলি সুখে থাকতে ভূতে কিলায়—বলি জমিদার বাবুর বয়সটা কি হয়েছে শুনি—যে তোমার এত আপত্তি—

নিশিকান্ত :—আপনি বুঝবেন না ঠাকুর। যার সন্তান আছে সেই জানে সন্তানের মায়া।

অজিত :—এই কে আছিস—নিশিকান্তকে বের করে দে— ।

নিশিকান্ত :—জমিদার বাবু—

অজিত :—হ্যা আজ থেকে তুমি সমাজ থেকে আলাদা—সমাজের কেউ তোমাদের সাথে কথা বলতে পারবে না ।

(রনজিতের প্রবেশ)

রনজিৎ :—সবাই বলতে পারবে একমাত্র জমিদার পরিবারের লোক ছাড়া— ।

অজিত :—তুমি—

রনজিৎ :—চিনতে পারছেন না ।

অজিত :—রনজিৎ ।

রনজিৎ :—হ্যা আমি আপনার নায়েবের ছেলে রনজিৎ । যে বাবা মার কথাকে প্রত্যাক্ষান করে সর্বহারাদের সাথে যোগ দিয়েছে— ।

অজিত :—সে কথা তো অনেক আগেই জানি তবে তুমি এখনো ফিরে আসো রনজিৎ—

রনজিৎ :—না—আর নয় । (নিশিকান্তর দিকে তাকিয়ে) হ্যা কাকা আপনি বাড়ীতে যান । তপতি আবার একা একা বসে আছে—এতক্ষণ আমি তার কাছে—

অজিত :—তপতীর কাছে তোমার কি ?

রনজিৎ :—তপতীকে আমি বিয়ে করবো ।

অজিত :—সিদ্ধান্তটা কবের ?

রনজিৎ :—আজ থেকে পাঁচ বছর আগের । তপতীকে আমি কথা দিয়েছি তপতীকে আমি বিয়ে করবো ।

অজিত :—তপতীকে বিয়ে করার জন্য বুঝি আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হচ্ছে।

রনজিৎ :—বিয়ে আর বিদ্রোহের ব্যাপারে অনেক পার্থক্য—জমিদার বাবু।

অজিত :—নায়েব মশাই তাড়িয়ে দিয়েছেন তাহলে অনেক দুঃখে।

রনজিৎ :—সর্বহারাদের ভাল বেসেছিলাম বলে—

অজিত :—ও সব বাজে চিন্তা ভুলে যাও রনজিৎ—।

রনজিৎ :—ভুলতে আমি পারবোনা। আমি শুধু আপনার কাছে এসে ছি একটা অনুরোধ করতে আপনি নিজের সন্তানদের এভাবে না খেয়ে মরতে দেবেন না।

অজিত :—কি করবো আমি—

রনজিৎ :—আপনার খাদ্য ভাণ্ডার খুলে দিন। যত খাদ্য গুদামজাত আছে তা বিলিয়ে দিন ঐ গরীব প্রজাদের মাঝে।

অজিত :—নইলে—?

রনজিৎ :—ওরা জোর করে খাদ্য ভাণ্ডার ভেঙে সমস্ত খাদ্য লুট করবে।

অজিত :—তুমি বুঝি তার—

রনজিৎ :—হ্যা, সেদিন আমিও আসবো—

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগা :—(পিস্তল হাতে) আর তোমাকে আসতে হবে না।

রনজিৎ : –কে—

দারোগা :—পুলিশ। পুলিশ দেখে ঘাবড়ে গেলে—নাকি ?

রনজিৎ :—কি চান আপনি ?

দারোগা :—তুমি আমাদের হাতে বন্দি—

রনজিৎ :—কি অপরাধ আমি করেছি ?

দারোগা :—অপরাধ। নায়েব মশাইয়ের বাক্সের তালা ভেঙ্গে জমিদারের চল্লিশ হাজার টাকা নিয়ে প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছো এটা অপরাধ নয়—

রনজিৎ :—মিথ্যে কথা—

দারোগা :—নায়েব মশাই তাহলে মিথ্যা কেচ দিয়েছেন বলতে চাও ?

রনজিৎ :—বাবা, আমার বাবা আমার নামে কেচ করেছে হ্যাঃ যোগ্য পিতা তুমি—

দারোগা :—আর দেরী নয় চলো—

রনজিৎ :—হ্যা যাচ্ছি দারোগা বাবু। তবে যাওয়ার আগে আমি বলে যাচ্ছি তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে জমিদার, তোমার বিচারের দিন ঘনিয়ে এসেছে তোমাকে জনতার কাঠ গোড়ায় দাড়াতেই হবে।

কাকা—আমি চলে যাচ্ছি। কবে ফিরবো জানিনা তবে তপতীকে আপনি কারও হাতে তুলে দেবেন না কাকা। ওকে যে আমি প্রাণের অধিক ভালবাসি। যাই কাকা যাই—

(রনজিৎ ও দারোগার প্রস্থান)

অজিত :—ঠাকুর— ।

তারাঠাকুর :—আর বলবেন না জমিদার বাবু।

অজিত :—সাক্ষী কড়াকড়ি বিশ বছরের আগে ফিরতে পারবে না।

তারাঠাকুর :—সাধে কি আর বলে জমিদার বাবুর—

অজিত :—নিশিকান্ত। তোমাকে একঘরে করে রাখা হলো আর তোমার মেয়েকে—

নিশিকান্ত :—কি করবেন জমিদার বাবু—।

অজিত :—হিন্দু ধর্মের অপমানের জন্য তাকে আজিবন কুমারী থাকতে হবে। কোন হিন্দু পাত্র তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে পারবে না।

নিশিকান্ত :—আমাকে একটু ভাবতে সময় দিন জমিদার বাবু—।

তারাঠাকুর :—বেশী ভাবনা কি জমিদার বাবুর কথা মানলে তো সব ভাবনাই মিটে যেত।

নিশিকান্ত :—আমি যাই জমিদার বাবু। তবে মুসলমানের সাথে ছি—ছি—ছি গবিন্দ ক্ষমা করো প্রভু। শাস্ত্রে আছে সমাজ থেকে আলাদা করে দেওয়া।

(প্রস্থান)

অজিত :—কাজটা মনে হয় ভাল হলোনা নিশিকান্ত—

নিশিকান্ত :—সব যেন কেমন ওলট পালট মনে হচ্ছে জমিদার বাবু।

অজিত :—ঠাকুরকে আমি মিথ্যা ভাবতে পারি না।

নিশিকান্ত :—আমাকে একটু সময় দিন।

অজিত :—অসম্ভব।

নিশিকান্ত :—মেয়েকে বুঝিয়ে বলে দেখি—

অজিত :—তিন দিন সময় রইল।

নিশিকান্ত :—আজ্ঞে আশি জমিদার বাবু নমস্কার— (প্রস্থান)

অজিত :—নমস্কার। যে চাল আমি চেলেছি তাতে তপতীকে আমার হাতের মুঠোয় আসতেই হবে। যে ফাঁদ আমি পেতেছি তাতে ধরা দিতেই হবে। যে যোগাযোগ আমি করেছি তাতে সমস্ত বিদ্রোহীদের জেলে বসে বসে পচতে হবে। হা-হা-হা—

(প্রস্থান)

২য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

— o —

(শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল :—ভেবেছিলাম বাড়ীতে আসবো না কিন্তু কোলকাতায় বসে যা শুনলুম তাতে বাধ্য হয়ে বাড়ী আসতে হলো। প্রজারা নাকি বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে বড়দা মদ আর বাঈজি নিয়ে নাকি সারা দিনরাত পড়ে থাকে। উঃ কি অসম্ভব কথা, কেনো প্রজারা এমন হলো,. এ জন্যে কে দায়ী ? নিশ্চই আমার বাবা। প্রজারা না খেয়ে মরবে আর বাবার লাঠিয়ালেরা মিলে জোর করে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করবে,. এ নির্যাতন প্রজারা কিছুতেই সহ্য করবেনা। হাফিজ ঠিকই আমার কাছে চিঠি লিখেছিল—হাফিজ আর আমি একই স্কুলে পড়াশুনা করেছি, দুনিয়ার সবার কথা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু বাল্য বন্ধু হিসেবে হাফিজ আমার সাথে মিথ্যা কথা বলতে পারেনা।

আমি হিজল ডাঙ্গাতে পা রেখেই বুঝতে পেরেছি এখানে একটুও শান্তি নেই কে যেন সেই মধু মাখা বাতাস কেড়ে নিয়ে গেছে, আর এখানে বইছে শুধু

আগুনের হাওয়া। বাইরে বেরলে গায়ে ফোসকা পড়ে যাবে—। আমি বলি—প্রজাদের দুঃখ যদি তুমি মোচন করতে না পারো তবে জমিদারী করে কি লাভ, চোরের মত পালিয়ে যাওয়াই তোমার পক্ষে উত্তম।

মা মারা যাবার পরই এ বাড়ীর লক্ষী—এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, শুধু অভাব অনটন দুঃখ দুর্দশা আর মানুষের উপর অত্যাচারের শেষ নেই, ঠিক আছে কলকাতা থেকে যখন চলে এসেছি তখন এর একটা বিহিত করেই তবে কলকাতা ফিরবো। প্রজাদের ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা দিয়ে বড়দা বাঈজি নাচাচ্ছে আর আমাকে দেবার বেলায় পয়সা ওদের থাকে না। কলকাতার বাড়ীতে ডাক্তারী পড়তে কতটাকা লাগে এটা সবার ভাল ভাবে জানা আছে। আজ দুই বৎসরে আমি কতটাকা নিয়েছি তার আমি হিসাব দিয়ে দেব তবুও এ বাড়ীতে চিরদিনের জন্য বাঈজি নাচা আমি বন্দ করে দেবো।

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত :—হ্যা—ওদের আমি দেখিয়ে তবে অ্যা শ্যামল, বাবা তুমি কখন এলে না জানিয়ে না শুনিয়ে হঠাৎ চলে এলে কোন কিছু ঘটে নিত বাবা ?

শ্যামল :—অনেক দিন হয়ে গেলো বাড়ীতে আসিনা—তাই কলেজ বন্দ দেখে চলে এলাম তা-তুমি কেমন আছো বাবা ?

অজিত :—ভাল বাবা ভাল। ভেবেছিলাম এ মাসে তোমার নামে হাজার পাচেক টাকা পাঠিয়ে দেবো তার আগেই তুমি চলে এলে। যাক ভালই হয়েছে তা বাবা কলেজ কতদিন বন্ধ।

শ্যামল :—দশদিন। আরো দশ পনেরো দিন আমি থেকে যাবো।

অজিত :—কেনো বাবা, পড়াশুনার ক্ষতি হবে না ?

শ্যামল :—অসুবিধা হবে না বাবা। আচ্ছা বাবা তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, হিজল ডাঙ্গার প্রজাদের বিদ্রহের কারণ কি—

অজিত :—অ্যা—কই না তো বাবা ঐ যে মুসলমান দুটো-তিনটে ছেলে ওরা আমার বিরুদ্ধে লেগেছে কিন্তু আমিও দেখে নেবো—

শ্যামল :—বেশী দেখতে আর হবেনা বাবা তুমি ওদের দাবীগুলো মেনে নাও।

অজিত :—শ্যামল।

শ্যামল :—হ্যা বাবা ওদের নিয়েইতো তোমার বাহাদুরী। ওরা যদি না থাকে তবে জমিদারী থেকে কি লাভ। তুমি ওদের নিজের সন্তানের মতো ভালবাস ওদের দাবী দাওয়া মেনে নাও তাতে তোমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল হবে না বাবা।

অজিত :—এ তুমি কি বলছো শ্যামল।

শ্যামল —আমি ঠিকই বলছি বাবা নতুবা তোমার রাজত্ব বেশীদিন থাকবে না।

অজিত : -অসম্ভব-

শ্যামল : জোর করে কোনদিন রাজ্য শাসন করা যায় না বাবা ইতিহাসে তার বহুত প্রমান আছে।

অজিত:—শ্যামল— ছুটিতে বাড়ী এসেছ, যে কয়দিন থাকবে থাকো কিন্তু জমিদারী আর প্রজাদের ভাবনা না ভাবলেই আমি সুখী হবো।

শ্যামল :—কোন প্রয়োজন নেই বাবা। তবুও তোমার কাছে আমার অনুরোধ ওদের অভাব তুমি পূরন করো বাবা। ওরা তোমার মখের দিকে তাকিয়ে আছে।

অজিত :—ভিতরে যাও শ্যামল। বিশ্রাম করগে—

শ্যামল :—যাচ্ছি বাবা। তবে আমি যা বললাম তাই করো নতুবা তোমার মুখের প্রাসাদ বালির বাধের মত ভেঙ্গে যাবে তোমার সাধের সিংহাসন একদিন টলে উঠবে, তোমার সমস্ত গর্ব খর্ব হয়ে যাবে, সেদিন প্রজাদের কাছে হাজার বার ক্ষমা চাইলেও তারা তোমাকে ক্ষমা করবেনা।

(প্রস্থান)

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগা :—জমিদার বাবু কি আছেন—

অজিত :—আরে আসুন আসুন তারপর কি মনে করে—

দারোগা :—ঐ যে রেফ কেচটা—

অজিত :—মানে—?

দারোগা :—ঐ যে হিন্দুর মেয়ে আর মুসলমানের ছেলে—

অজিত :—ও—এইবার বুঝেছি—একেবারে সত্যি ব্যাপার দারোগা বাবু একেবারে—স—

(তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর :—গঙ্গার জলের মত সত্য।

দারোগা :—সত্য মিথ্যা পরে হবে। আচ্ছা জমিদার বাবু একটা মোটর সাইকেলের কথা বলেছিলাম টাকাটা না হয় পরে শোধ করে দেবো।

অজিত :—হ্যা দারোগা বাবু টাকা আমি যোগাড় করে রেখেছি, আপনি না এলে আছালতেকে দিয়ে আজই পাঠিয়ে দিতাম।

দারোগা :—আমি জানতেম। তবুও গোপন ব্যাপারটা তো আর কাউকে জানানো যায় না তাই নিজেই চলে এলাম। হ্যা আসাদের বাবার নামটা তো কি ?

(অজিত কানে কানে বলে দারোগা ডাইরিতে লিখে নেয়) আচ্ছা চলি—

অজিত :—এখনই চলে যাবেন, বসবেন না।

দারোগা :—বাইরে একটু কাজ আছে তারপর থানায় যাবো আচ্ছা টাকাগুলো।

অজিত :—হ্যা এই নিন। আমি কাছেই রেখে দিয়েছিলাম আচ্ছা ঐ ব্যাপারটা যেন মনে থাকে—(দারোগার হাতে এক গোছা টাকা দেয় জমিদার)

দারোগা :—ভুল হবে না জমিদার বাবু ভুল হবে না।

(প্রস্থান)

অজিত :—কথায় বলে টাকা কিনা করতে পারে। দেখেছেন ঠাকুর সব ঠিক—

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার :—কোন কিছুই ঠিক নেই বাবা।

অজিত :—কে—রাজকুমার।

রাজকুমার :—হ্যা—বাবা নায়েবকে বলে দাও আমার দশ হাজার টাকার প্রয়োজন দিয়ে দিতে—

অজিত :—সেদিন না দশ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছে ?

রাজকুমার :—ওগুলো শেষ হয়ে গেছে বাবা—

অজিত :—তুমি আমার সামনে মদ খেয়ে এসে—

রাজকুমার :—অন্যায় হয়েছে বুঝি বাবা। বাপ যদি ছেলের সামনে খেতে পারে তবে ছেলে কেনো পারবেনা।

অজিত :—রাজকুমার—

রাজকুমার :—বলো বাবা।

অজিত :—সীমা লঙ্ঘন করিও না।

রাজকুমার :—মদ খেলে একটু গড়বড় হয়ে যায়, তুমি বুঝি রাগ করেছ বাবা।

অজিত :—তুমি ভিতরে যাও রাজকুমার।

রাজকুমার :—টাকা দিয়ে দিতে বলো—আমি তোমাকে একটুও ডিসটার্ব করবোনা।

অজিত :—টাকা এখন নেই—।

রাজকুমার :—নেই। তবুও যেভাবে হোক আমাকে যোগাড করে দিতে হবে। নতুবা—

অজিত :—নতুবা কি ?

রাজকুমার :—সব ওলট পালট হয়ে যাবে বাবা।

অজিত :—আমি তোমাকে মদ খাওয়ার জন্য এক পয়সাও দিতে পারবোনা।

রাজকুমার :—বাবা—

অজিত :—হ্যা এই আমার শেষ কথা।

রাজকুমার :—তাহলে টাকা আমি আদায় করে নেবো।

অজিত :—হুসিয়ার হয়ে কথা বলো রাজকুমার।

রাজকুমার :—মাতালের আবার হুসিয়ার। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত রাজকুমার শান্ত হবে না।

অজিত :—যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

রাজকুমার :—ঘরটা আমার বাবার। বাবা মরে গেলে এ ঘরের মালিক হবো আমি কেউ আমাকে এ ঘর থেকে বের করতে পারবেনা।

অজিত :—অসভ্য কোথাকার চলুন ঠাকুর আমরা যাই—

(প্রস্থান)

রাজকুমার :—টাকা না দিয়ে চলে গেলে বাবা!

তারাঠাকুর :—তুমি এখন চুপ করো বাবা টাকা তোমাকে পরে দেওয়া হবে।

রাজকুমার :—এই তুই কেরে বুড়ো সং। আমার বাবার কাছে আমি টাকা চেয়েছি—উনি আবার একটু দালালি করতে এসেছে যা বেরিয়ে যা এখান থেকে—

তারাঠাকুর :—যাচ্ছি বড়কুমার তবে গুরুজনকে তোমার এভাবে অপমান করা ঠিক হলোনা।

রাজকুমার :—গুরুজন, দিনের মধ্যে একশো মিথ্যে কথা না বললে যার চাকুরি থাকেনা—বলি বেরো বেরো এঘর থেকে—

তারাঠাকুর :—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি গবিন্দ হে দীনবন্ধু তুমি এর বিচার করো প্রভু।

(প্রস্থান)

রাজকুমার :—টাকা দেবেনা। শুয়ারের বাচ্চার সমস্ত সম্পত্তি আমি বিক্রি করে দেবো। এই কে আছিস—

(গীতার প্রবেশ)

গীতা :—তোমার ডাকে আমি ছাড়া আর কে আসবে শুনি—

রাজকুমার :—গীতা।

গীতা :—হ্যা আমি তোমার গীতা।

রাজকুমার :—কেনো এসেছ ?

গীতা :—কেনো প্রতিদিন যা করতে আসি তাই।

রাজকুমার :—প্রতিদিন তো অনেক টাকা দেই তোমাকে কিন্তু আজ তো এক পয়সাও আমার কাছে নেই—

গীতা :—লাগবে না পয়সা—

রাজকুমার :—গীতা—

গীতা :—হ্যা রাজকুমার, তোমার কাছে আমি আর কোনদিন পয়সা চাইব না।

রাজকুমার :—কেনো গীতা—

গীতা :—সব কথা বলা ঠিক নয় তবে আজ থেকে আমার একটা অনুরোধ আর কোনদিন তুমি মদ খেতে পারবে না, বলো আর কোনদিন মদ খাবে না।

রাজকুমার :—তাই হয় গীতা—।

গীতা :—হতেই হবে রাজকুমার—মদ তোমাকে ছাড়তেই হবে নতুবা—

রাজকুমার :—নতুবা কি—

গীতা :—আমার ভালবাসা যে ব্যর্থ হয়ে যাবে—

রাজকুমার :—গীতা—।

গীতা :—হ্যা কুমার। আমি যেদিন তোমার কাছে এসেছি, সেদিন থেকেই তোমাকে ভাল বেসেছি।

রাজকুমার :—মদ, আমাকে একটু মদ এনে দিতে পারো গীতা।

গীতা :—মদ নেই—এখানে—

রাজকুমার :—এনেও দিতে পারবে না।

গীতা :—না—

রাজকুমার :—কেনো ?

গীতা :—তোমাকে আর মদ খেতে আমি দেবোনা। যে জন্য তুমি মদ ধরেছে তা আমি পুরন করবো।

রাজকুমার :—অসম্ভব।

গীতা :—তবুও তুমি মদ খেতে পারবে না।

রাজকুমার :—মদ না খেলে যে আমি কিছুই ভূলতে পারিনে গীতা ?

গীতা :—ভুলতে তোমাকে হবেই।

রাজকুমার :—আজকের মত একটু মদ দাও আর কোনদিন খাব না। এই তোমার মাথায় হাত দিয়ে বলছি আর কোনদিন—

গীতা :—অসম্ভব—এক ফোটাও তুমি পাবে না।

রাজকুমার :—আমি অনুরোধ করে বলছি শুধু আজকের জন্য আর আমি কোনদিন একথা বলবোনা।

গীতা :—সত্যি তো—

রাজকুমার :—হ্যা সত্যি—

গীতা :—তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা করো আমি নিয়ে আসি—

(প্রস্থান)

রাজকুমার :—বুঝতে পারিনে গীতা তোমার মনের উদ্দেশ্য ভাবতেও পারিনে তুমি কি চাও—

(গীতার প্রবেশ মদ ও গ্লাস নিয়ে)

গীতা :—আমি এসে গেছি রাজকুমার—

রাজকুমার :—দাও একটু মদ দাও—

(গীতা ঢেলে দেয় আর রাজকুমার মুখে দেওয়ার পূর্বেই শ্যামল দৌড়ে এসে মদের গ্লাস ফেলে দেয়)

শ্যামল :—দাদা—

রাজকুমার :—শ্যামল—।

শ্যামল :—হ্যা দাদা তুমি আর কোনদিন মদ খেতে পারবে না।

রাজকুমার :—অসম্ভব শ্যামল।

শ্যামল :—তাহলে মানবেনা আমাদের কথা ?

রাজকুমার :—না—।

্যামল :—তাহলে এ বাড়ীতে তুমি থাকতে পারবে না।

রাজকুমার :—(চিৎকার দিয়া) শ্যামল।

্যামল :—হ্যা—প্রজারা না খেয়ে মরছে আর তুমি খাচ্ছ মদ; লজ্জা করে না তোমার ?

রাজকুমার :—হ্যা, বুঝেছি—সবাইয়ের আজ আমি শত্রু। আচ্ছা শ্যামল, বাড়ী থেকে বের করে দেওয়ার কথা তোকে কে বলেছে ?

শ্যামল :—আমি নিজেই—

রাজকুমার :—কেনো ?

শ্যামল :—যার দ্বারা বংশের ক্ষতি হয় তাকে বংশের পরিচয় দেওয়া ঠিক নয়।

রাজকুমার :—সত্যি কি আমার দ্বারা তোদের বংশের ক্ষতি হচ্ছে ?

শ্যামল :—না, তোমার মদ আর বাঈজী নাচানো সংবাদ শুনে প্রজারা খুব আনন্দ করছে—

রাজকুমার :—মদ যদি আমি না খাই আর বাঈজী যদি না নাচাই তবে—

শ্যামল :—তবে তোমার মত দাদা আমার গুরুজন। আর প্রজাদের স্নেহের পাত্র।

রাজকুমার :—তাই হবে আমি মদ আর খাব না।

শ্যামল :—(গীতার দিকে চেয়ে) তুমি এখানে দাড়িয়ে আছ কেনো ?

গীতা :—আমি চলে যাবো ?

শ্যামল :—হ্যা চিরদিনের জন্য এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারো, ভুলেও কোনদিন আর এ বাড়ীতে পা দেবে না।

রাজকুমার ঃ—না—ওকে এভাবে বিদায় করে দিও না শ্যামল। ও যে আমাকে ভীষণ ভালবাসে।

শ্যামল ঃ—একটা বাঈজী তোমাকে ভালবাসে, পয়সা ছাড়া ও মানুষকে ভালবাসতে পারে না বড়দা।

রাজকুমার ঃ—পারে শ্যামল—কিন্তু সমাজে ওদের তো সে ভালবাসার কোন দাম নেই শ্যামল।

শ্যামল ঃ—যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে, দাড়িয়ে কি দেখছো—

গীতা ঃ—হ্যা, আমি চলে যাচ্ছি, ওগো যদি কোন অন্যায়, যদি কোন ভুল আমি করে থাকি—তবে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

(প্রস্থান)

রাজকুমার ঃ—গীতা, দাড়াও কথা শোনো। না—চলে গেল শুনলে না আমার কথা।

শ্যামল ঃ—পথের আবর্জনাকে পথে ফিরে যেতে দাও, দাদা। ওকে বাধা দিও না।

রাজকুমার ঃ—তুই ভুল বুঝেছিস্ শ্যামল। ও বাঈজী সত্যি—কিন্তু ওর মনটা যে কত বেদনাময় তা আমি বুঝি—

শ্যামল ঃ—চলো দাদা—দেরী হয়ে গেল আজ দু'ভাইয়ে মিলে হিজল ডাঙ্গায় প্রসাদের দুঃখের কথা শুনবো, চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(তপতী মঞ্চে দাড়িয়ে, রনজিৎ আসবে ছায়ার মত। রনজিতকে তপতী বার বার ধরতে যাবে কিন্তু পারবে না। নেপথ্যে রনজিতের কণ্ঠে ভেসে আসবে—)

নেপথ্যে :—স্বাদীপুরের বটতলায় বসে সেদিন না আমি বলেছিলাম তুমি আমার বউ, তুমি আমার বউ,—তোমাকে আমি বিয়ে করবো—কৈ কথা বলছোনা কেনো ?

তপতী :—না—সে সব কথা আমি ভুলে গেছি—

নেপথ্যে :—তুমি না আমার বউ, রনজিৎ তোমাকে কত ভালবাসে জানো, আমি রনজিৎ—বিশ্বাস হয় না, জেল থেকে খালাস পেয়ে এক দৌড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, তুমি যে আমার বউ—

তপতী :—বা—বা—(জোড়ে চীৎকার দিয়ে হুমড়ি খেয়ে মঞ্চের উপর পড়ে যাবে)

(নিশিকান্তর প্রবেশ)

নিশিকান্ত :—তপতী, এই তো মা আমি এসে গেছি—কৈ মা (তপতীকে ধরে জোরে চীৎকার) মাগো—তোর কেন এমন হল মা, কথা বল্ মা—

তপতী :—বাবা, বা—

নিশিকান্ত :—হ্যা মা এই তো আমি তোমার পাশেই রয়েছি—

তপতী :—কি যেন স্বপ্ন দেখলাম বাবা।

নিশিকান্ত :—ওঠো মা—স্বপ্নে মানুষ কত কিই না দেখে—

তপতী :—কিন্তু—

নিশিকান্ত :—সব স্বপ্ন কি সত্য হয় মা—

তপতী :—(উঠে বসে তারপর আস্তে আস্তে দাড়ায়) বাবা সেদিন— জমিদার বাড়ীতে কি হয়েছিল আমাকে সত্যি করে বলো তো।

নিশিকান্ত :—কিছু হয়নি মা—

তপতী :—না বাবা তুমি আমার কাছে কোন কথা গোপন রেখোনা। আমি সব শুনেছি ঐ ভণ্ড ঠাকুর এসে আমাকে সব কথা বলে গেছে।

নিশিকান্ত :—শুনেছ যখন তখন আর নাইবা শুনলে মা ওরা যে পাষান।

তপতী :—সত্যি কি ওরা আমদের সমাজ থেকে আলাদা করে দেবে বাবা ?

নিশিকান্ত :—হ্যা মা ওদের কথা না মানলে ওরা তাই করবে, করুক তবুও ওদের এই অন্যায় প্রস্তাবে আমরা রাজী হবো না।

তপতী :—রাজী না হলে যে আমাদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবে বাবা।

নিশিকান্ত :—চলে যাবো মা—। ওরা যতই ষড়যন্ত্র করুক আমরা ওদের কোন কথাই শুনবোনা, আমাদের চোখের পানিতে হিজল ডাঙ্গাতে বন্যা আসবে তবুও পারবোনা এই জঘন্য প্রস্তাবে রাজী হতে—

তপতী :—ওরা সমাজ থেকে যদি আলাদা করে দেয়—?

(আসাদের প্রবেশ)

আসাদ :—পারবেনা ওরা আলাদা করে দিতে—

তপতী :—ভাইজান—

আসাদ :—হ্যা তপতী আমি তোর ভাইজান আমি হাফিজের কাছে সব শুনেছি, রনজিৎকে কৌশলে জেলে পাঠানো হয়েছে এখন আমাকে পাঠাবার ষড়যন্ত্র—

নিশিকান্ত :—আসাদ—

আসাদ :—বলুন কাকা—

নিশিকান্ত :—তুমি আর কোন দিন এ বাড়ীতে আসবেনা—

আসাদ :—কাকা—
তপতী :—বাবা— } (এক সাথে)

নিশিকান্ত :—হ্যা যেখানে মান সম্মানের প্রশ্ন সেখানে না আসাই ভালো। আর তপতী আজ হতে কারও বিরুদ্ধে কথা বলবে না।

তপতী :—তা হয়না বাবা। জমিদারের নির্যাতন কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।

নিশিকান্ত :—চুপ কর হতভাগী, তুই আমার কাছে ছোট থাকলেও পাড়ার লোকদের কাছে বিবাহের উপযোগী, যে ষড়যন্ত্র তারা করছে তাতে জীবনেও কোনদিন তোকে বিয়ে দিয়ে পারবো না।

তপতী :—তাই ভাল হবে বাবা—

নিশিকান্ত :—তপতী—

তপতী :—হ্যা বাবা, না খেয়ে মরতে পারি কিন্তু ওদের অত্যাচারকে নীরবে সহ্য করতে পারিনে।

নিশিকান্ত :—আসাদ তুমি চলে যাও—

তপতী :—বাবা—

আসাদ :—হ্যা কাকা, আমি চলে যাচ্ছি আপনার কথা মত আর কোনদিন এ বাড়ীতে আসবোনা তবে তপতী—না—তপতী আমার কেউনা রহিমা, রহিমা অনেক আগেই আমাকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে গেছে—।

তপতী :—দাদা-

আসাদ ,—হ্যারে রহিমা, তোকে আমি কোনদিন তপতী মনে করিনিরে কোনদিন তপতী ভাবিনি, তোর মুখের ভাই ডাক শুনে আমি রহিমাকে পেয়েছি তোর মুখে হাসি দেখে আমি রহিমার মুখের হাসি দেখেছি—আমি যাই বোন আমি যাই—

তপতী :—ভাইজান—

আসাদ :—হ্যা বোন—আমি চলে যাচ্ছি কিন্তু জেনে রাখিস যাদের ষড়যন্ত্রে আজ আমি আমার স্নেহের রহিমাকে ত্যাগ করে চলে যাচ্ছি তাদের এই জঘন্য অন্যায়কে ভেঙে দিয়ে তোর কাছে ফিরে আসবে তোর ভাইজান, তোকে কোলে তুলে নেবে রহিমা বলে—

তপতী :—তুমি যেওনা ভাইজান—

আসাদ :—না যেয়ে উপায় নেই বোন। জমিদারের লোকেরা হয়তো একটু পরেই সারা হিজল ডাঙ্গাতে যানিয়ে দেবে আমি তোদের বাড়ীতে এসেছিলাম ওরা হয়তো ভাই বোনের পবিত্র ভালবাসাকে অপবিত্র করে সমাজের সামনে তুলে ধরবে আমি যাই বোন আমি যাই—

(প্রস্থান)

তপতী :—ভাইজান--

নিশিকান্ত :—যাক মা ওকে যে বিদায় দিতেই হবে—ওকে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা বলতে আমার যে কতটুকু আঘাত লেগেছিলো তা আমি কি দিয়ে বোঝাবোরে ওকে যে আমি আমার নিজের সন্তানের মত ভাল বাসতাম—

তপতী :—বাবা—

নিশিকান্ত :—বলো মা—

তপতী :—জমিদার বিয়ের কথা বলেছিল, তুমি কি বলে এসেছ—

নিশিকান্ত :—আমি কয়েকদিন সময় চেয়ে এসেছি ভাববার জন্য—

তপতী :—তুমি কিন্তু ভেবোনা এবং আমি জমিদারের কাছে যেয়ে এর উচিৎ জবাব দিয়ে আসবো আমি তার জীবলীন ছিঁড়ে ফেলবো—

নিশিকান্ত :—মা—।

তপতী :—হ্যা বাবা আমি তাই করবো, কি পেয়েছে ঐ অসভ্য জানোয়ারটা—আমি এর একটা সমাধান না করে জমিদার বাড়ী থেকে ফিরবো না।

নিশিকান্ত ঃ—কাজটা কি ভাল হবে মা ?

তপতী ঃ—খারাপ হোক—গ্রাম থেকে চলে যাবো তবুও ঐ শয়তানদের অধীনে থাকবো না।

নিশিকান্ত ঃ—আমি সব বুঝি মা, তবুও কিছু বলবার নেই আইন আর শাশন দুটোই যে ওদের হাতে বন্দি আমি যাই মা— (প্রস্থান)

তপতী ঃ—বিয়ে করবে। হু—বুড়ো বয়সে একটু ভীমরতি ধরেছে নাগর হে আমিও তোমার জন্য সেজে গুজে বসে আছি রানীকে নিয়ে যাও রাজা, আর সেই সাথে ঝাড়ুর দু'একটা নমস্কার—

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ ঃ—কি রে পাগলী—কাকে নমস্কার করছিস—

তপতী ঃ—তোমাদের জমিদার বাবুকে—

হাফিজ ঃ—ওহ ! খুব সুন্দর হবে—তপতী তুই রানী হলে কিন্তু খুব সুন্দর হবে—। প্রজারা এত দুঃখ থাকবে না—তুই প্রজাদের মুক্ত হস্তে দান করতে পারবি।

তপতী ঃ—বাজে কথা বাদ দাও—

হাফিজ ঃ—আরে সারা গ্রামের লোক যানে—

তপতী ঃ—জমিদারের ঐ পোষা জানোয়ার গুলোতো এ কথা বলে বেড়াচ্ছে—

হাফিজ ঃ—বলবে না এতবড় একটা খুশির খবর—

তপতী ঃ—আবার সেই কথা—

হাফিজ :—নে দিদি আর বলছি না—

তপতী :—হাফিজ ভাই—

হাফিজ :—কি রে—

তপতী :—রনজিৎ কবে ফিরবে—

হাফিজ :—কেছ দিয়েছে তার বাবা। এখন সব নির্ভর করছে তার বাবার উপর বাবা যা সাক্ষী দেবে তাই হবে—

তপতী :—তুমি তো যানো হাফিজ ভাই ওকে না দেখলে সত্যি যেন আমার কেমন লাগে ও আমার জন্য বাবা-মা সবাইকে হারালো।

হাফিজ :—ওর বাপতো জমিদারের পোষা কুকুর নইলে জমিদারের কথা মত নিজের ছেলেকে কেও এভাবে বিসর্জন দিতে পারে।

তপতী :—ওর বাবার কাছে যেয়ে আমি ক্ষমা চেয়ে আসবো—

হাফিজ :—তাতে সে সন্দেহ করবে—

তপতী :—কিসের সন্দেহ—

হাফিজ :—তার জন্য তোমার এত লাগে কিসে— ?

তপতী :—তাহলে আমি কি করবো হাফিজ ভাই।

হাফিজ :—ধৈর্য্য ধর বোন বুকে সাহস রাখ্ আমার মনে হয় বেশিদিন আটকে রাখতে পারবেনা—

তপতী :—ভগবান তু—মি—

হাফিজ :—প্রার্থনা কর বোন দেখবি ভগবান কোনদিন চুপ করে থাকবে না নিশ্চয়ই তিনি সাড়া দেবেন। (প্রস্থান)

তপতী :—ভগবান তুমি আমাকে রক্ষা করো প্রভূ তুমি আমার রনজিৎকে ফিরিয়ে দাও, নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্রের শীকার থেকে আমাকে মুক্ত করো প্রভূ—

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

(মদের বোতল হাতে গীতার মঞ্চে প্রবেশ, মদ খেতে খেতে "একটি মনের দাম দিতে গিয়ে" গানটা গাইবে গানটা শেষ হলে হুমড়ি খেয়ে মঞ্চের উপর পড়ে যাবে)

(সহসা তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর :—বলি সাধে কি আর বলে। এত সখ করে নিয়ে এলাম জমিদার বাড়ী, দেখো দেখি কাণ্ডটা আমাকে না বলে এভাবে চলে যাওয়া, গবিন্দ তুমি এর বিচার করো দীনবন্ধু অ্যা—এখানে আবার কে মরে আছে রাম্ রাম্ রাম্ মরবি তো মর জঙ্গলে গিয়ে তা সরকারী রাস্তায় কেনো। দেখো দেখি কাণ্ডটা (ভাল করে দেখে নেয়) আরে এযে গীতা আমি যে বললুম—জমিদার বাড়ীর ঘি ভাত কি আর কুকুরের পেটে সয়। বলি এ তুনিয়াটাই হচ্ছে চালাকী। আমি এই বুড়ো বয়সে যদি চালাকি করতে পারি তবে তোর কি অন্যায় হতো। তুই আমার নাত্নি, নিয়ে এলাম জমিদার

বাড়ীতে একটু নাঁচ গান করবি—আমারও 'পয়সাড় ধাপ্পাপজ্জি করে রোজগার হলো তুই ও কিছু পুরস্কার টুরস্কার পেলি তানা ছুকড়ির এসব ভাল লাগেনা—দেখো দেখি কাণ্ড গবিন্দ তুমি ক্ষমা করো প্রভু। গীতা এই গীতা ওঠ্ দিদি এত করে বলি এমনি ভাবে মদ্ খাসনে কিন্তু—

গীতা :—কে—কে কথা বললে—

তারাঠাকুর :—ওঠ্ চেয়ে দেখ আমি কে—

গীতা :—রাজকুমার—

তারাঠাকুর :—রাম্ রাম্ রাম্ বুড়োর সঙ্গে বুঝি ঠাট্টা করছিস ?

গীতা :—কে তুমি— ?

তারাঠাকুর :—আমি। আমি তোর দাদু—

গীতা :—দাদু—

তারাঠাকুর :—আমি তোর ঠাকুর দা—

গীতা :—(উঠে দাঁড়ায়) এখানে কেনো এসেছ।

তারাঠাকুর :—জমিদার বাড়ীতে না পেয়ে তোকে খুজতে এলুম—

গীতা :—যাও চলে যাও এখান থেকে—

তারাঠাকুর :—এ তুই কি বল্‌ছিস—

গীতা :—আমি ঠিকই বলছি—আজ আমি তোমার জন্য বাঈজি নর্তকী। তুমি আমার অভিবাবক হয়ে আমাকে নরকে ঠেলে দিয়েছ—আমি তোমার মুখ দেখতে চাইনে তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে—

তারাঠাকুর :—গীতা— !

গীতা :—বাবা মারা যাবার সময় তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল আমি একজন নর্তকী হয়ে গড়ে উঠবো এই জন্য—

তারাঠাকুর :—এ তুই কি বলছিস দিদি—

গীতা :—আমি যা বলছি তা কোনটা মিথ্যা বলো ? ছল না করে, অনেক অভিনয় করে আমাকে নিয়ে এলে জমিদার বাড়ী তখন বলেছিলে জমিদারের ছেলের সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো, তারপর হাতে তুলে দিলে মদের বোতল, বাধ্য হয়ে গাইতে হলো গান আর তোমার ছলনায় পড়ে ওদের সামনে হলো আমাকে নাঁচতে। তারপর বনে গেলাম জমিদার বাড়ীর স্থায়ী নর্তকী। ভেবেছিলে আমাকে দিয়ে জমিদারের ছেলের কাজ থেকে অজস্র অর্থ উপার্জন করবে তুমি কিন্তু আর পারবেনা, সে আশা আজ তোমার মিথ্যে যাও, চলে যাও এখান থেকে—

তারাঠাকুর :—গীতা, দিদি আমার—আমার কোন দোষ—

গীতা :—আবার আমাকে জ্বালাতন করা হচ্ছে। বলছি তো আজ থেকে তুমি আমার কেও না, তোমার ছলনায় পড়ে আমি যে ভূল করেছি তাতে ঐ সভ্য সমাজে আমার আর স্থান নেই, ওরা ওদের পবিত্র সমাজে একটুও ঠাই দেবেনা তাই আজ হতে আমি বেশ্যা— (কেঁদে ওঠে)

তারাঠাকুর :—রাম্ রাম্ রাম্ গবিন্দ হে তুমি ক্ষমা করো দিনবন্ধু—

গীতা :—হ্যা—ঐ বেশ্যা বাড়ী থাকবো তবুও তোমার মুখ দর্শন করবোনা—

তারাঠাকুর :—তুই ভুল বুঝিস নে গীতা।

গীতা :—ভুল—হা-হা-হা-হা-হা যে ভুল আমি করেছি তা পুরন হবার নয়, আমি ভাল বাসতে চেয়েছিলাম বিনিময়ে নর্তকীর উপাধী নিয়ে আজ জমিদার বাড়ী থেকে বিদায় নিতে হলো শুধু তোমার জন্য—

তারাঠাকুর :—আমি আবার কি করলাম—গবিন্দ—

গীতা :—টাকা তোমাকে—করতে বাধ্য করেছে, আজ যদি আমি রাজকুমারের কাছ থেকে টাকা না নিতাম তাহলে সেখানে আমার ভালবাসার যথার্থ মুল্য থাকতো কিন্তু তোমার বারবার তাগাদার ফলে টাকার জন্য রাজকুমারকে জ্বালাতন করেছি তাই রাজকুমার যানে যে আমি বিনা পয়সায় ভালবাসতে জানিনা।

তারাঠাকুর :—তুই তবে সব দোষ আমাকে দিলি—।

গীতা :—না, সবই আমার কপাল—যাও—তোমাকে না কখন বলেছি এখান থেকে চলে যেতে যাও যাও বলছি—

তারাঠাকুর :—যাচ্ছি দিদি তবে বাড়ীতে গিয়ে তোমার মাকে কি বলবো ?

গীতা :—বলবে—ঠাকুরের ভুলের জন্য গীতা আজ বেশ্যা—

তারাঠাকুর :—রাম্, রাম্, রাম্ গবিন্দ হে—

গীতা ঃ—সাবধান ঠাকুর—। লজ্জায় বুঝি মাথা হেট হয়ে আসছে বেরিয়ে যাও বলছি নইলে—

তারাঠাকুর ঃ—নইলে—

গীতা ঃ—অপমান করে বের করে দেবো—

তারাঠাকুর ঃ—যাচ্ছি দিদি যাচ্ছি মেয়েতো নয় যেন আগুনের ফুলকি গবিন্দ হে—আমায় ক্ষমা করো দীনবন্ধু—

(প্রস্থান)

গীতা ঃ—তোমার কথায় যে ভুল আমি করেছি তার প্রতিশোধ আমি নেবই ঠাকুর—।

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত ঃ—গীতা দিদি। বলতে কোন বাধা নেই তা তুমি এখানে—

গীতা ঃ—জমিদার বাড়ী থেকে চলে এসেছি সরদার—

আছালত ঃ—বলতে কোন বাধা নেই তা কেনো দিদি মনি—

গীতা ঃ—জমিদারের ছোট ছেলে তাড়িয়ে দিয়েছে—

আছালত ঃ—তাড়িয়ে দিয়েছে—? তা বলতে কোম বাধা নেই কেনো তাড়িয়ে দিলো তুমি বুঝি কলকাতার নাচ দেখাতে পারনি—

গীতা ঃ—তুমি কোথায় যাচ্ছ সরদার—?

আছালত ঃ—বলতে কোন বাধা নেই, এই একটু বাড়ীতে যাচ্ছি কেনো যাবে আমাদের বাড়ীতে—

গীতা ঃ—ভাবছি আশ্রয় যখন নেই—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, আমায় ক্ষমা করো গীতা দিদি—আমার বউ যদি তোমাকে দেখে তাহলে আজ কেনো এক সপ্তাহ আমার ভাত নেই বলতে কোন বাধা নেই, জমিদারের ছোট ছেলে গতকাল রাত্রের ট্রেনেই কলকাতা চলে গেছে—।

গীতা :—চলে গেছে—?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, নাগেলে যে পড়াশুনার ক্ষতি হবে আরও ডাক্তারী পড়ে, বলতে কোন বাধা নেই ছেলেটার আবার ঐ গরীব প্রজাদের উপর লক্ষ্য বেশী তাইতো জমিদার বাবু যুক্তি খাটিয়ে তাড়াতাড়ি কলকাতা পাঠিয়ে দিলেন। বলতে কোন বাধা নেই আমি যাই দিদিমনি—

(প্রস্থান)

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার :—এই যে গীতা তুমি এখানে আর আমি সারা মহল্লায় খুজে ফিরছি—

গীতা :—কেনো খোজ করছো আমাকে—

রাজকুমার :—কেনো তাই না? হ্যা এই কেনোর উত্তর আমি দেবো। চলো বাড়ীতে ফিরে চলো তারপর।

গীতা :—কার বাড়ী ?

রাজকুমার :—কেনো আমার বাড়ী—

গীতা :—যে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে——

রাজকুমার :—ও তুমি বুঝি তাই মনে করে বসে আছ। যানো মা মরা ছোট ভাইটি আমার। ওর কোন কথাতে আমি রাগ করতে পারিনে—আর আমি যাকে এত স্নেহ্ করি তার একটুখানি কথাতেই তুমি রাগ করলে—

গীতা :—রাজকুমার।

রাজকুমার :—হ্যা গীতা, দেখলেনা কেমন করে তার বড় দাকে বললো এ বাড়ী থেকে চলে যাও আর আমি কেমন চুপ করে রইলাম এতেও কি বুঝতে পারনি যে আমি ওকে কত ভালবাসি—

গীতা :—বুঝেছি কিন্তু—

রাজকুমার :—আর কিন্তু নয় চলো—

গীতা :—নর্তকী হয়ে আর আমি জমিদার বাড়ীতে ফিরে যাবোনা কুমার—হয় ঝি চাকরানীর মত নতুবা বিদায় তবুও পারবোনা—কারও মুখে মদ ঢেলে দিতে, পারবোনা নাচতে পারবোনা গাইতে—

রাজকুমার :—গীতা—

গীতা :—হ্যা কুমার আমারও একদিন স্বপ্ন ছিলো মনে ছিলো বিরাট আশা জীবনে চেয়েছিলাম সুখের সংসার গড়তে কিন্তু যখন সেই স্বপ্ন সেই আশা আমার ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো তখন আর কাউকে আমি— —

রাজকুমার :—গীতা— ।

গীতা :—যা খুশী তাই বলতে পারো কুমার, কিন্তু আমি কি আসলে একজন নর্তকী। আসলে কি একজন মাতাল—না—

সাত্যকার একজন নারী—বলো বলো কুমার আমার উপাধী কি—

রাজকুমার :—নর্তকী হও আর নারী হও সেটা পরে ভাবা যাবে এখন তুমি ফিরে চলো—

গীতা :—অসম্ভব। যতটুকু সর্বনাশ হয়েছে ঐ টুকুতেই থেকে যাক রাজকুমার আর প্রয়োজন নেই—

রাজকুমার :—আমি যা বলছি তাই করো গীতা—।

গীতা :—জমিদার বাড়ীতে এসে কোনদিন তো তোমার কথার অবাধ্য হয়নি কিন্তু আজ—

রাজকুমার :—আজ তোমাকে রাজরাণী করে ঘরে নিতে চাই গীতা—।

গীতা :—রাজকুমার—

রাজকুমার :—চমকে উঠিলে কেনো, আমি যা বলছি তা চন্দ্র সুর্যের মত সত্য।

গীতা :—(রাজকুমারকে জড়িয়ে ধরে) কুমার—

রাজকুমার :—বিশ্বাস হয় না বুঝি চলো দেখবে সব পরিষ্কার করে এসেছি—

গীতা :—তোমার বাবা কিছু—

রাজকুমার :—একটা মাতালের কথা মানতে হবে। বাবা বলে এতটুকু সহ্য করি নইলে ওর হাত পা ভেঙ্গে ঐ চিত্রা নদীতে ফেলে দিতাম।

গীতা :—থাক কুমার, গুরুজনকে একথা বলতে নেই—

রাজকুমার :—চলো গীতা লগ্ন শেষ হয়ে যাবে—

গীতা :—কুমার (মুচকি হাসি)

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(জমিদার বাড়ী)

(অজিত বাবুর প্রবেশ)

অজিত : একে একে সবাই আমাকে ভুল বুঝছে। সবাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, সারা হিজল ডাঙ্গার প্রজারা হয়তো একদিন আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইবে—। ছোট ছেলে রাগ করে কলকাতায় চলে গেলো—। বড় ছেলে মদ নিয়ে সারাদিন রাত পড়ে থাকে—আর আমি, আমি প্রজাপালনে অক্ষম জমিদার—

(তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর : কে বলেছে আপনি অক্ষম—? সারা হিজল ডাঙ্গার লোক জানে আপনি দয়ালু জমিদার— কেও আর আপনার বিরুদ্ধে কথা বলবে না। আপনি কিন্তু ভাববেন না জমিদার বাবু, মনের আনন্দে জমিদারী চালিয়ে যান্। কে কি বললো আর কে কি করলো এতে আপনার কিছু যায় আসেনা। আপনি অত্র এলাকার - জনসাধারনের মনিব—। তাদের মাথার মুকুট—গবিন্দহে—তুমি সব সমস্যার সমাধন করো দিনবন্ধু।

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী : জমিদার বাবু কি আছেন—?

তারাঠাকুর : অ্যা—তুমি—তুমি অসময়ে কেনো—! হ্যা—এইতো জমিদার বাবু—

অজিত : কে—

তারাঠাকুর : ঐ যে নিশিকান্তর মেয়ে।

তপতী : যাদের আপনি এক ঘরে করে রাখতে চেয়েছেন।

তারাঠাকুর : ছি—ছি—ছি তপতী, ওকথা আর বলোনা। জমিদার বাবু কি আর সাধে বলেছেন, প্রজারা যে জমিদার বাবুকে বলতে বাধ্য করেছেন—

তপতী : আপনিও একটু ছেড়া কাথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন।

তারাঠাকুর : কি—কি বললে—?

তপতী : বলছি আপনারা কি তাহলে একঘরে করেই রাখতে চান ?

অজিত : কি বলতে চাচ্ছো তুমি—?

তপতী : আমিতো তাই শুনতে এসেছি।

অজিত : সে কথা তোমার বাবাকে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে

তপতী : আমাকে একটু বলুন না কথাটা আরও স্পষ্ট হয়ে যাক।

তারাঠাকুরঃ বুঝতে আর বাকী আছে। বলেইতো দেওয়া হয়েছে ঐ মুসলমান ছেলেটা আর কোনদিন তোমাদের বাড়ীতে আসতে পারবেনা। আর পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার বিয়ে—

তপতী : পাঁচ দিনেরতো তিনদিন পার হয়ে গেলো।

অজিত : আর দুইদিন মাত্র বাকী।

তপতী : একদিনের মধ্যে কি এটা সম্ভব

অজিত : সে ভাবনা আমাদের নয়

তারাঠাকুর : পাত্রতো আমরা ঠিক করে রেখেছি

তপতী : আপনারা পাত্র ঠিক করে

তারাঠাকুর : হ্যা তোমার বাবাকে সে কথা বলা হয়েছে। হায়রে সোনার কপাল তোমার. এমন ভাগ্য কি আর সবাইয়ের বেলায় জোটে—

তপতী : কে সে পাত্রটি ?

তারাঠাকুর : তাও শোননি, জমিদার বাবু নিজেই—

তপতী : (চিৎকার দিয়া) ঠাকুর—

তারাঠাকুর : দোষটা কি শুনি—

তপতী : হুসিয়ার হয়ে কথা বলো ঠাকুর—

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে—আমি আবার কি দোষ করলাম—কেনো দিদি—ছেলে তোমার পছন্দ হয়নি

তপতী : ছেলে। ঐ বুড়ো সং যদি ছেলে হয় তবে ছেলের বাপ কে ?

তারাঠাকুর : তপতী—

তপতী : হ্যা ঠাকুর—যদি এই কথা তোমার মুখে পুনরায় উচ্চারন হয় তবে তোমার জিবটেনে ছিড়ে ফেলবো।

তারাঠাকুর : কি—কি বললে, শুনলেন জমিদার বাবু একটা কুলটা মেয়ের কথা শুনলেন ?

অজিত : এর উপযুক্ত বিচার আমি করবো ঠাকুর।

তারাঠাকুর : আপনি এর বিচার করুন জমিদার বাবু আপনি এর বিচার করুন গবিন্দ হে—তুমি এখনো চোখ বুজে আছো দীনবন্দু তুমি এর বিচার করো প্রভূ—

অজিত : তুমি এখান থেকে চলে যেতে পারো।

তপতী : জমিদারের প্রাসাদে কৈফিয়ৎ চাইতে এসেছি চলে যেতে আসিনি—

অজিত : কি বলতে চাও তুমি— ?

তপতী : কোন অপরাধে আমাদের সমাজ থেকে আলাদা করে দিতে চান ?

অজিত : অপরাধটা তোমাকে বলতে হবে—

তপতী : শুনতে এসেছি আমি আর বলবেন কি ঐ ঠাকুরকে—

অজিত : কথাগুলো একটু ভদ্র ভাবে বলতে চেষ্টা করো—

তপতী : যারা অভদ্র, ছোট লোক, তাদের আর ভদ্রতা শিখিয়ে লাভ নেই—আমি যা শুনতে চাই তাই বলুন—

অজিত : ঠাকুর দেখেছে—তুমি একটা মুসলমানের ছেলেকে নিয়ে—

তপতী : অসম্ভব কথা।

অজিত : আমি তার কি জানি বলো। ব্রাহ্মণদের কথা তো আর মিথ্যা ভাবতে পারিনা।

তপতী : ও ব্রাহ্মণ নয় ও আস্ত শয়তান ও গরু খাওয়া বামুন।

তারা ঠাকুর : রাম রাম রাম (নাকে কাপড় দেয়)—

তপতী : ঘৃন্নায় নাকটা জ্বলে উঠলো দেখছি—বলি মিথ্যা কথা বলতে—তোমার—

অজিত : তুমি আর কি বলতে চাও ?

তপতী : আমার বাবা আমাকে আপনার সাথে—বিয়ে দেবে না। আর ঐ আশাও আপনি কোন দিন করবেন না।

অজিত : তাহলে ঐ মুসলমান ছোকড়াটাকে নিয়ে ঢলাঢলি করবে—, এই তো তোমার ইচ্ছা

তপতী : খবরদার জমিদার বাবু

অজিত : ঠিকই বলেছি

তপতী : কি বলবো জমিদার বাবু---আপনি আমার গুরুজন নইলে

অজিত : নইলে--

তপতী : অন্য কেউ যদি একথা বলতো তবে পায়ের জুতা খুলে এর পুরস্কার দিয়ে যেতাম

অজিত :—তপতী—

তপতী : হ্যা--তাই তো তার পুরস্কার। যারা--অভাবের সুযোগ নিয়ে চায় অপরের সর্বনাশ করতে। যারা এখনো হিন্দু মুসলমানকে—এক মায়ের সন্তান বলে মানতে চায়না তাদের জন্য এই পুরস্কারই উত্তম।

অজিত : সভ্যতার সীমা ছাড়িও না।

তপতী : বলতে আপনারা বাধ্য করেছেন জমিদার বাবু—। না খেয়ে প্রজারা শুকিয়ে মরছে আর আপনারা গড়ছেন টাকার পাহাড়---, প্রজাদের ঘরে নেই--একতিল পরি-মাণ খাদ্য আর আপনাদের গুদামে হাজার হাজার মণ

চাউল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখনো আপনারা হুশিয়ার হয়ে যান। এর হিসাব একদিন দিতেই হবে---ভগবান এর বিচার করবেনই।

(আছালতে প্রবেশ)

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, ভগবান আমাদের নিয়ে যে কি মুস্কিলে পড়েছে

অজিত : তুই আবার এখানে কেনো

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই নূতন খবর শুনাতে এলাম

অজিত : কি ?

আছালত : বড় কুমার ঐ বাঈজিটাকে বিয়ে করবার জন্য সব তৈরি করে ফেলেছে

অজিন : (চীৎকার দিয়া) আছালত।

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, আমি সব তৈরী দেখেই আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

অজিত : ঠাকুর

তারাঠাকুর : বলুন জমিদার বাবু

অজিত : আপনি ভিতরে যান

তারাঠাকুর : যাচ্ছি জমিদার বাবু

(প্রস্থান)

অজিত : সব ব্যবস্থা, ভেঙ্গে চুরমার করে দিন---অসম্ভব এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবোনা

(বধু বেশে গীতা ও বর বেশে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার: সহ্য তোমাকে করতেই হবে বাবা—

অজিতঃ (চীৎকার দিয়া) আছালত—

আছালতঃ বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ—

অজিতঃ ওদের আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলো

আছালতঃ বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ।

(আস্তে আস্তে আছালতের প্রস্থান)

রাজকুমারঃ বাবা—

অজিতঃ কে কে তোমার বাবা আমি কারও বাবা নই আমি পারবোনা মানতে চলে যাও, আমার সামনে থেকে চলে যাও, যাও বলছি—

রাজকুমারঃ কোন অপরাধ নয় বাবা, শাস্ত্র মতে আমি তাকে বিয়ে করেছি।

অজিতঃ বিয়ে করেছি বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে।

রাজকুমারঃ বাবা—

অজিতঃ আর বাবা নয়, আমি কারও বাবা না।

রাজকুমারঃ তুমি ভুল বুঝোনা বাবা।

অজিতঃ ভুল আমি করছি একটা বেশ্যাকে বিয়ে করে ঘরে আনা।

গীতাঃ বাবা—

অজিতঃ হুশিয়ার হয়ে কথা বলো বেশ্যা। বেশ্যার মুখে বাবা ডাক শুনে আমার অন্তরটা গলে গেল আর কি যাও বেরিয়ে যাও বলছি।

রাজকুমারঃ আমায় ক্ষমা করো বাবা—

অজিত : একটা বেশ্যাকে বিয়ে করার জন্য আমি ক্ষমা করতে পারিনে।

রাজকুমার : বাবা তুমি আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছে তাই বলো কিন্তু বারবার আমার স্ত্রীকে বেশ্যা বলে গালি দিও না

অজিত : তাহলে স্বরস্বতী বলে মাথায় নিয়ে নাচতে হবে নাকি আমি তো বলছি, আমি মানবোনা

রাজকুমার : তাহলে—

অজিত : এ বাড়ী থেকে চলে যাও—

রাজকুমার : হ্যা বাবা আমরা চলে যাচ্ছি তবে যাবার আগে একটু পায়ের ধুলা—

(গীতা ও রাজকুমার দুজনে প্রনাম করতে যাবে জমিদার গীতাকে লাথি মেরে ফেলে দেবে)

বাবা এ তুমি কি করলে—

অজিত : ঠিকই করেছি একটা বেশ্যা আমার—

রাজকুমার : বার বার ঐ কথাটা মুখে এনোনা বাবা কি বলবো তুমি আমার গুরুজন নইলে—

অজিত : নইলে কি করতিস জানোয়ার ?

রাজকুমার : আমার স্ত্রীকে যে বেশ্যা বলে তার জিবটা টেনে ছিড়ে ফেলতাম।

অজিত : (জোরে একটা থাপ্পর মারবে রাজকুমারের মুখে) রাজকুমার—

গীতা : ওগো চলো আমরা চলে যাই—

রাজকুমার : যাবো গীতা, কিন্তু যাবার আগে বলে যাচ্ছি বাবা তোমার এ ভুল একদিন ভাঙ্গবেই—

অজিত : তোমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না গাধা অসভ্য জানোয়ার, তবে শুনে রাখো রাজকুমার তোমার সাথে এই আমার শেষ দেখা আর কোনদিন যে এ বাড়ীর সীমানায় তোমাকে আর ঐ নর্তকীকে না দেখি।

(প্রস্থান)

গীতা : ওগো আর দেরী করে কি লাভ; চলো আর এক মুহূর্তে এখানে থাকতে আমার ইচ্ছে হচ্ছেনা আর যদি পারো আমাকে পরিত্যাগ করো, আমি রাস্তার বেশ্যা রাস্তায় হারিয়ে যাবো।

রাজকুমার : গীতা—

গীতা : আমার জন্য আজ তোমার জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার তুমি জমিদারের পুত্র আর আজ আমার মত সাধারণ নর্তকীকে গ্রহন করে তুমি হলে পথের ফকির—

রাজকুমার : অসভ্য রাজার চেয়ে সভ্য ফকিরের সম্মান অনেক বেশী গীতা কিন্তু—

গীতা : কিন্তু কি ?

রাজকুমার : কোথায় যাবো কে দেবে আমাদের এতটুকু ঠাঁই

তপতী : সারা হিজল ডাঙ্গায় হাজার হাজার প্রজারা থাকতে জমিদারের পুত্রের থাকবার অভাব হবে না কুমার।

রাজকুমার : কে কে তুমি—

তপতী : চিনতে পারবেন না—

রাজকুমার : মানে—

তপতী : রাজপ্রাসাদ থেকে বাইরে না বেরলে কেউ কাউকে চিনতে পারেনা কুমার, আমি আপনাদের প্রজা নিশি-কান্তর মেয়ে—

রাজকুমার : তপতী—

তপতী : এবার ঠিক চিনতে পেরেছেন—

গীতা : ওগো আর দাড়িয়ে থেকে—

রাজকুমার : কিন্তু কোথায় যাবো গীতা প্রজারা আমায় দেখে খিল খিল করে হাসবে ওদের ঐ হাসি আমি সহ্য করতে পারবো না—

তপতী : কেউ হাসবেনা—

রাজকুমার : তপতী—

তপতী : হ্যা কুমার, চলুন—আর বিলম্ব নয় এখনই এ বাড়ী থেকে চলে যেতে হবে—

রাজকুমার : কোথায় যাবো তপতী—

তপতী : আপাতত আমার বাড়ী, তারপর অন্য কোথাও—

রাজকুমার : কিন্তু আমাদের যে কিছুই নেই বোন—

তপতী : আমরা না খেয়ে থাকতে পারলে কি আপনারা পারবেন না—

গীতা : পারবো বোন আমরা পারবো—

তপতী : তবে চলুন দেখে আসবেন গরীবের জীবন কত দুঃখের.. সেই সাথে জমিদারেব অত্যাচারের জলন্ত প্রমান—

রাজকুমার : কিন্তু বোন—

তপতী : আর কিন্তু নয় দাদা—আপনারা হাজার অন্যায় করলেও প্রজারা আপনাদের ভীষন ভালবাসে।
চলুন দেরী করে কি লাভ

(সবাইয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

(নিশিকান্তর বাড়ী)

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ : হে খোদা কি অপরাধ আমরা করেছি তোমার কাছে যার জন্য তুমি আমাদের কাছ থেকে আজ দূরে সরে আছো, তোমার কি একটুও দয়ামায়া নেই? নিস্পাপ ছেলে-টাকে জেলে পাঠিয়ে তুমি কি আনন্দ পেলে খোদা—

(নিশিকান্তর প্রবেশ)

নিশিকান্ত : ওরে খোদা আনন্দ পাইনিরে আনন্দ পেয়েছে ঐ অসভ্য জানোয়ার গুলো—

হাফিজ : কাকা, আপনি আবার অসুস্থ শরীর নিয়ে কেনো বিছানা ছেড়ে চলে এলেন।

নিশিকান্ত : ঘরে শুয়ে আর থাকতে পারলাম কৈ বাবা নিজেরা না খেয়ে মরছি আর তপতী কি করেছে জানো?

হাফিজ : কি কাকা! আবার বুঝি তারাঠাকুরের সঙ্গে ঝগড়া করেছে?

নিশিকান্ত : নারে না ঐ যে জমিদার তার বড় ছেলেকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—

হাফিজ : তাড়িয়ে দিয়েছে।

নিশিকান্ত : হ্যা আর ঐ হতচ্ছাড়ি তাদের এনে উঠিয়েছে আমাদের বাড়ীতে।

হাফিজ : কেনো তাড়িয়ে দিয়েছে কাকা—

নিশিকান্ত : চিত্ত ঠাকুরের মেয়ে যেটা গান বাজনা করতো তাকে বিয়ে করেছে বলে—

হাফিজ : গীতাকে বিয়ে করেছে বলে ? তা কাকা ঐ মেয়েটি এখন্র কোথায় ?

নিশিকান্ত : তাকেও সঙ্গে করে এনেছে সাধে কি আর বলি পাগলীর মাথায় শুধু গোবর ভরা এই অভাবের সংসার তার মধ্যে একটা নয় দু দুটো মানুষ ওরে জায়গা না হয় দিলাম তা খেতে দেবো কোত্থেকে—

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগা : খেতে আর তোমাকে দিতে হবে না—

হাফিজ : কাকে কার কথা বলছেন ?

দারোগা : কেনো আসাদকে—

হাফিজ : আসাদকে আপনারা

দারোগা : হ্যা তার নামে কেচ আছে, তাকে বন্দি করতে এসেছি

হাফিজ : তা এখানে কেনো ?

দারোগা : শুনলাম এখানেই নাকি সে থাকে—

নিশিকান্ত : কৈ নাতো—

দারোগা : চুপ কর্ বুড়ো শয়তান। এই তোর মেয়ের নাম তপতী না ?

নিশিকান্ত : আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা : তাহলে আর কিছুই বুঝতে পারছোনা। বলি ভিজা বিড়াল হয়ে আর কতদিন থাকবে কোথায় আসাদ, বল কোথায় আছে—

নিশিকান্ত : আসাদতো অনেক দিন হয় এ বাড়ীতে আসেনা

দারোগা : আসেনা। আ হা হা কি সুন্দর বানী। আসেনা তো তোর মেয়ের সাথে প্রেম আলোচনা কখন করে ?

নিশিকান্ত : দারোগা বাবু—

দারোগা : আর বাবু বলে অন্তরটাকে কাবু করতে হবে না বলি কোথায় আছে আসাদ তাই বলো নইলে।

হাফিজ : নইলে—

দারোগা : বলতে বাধ্য করবো।

নিশিকান্ত : বিশ্বাস করুন দারোগা বাবু আসাদ অনেক দিন হলো এ বাড়ীতে আসেনা কোথায় আছে তাও আমরা জানি না।

দারোগা : জানিনা বলি জানিনা বললেই হলো বল শয়তান কোথায় আছে আসাদ (গলা ধাক্কা দিয়া ফেলে কয়েকটা লাথি মারবে নিশিকান্তকে) বল বল চুপ করে আছিস কেনো ?

হাফিজঃ দারোগা বাবু—

দারোগাঃ তুই চুপ কর জানোয়ার।

হাফিজঃ সাবধান।

দারোগা তুই কি বলতে চাস—

হাফিজঃ বলছি এই বৃদ্ধ মানুষটাকে এভাবে অপমান করবেন না।

দারোগাঃ করলে কি হবে শুনি?

হাফিজঃ কিছুই হবেনা, তবে আপনার ঐ পা-টা প্যারালাইসিস্ হয়ে যেতে পারে।

দারোগাঃ চুপ কর ইডিয়েট।

হাফিজঃ চুপ করে থাকা ছাড়া আমাদের আর কিছুই নেই। কিন্তু নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন তো কাজটা আপনি কতটুকু ভাল করলেন? আপনিও মানুষ আর যাকে আপনি পায়ের তলায় পিশে মারতে চাইছেন সেও তো একজন মানুষ আর বয়সে আপনার বাবার সমতুল্য।

দারোগাঃ তা কি করতে হবে শুনি?

হাফিজঃ আজ যদি আপনার সামনে আপনার বাবার উপর কেও যদি এমনি ভাবে অত্যাচার করতো তাহলে তাকে আপনি কি করতেন?

(তপতীর প্রবেশ)

তপতীঃ পায়ের জুতো দিয়ে তার সুন্দর মুখটাকে কালো করে দিতেন তাই না।

দারোগা : তুই কে ?

তপতী : আমি কে। জানবার আগে বলুন কেনো এই বৃদ্ধার গায়ে আপনি হাত তুলেছেন ?

দারোগা . সে কৈফিযৎ তোমাকে দিতে হবে নাকি ?

তপতী : কৈফিয়ৎ কার কাছে দিতে হয সে ব্যবস্থা আমি জানি দারোগা বাবু কিন্তু—

দারোগা : কিন্তু কি ?

তপতী : আপনি যেতে পারেন। ওঠো বাবা, যারা তোমার গায়ে হাত তুলেছে ওরা মানুষ নয ওরা পশু

দারোগা : খরবদার।

তপতী : ধমক চোরকে দেওয়া যায়, ভাল মানুষ কোন দিন ধমকের পরোয়া করে না।

নিশিকান্ত : থাক মা অযথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই আমার কপালে যা ছিলো তাই হয়েছে।

দারোগা : তাহলে আসাদের সংবাদ তোমরা দেবে না।

তপতী : না বার বারই তো বলছি আসাদ নেই। আসাদের কোন সংবাদ আমরা জানি না।

দারোগা : লুকিয়ে কতদিন রাখতে পারবে সেটাও আমরা দেখে নেবো। পুলিশ আসাদকে খুজে বের করবেই আসি আবার দেখা হবে। (প্রস্থান)

তপতী : বাবা—

নিশিকান্ত : কি মা ?

তপতী : ভাইজানকে কি সত্যি ওরা বন্দি করবে।

হাফিজ : হ্যা তপতী ওরা ঠাকুর আর জমিদার যে ওর নামে কেচ দিয়েছে।

তপতী : কিসের জন্য বাবা—

হাফিজ : আসাদ তোমাদের বাড়ীতে আসতো বলে নাকি হিন্দু সমাজের কলংক হয়েছে

তপতী : (নিশিকান্তকে জড়িয়ে ধরে) বাবা

নিশিকান্ত : কাদিসনে ম, আইন যে ওদের হাতে বন্দি। ওরা যা খুশি তাই করতে পারে, ওরে ভগবানকে ডাক দেখবি কোন বিপদই আমাদেরকে ক্ষতি করতে পারবেনা (প্রস্থান)

হাফিজ : রনাজৎ গে.লা আসাদকে পুলিশ বাহিনী তন্ন তন্ন করে খুজছে এখন করে হয়তো আমাকেও ওরা জেলে পাঠাবে তারপর থাকবে শুধু হিজল ডাঙ্গার নিপাড়িত নির্যাতিত ঐ হতভাগা মানুষ গুলো

তপতী : হাফিজ ভাই

হাফিজ : হ্যারে তপতী, তাই হয় তো হবে জমিদার যে পথে পা বাড়িয়েছ তাতে তার বিরুদ্ধে কথা বলবার মত লোক একটাও সে রাখবেনা

তপতী : তাহলে নিশ্চুপ থাকতে বলো হাফিজ ভাই

হাফিজ : চুপ করে থাকলে চলবেনারে বোন আগুন যখন জলেছে তখন ভাল করে না পুড়লে যে আফসোস থেকে যাবে সংগ্রাম চলবেই

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার : এ সংগ্রামকে কেউ বাধা দিতে পারবেনা।

হাফিজ : রাজকুমার !

রাজকুমার : হ্যা হাফিজ ভাই, আমি রাজকুমার, আমি আজ সর্বহারাদের একজন। আমিও আজ থেকে সংগ্রাম করবো আমার বাবার বিরুদ্ধে।

হাফিজ :—এবার তাহলে বুঝতে পেরেছ রাজকুমার :—

তপতী :—বুঝতে কেনো পারবেনা হাফিজ ভাই—কয়েকজন লাঠিয়াল আর ঐ ভণ্ড ঠাকুর টাইতো জমিদারের প্রধান সম্পদ—তা ছাড়া—

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই বড় কুমার—কি—এখানে আছেন— ?

রাজকুমার :—তুমি এখানে কেনো এসেছ ?

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই, জমিদার বাবু বলেছেন আপনাকে বাড়ীতে ফিরে যেতে—উনি বলেছেন আপনাকে আর কিছুই বলবেন না—।

রাজকুমার :—তুমি চলে যাও আছালত—

আছালত :—বলতে কোন বাধা নেই—মহারাজের সব ভুল ভেঙ্গে গেছে—।

রাজকুমার :—তবুও আর আমি ঐ বাড়ীতে যাবোনা তুমি চলে যেতে পারো সর্দার।

আছালত :—মহারাজ বলেছেন গীতা বৌদিকে তিনি বৌমা বলে মেনে নেবেন— (প্রস্থান)

হাফিজ :—জমিদার বাবু তাহলে—

তপতী :—ভুল যখন ভেঙেছে তখন—

রাজকুমার :—তখন—

তপতী :—প্রাসাদের লোক প্রাসাদেই ফিরে যাওয়া ভালো।

রাজকুমার :—তুমি আমাকে চলে যেতে বলছো তপতী—?

তপতী :—হাজার হলেও তিনি তোমার বাবা—সে মরে গেলে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে তোমরা। তিনি হাজার অপরাধ করলেও তা মনে করতে নেই তিনি যখন লোক পাঠিয়েছেন তখন না গেলে তাকে অপমান করা হবে—

রাজকুমার :—আমি—ঠিক—

(গীতার প্রবেশ)

গীতা :—গুরুজনের কথার অবাধ্য হয়োনা স্বামী, চলো আমরা ফিরে যাই—

রাজকুমার :—আবার যদি আমাকে অপমান করে—

গীতা :—আমি সে অপমান নীরবে সহ্য করবো কুমার হাজার হলেও উনি আমার শ্বশুর, শ্বশুর বাবার সমান, বাপ যদি সন্তানকে কিছু বলে তাতে কোন অপমান হয় না কুমার—

হাফিজ :—তাই করো রাজকুমার, বাবার কথাকে উপেক্ষা করোনা—

রাজকুমার :—তুমি আমাকে ফিরে যেতে বলছো—হাফিজ ভাই—

হাফিজ :—বন্ধু হিসাবেই বলছি—তাতে তোমার মঙ্গল হবে—

রাজকুমার :—হ্যা সবাই তোমরা যখন বলছো—তখন, কিন্তু তপতী, কিছুতেই যে তোমাকে ভুলে থাকতে পারবোনা বোন তোমার আথিথেয়তার কথা কোনদিন ভুলবার নয়, তুমি আজ হতে আমার বোন—

গীতা :—শুধু তোমার কেনো আমারও বোন—বোন যখন মন চায় তখন জমিদার বাড়ীতে যেয়ে আমাকে দেখে আসবে—তোমার জন্য জমিদার বাড়ীর দরজা চিরদিনের জন্য খোলা থাকবে—

রাজকুমার :—তপতী—মুখটা কালো হয়ে গেলো কেনোরে—

তপতী :—দাদা—

রাজকুমার :—যাই বোন্—

তপতী :—যাই বলতে নেই—

রাজকুমার :—আসি—

তপতী :—দাড়াও দাদা—যাবার আগে দাদাকে একটু প্রনাম করে নেই— (পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে)

গীতা :—দিদি—(গীতা তপতীকে জড়িয়ে ধরে কেদে ফেলবে দুজনে)

(গীতা ও রাজকুমারের প্রস্থান)

হাফিজ :—আচ্ছা আমিও এবার আসি তপতী—

তপতী :—তুমি আবার কোথায় জমিদার বাড়ী চললে নাকি ?

হাফিজ :—হ্যা—ঐ যে, যে ঘরে বৃষ্টির আগে পানি পড়ে—সেখানে— (প্রস্থান)

তপতী :—ভগবান—তুমি রনজিৎকে আর কতদিন আমার থেকে এমনি করে ছুরে রাখবে। আমাদের বিয়ে কি কোন দিন হবেনা ভগবান—কেনো তুমি এত বাধার সৃষ্টি করছো—

(এলো মেলো চুল, পরনে ছেড়া কাপড, হাতের ব্যাগে কযেকটা পেয়ারা সহ আঁচমকা আসাদের প্রবেশ)

তপতী :—চোর, চোর, চোর কে আছো আমাকে বাচাও—

আসাদ :—তপতী—

তপতী :—কে—কে—তুমি ?

আসাদ :—আমি—আমি কে হা-হা-হা—

তপতী :—(জড়িযে ধরবে) ভাইজান—তোমার এ অবস্থা কেনো ভাইজান—

আসাদ : সে পরে শুনবি বোন, অনেকক্ষণ ধবে ঐ জঙ্গলে বসে ছিলাম,—কিন্তু এমন সুযোগ জুটলোনা তোর সাথে দেখা করবাব—নে—বোন ঐ যে, যে গাছে উঠে তুই পেয়ারা পাডতিস সেই গাছে পেযাবা ধরেছে তাই—তোর জন্য নিযে এলাম ঐ গাছের পেযারা তুই কত ভাল বাসিস্ নে বোন—। আমি আবাব যাই, পুলিশের লোকেরা আমাকে তন্ন তন্ন করে খুজছে, আমি ফেরারী আসামী আমাকে ওরা ধরবার জন্য দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছে—

তপতী : তোমার মুখখানা এমন শুকিয়ে গেছে কেনো ভাইজান ?

আসাদ : সে তুই বুঝবি নেরে পাগলী নে ধর আমাকে আবার পালাতে হবে—

তপতী : ভাইজান—

আসাদ : ওরে আমি তোর ভাইজান হলেও ঐ জানোয়ারেরা তা মানতে চায়না, ওরা মিথ্যা কলংক দিযে আজ আমাকে আসামী সাজিযেছে আমি যাই বোন—খোদাকে ডাক —দেখবি এত বড় অন্যায়কে কোন দিন খোদা মেনে নেবেনা গরীব বলে খোদা আমাদের ভুলে যায়নিরে এর বিচার একদিন হবেই—খোদা যদি এর বিচার না করেন তবে দেখবি আমাদের চোখের পানিতে খোদার সপ্ত আসমান পর্যন্ত টলে উঠবে—সেদিন তাকে বিচার করতেই হবে তপতী তাকে বিচার করতেই হবে—

প্রস্থান উদ্যত

তপতী : ভাইজান, তুমি যেওনা ভাইজান—

আসাদ : নারে তপতী না, এখানে থাকলে যে আমার বিপদ আসতে পারে, আর আমি পারছিনা তোর মুখের দিকে যতবার তাকাই ততবার মনে হচ্ছে আমার রহিম আমাকে ভাইজান বলে ডাকছে—আমি যাই বোন আমি যাই—

তপতী : যাবার আগে বলে যাও ভাইজান তোমার রহিমাকে তুমি ভুলে যাবেনা তো ?

আসাদ : নারে না, তোর কথা কি আমি ভুলতে পারি তুই যে আমার বড় আদরের ধন রহিমা—

তপতী : জানিনা আব'র কবে দেখা হবে তবে যাবার আগে আশির্বাদ করে যাও ভাইজান তোমার রহিমা কোন-দিন ঐ অত্যাচারী শয়তানদের অন্যায়কে সহ্য না করে—

আসাদ :—হ্যা বোন্ প্রয়োজনে জীবনটাকে বিসর্জন দিস কিন্তু ওদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিস নে—ওরা চাবুক নিয়ে এলে লাঠি দিয়ে তোরা ওদের পিঠের ছাল তুলে দিস—যাই বোন—

তপতী ভাই—জান—

আসাদ আসি—বো-ন— (প্রস্থান)

তপতী (জোরে চীৎকার দিয়ে পিছনে ছুটবে) ভাইজান।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(জমিদার বাড়ী)

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত : ভেবেছ আমার অতীতের সব কথা আমি ভুলে গেছি, ওরে বোকা এ বাড়ীতে কোনো নিয়ে এসেছি—তা তোরা কি করে বুঝবি। এবার থেকে সব বুঝতে পারবি। বাবা! একটা কুলটা নর্তকীর বাবা ডাক আমি সহজে হজম করে যাচ্ছি তার উদ্দেশ্য—হা—হা—হা—

(গীতার প্রবেশ)

গীতা : বাবা, তুমি আবার এখানে কোনো এলে বললাম না এখনই ভাত দেবো।

অজিত : হ্যা মা, আমারও মনে ছিলো কিন্তু কেন যেন আজ শরীরটা খারাপ লাগছে—

গীতা : কোন অসুখ বিসুখ নয়তো বাবা—

(জমিদারের কপালে হাত দেয়)

অজিত : না মা—এমনিভাব মাঝে মাঝে হয়। আবার ভালো হয়ে যাবে—তা তুমি খেয়েছ মা—

গীতা : না বাবা, আপনি না খেলে—

অজিত : না রে মা—না। এই বুড়ো ছেলের জন্য আর বসে থাকতে হবে না, যাও মা খেয়ে নেবে—

গীতা : না বাবা, তোমার কাছে বসে আজ খাবো।

অজিত : পাগলী মা আমার, আচ্ছা যাবো, তবে তোমাকে একটা কথা বলতে চেয়েছিলাম মা—

গীতা : কি বাবা—

অজিত : শুনলে হয়তো দুঃখ পাবে কিন্তু আমার যে বলতেই হবে মা। বুড়ো হয়েছি আজ বাদে কাল স্বর্গে চলে যাবো তাই বলছিলাম কি—

গীতা : বলুন বাবা—

অজিত : রাজকুমারের উপর জমিদারীর সমস্ত দায়ীত্ব অর্পন করে আমি এ কটাদিনের জন্য কাশি যেতে চাই—

গীতা : বাবা—

অজিত : হ্যাঁ মা তোমাদের সব তোমরা বুঝে নিয়ে আমাকে একটু বিশ্রামে থাকতে দাও মা।

গীতা : এত অল্প বয়সে কুমারের হাতে জমিদারী দেওয়া কি ঠিক হবে—বাবা—

অজিত : সবই ঠিক হয়ে যাবে মা—

গীতা : আপনি যেটা ভাল বোঝেন তাই করবেন—

অজিত : তাই করবো মা। আচ্ছা রাজকুমার কি বাড়ীতে আছে— ?

গীতা : আছে বাবা—

অজিত : হ্যাঁ মা, তুমি ভিতরে যেয়ে পাঠিয়ে দিও—

গীতা : আচ্ছা যাচ্ছি বাবা—

(প্রস্থান)

অজিত : জমিদারী। জমিদারী কেমন করে চালায় তার শেষ না দেখে আমি ছাড়বোনা। আমি নির্মম, আমার অন্তরে স্নেহ্ বলতে কিছুই নেই ওদের সরিয়ে দিতে না পারলে তপতীকে আমি বিয়ে করতে পারবোনা আমি পিতা হয়ে পুত্রের উপর এমন ছোবল মারবো তা কোন পিতার পক্ষে সম্ভব নয়।

(তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু, আপনি যা বলেছিলেন—

অজিত : সব ঠিক তো ঠাকুর ?

তারাঠাকুর : ঠিক মানে—হাজার হলেও ছেলে,—ছেলেকে জেলে

পাঠিয়ে নায়েবের মনে এতটুকু শান্তি নেই, এ মুহূর্তে নায়েব কোন মতেই সাক্ষী দেবেনা। সেদিন বলেছে রনজিৎ আমার ছেলে আমি কি পারি নিজ হাতে ছেলের সমাধী দিতে, ভুলের বশে একটা কাজ করে ফেলেছি তাই বলে কি ছেলের জীবনটাকে ধ্বংশ করতে পারি। আমি আদালতে কখনো মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবোনা। তাই বলছিলাম কি—

অজিত : নায়েবটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে পারলে সব ঠিক—আগের সাক্ষী বহাল রেখে আদালত বিচার করবে—তাহলে নিশ্চয়ই রনজিতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড আর নায়েবের ঐ বাড়ীটা কিন্তু ঠাকুর আপনার জন্য রইল।

তারাঠাকুর : এখন—

অজিত : খুব কৌশলে কাজ করতে হবে—কেউ যেন জানতে না পারে ঠাকুর। তবে—

তারাঠাকুর : তবে—

অজিত : কয়েকটা দিন সবুর করতে হবে। নায়েবের সাথে আর একজনের কারাদণ্ড—

তারাঠাকুর : বুঝেছি—জমিদার বাবু বুঝেছি, আপনার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না—বলি গোবিন্দ হে ওগো দীনবন্ধু তুমি জমিদার বাবুর মঙ্গল করো।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার : আমায় ডেকেছো বাবা—

অজিত : হ্যা। বৌমা বুঝি তোমাকে কিছু বলেনি—

রাজকুমার : না বাবা—

অজিত : আমি আমার ঘরের লক্ষী মায়ের সেবা যত্নের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। সত্যি আমি ভুল বুঝে ফুলকে আস্তা কুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। এমন বৌমা আমার হবে আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি—তা বাবা তোমাকে কেনো ডেকেছি তা হয়তো তুমি শোননি। আমি ডেকেছি কেনো তাই শোনো আমি এই জমিদারী নিয়ে একেবারে হাপিয়ে উঠেছি তাই—

তারাঠাকুর : তাই—ধর্ম মতে অবসর নিয়ে কিছুদিন কাশি যেয়ে বেড়িয়ে আসুন।

অজিত : তাই বলছিলাম কি তুমি এসব দায়িত্ব বুঝে নিয়ে আমাকে—

রাজকুমার : বাবা—

অজিত : হ্যা বাবা আর নয়, তোমাদের মত এমন বয়সে আমাকে জমিদারীর দায়িত্ব নিতে হয়েছিলো। আমি আশা করবো, তুমি আমার যোগ্য সন্তান হিসাবে আমার কথার অবাধ্য হবে না। কিন্তু বাবা প্রজারা চিরদিনই রাজার কাছে হাত পাতবে, তবে মনে রাখবে সবাইয়ের মন খুশি করতে গেলে খাদ্য ভাণ্ডার শূণ্য হয়ে যাবে। তবে আমার আর বলবার কিছুই নেই তুমি অবুঝ নও একটু দেখে শুনে চলবে—

রাজকুমার: বাবা আশির্বাদ করো। যে দায়িত্ব তুমি আমার উপর তুলে দিলে তা যেন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি—

তারাঠাকুর: গোবিন্দ হে—ওগো দীনবন্ধু তুমি বড় কুমারের মঙ্গল করো।

অজিত: আর হ্যা তোমাকে বলতে ভুলেই গেছিলাম নায়েব মশাইকে আমি অত্যান্ত বিশ্বাস করতাম কিন্তু এমনি বিশ্বাসের ঘরে যে উনি এমন অবিশ্বাসের কাজ করবেন তা আমি ভাবতেও পারিনি—

রাজকুমার: কি করেছে বাবা—

অজিত: এক লক্ষ টাকা দিয়েছিলাম তার কাছে। সেদিন শুনলাম—উনি বললেন তার কাছে নাকি মাত্র দশ হাজার টাকা আছে আমি বুঝতে পারছিনা এতগুলো টাকা কোথায় গেল।

তারাঠাকুর: এ টাকার সঠিক হিসাব ঠিকই রাজকুমার করবেন জমিদার বাবু—।

অজিত: হ্যা বাবা, এর একটা ফাইনাল হিসাব তুমি করবে।

রাজকুমার: হ্যা বাবা এর হিসাব আমি নেবো।

অজিত: শুধু হিসাব নয়, টাকাগুলি নিয়ে নেবো।

রাজকুমার: তোমার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো বাবা—

অজিত: হ্যা আমি তোমার সুষ্ঠু কার্য-কলাপের জন্য কাশী বসে আশির্বাদ করবো—যাই বাবা— (প্রস্থান)

তারাঠাকুর : ওহে লক্ষী স্বরস্বতী, তুমি নতুন জমিদারের ঘরে নতুন সাজে প্রবেশ করো—গোবিন্দ হে—তোমার কৃপার শেষ নেই—ওগো দীনবন্ধু তুমি রাজকুমারের মঙ্গল করো— (প্রস্থান)

রাজকুমার : হে ভগবান, তুমি আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করলে তা যেন সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি—তোমার সৃষ্টি মানব যেন আর ক্ষুধার যন্ত্রনায় ডুকরে না কাঁদে ওদের তুমি ক্ষমা করো প্রভু—প্রজাদের তুমি শান্তিতে রাখো—আমি আজ রাজা, আমি শুধু তোমার কাছে আজ এইটুকু চাইবো—আমার প্রজা যেন কষ্টে না থাকে—

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, রাজকুমার রাজা হয়েছে কি আনন্দ—কি আনন্দ—আমাদের—

রাজকুমার : আছালত সরদার—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—

রাজকুমার : সারা হিজল ডাঙ্গাতে ঢেড়া পিটিয়ে দাও—পুর্বের যত বকেয়া খাজনা ছিলো জমিদার তা সব মাফ করে দিয়েছে আর নতুন খাজনা কেউ এখন দেবেনা—ধান উঠলে তখন বিবেচনা করা যাবে—আরও বলবে কারও যদি কোন অভিযোগ থাকে—তবে সরাসরি জমিদার বাড়ীতে এসে বলবে—

আছালত : খাজনা মাফ করে দিলে জমিদারী চলবে কিসে বড়কুমার—

রাজকুমার : সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবেনা অপদার্থ—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই ত—ত—ত—

রাজকুমার : তবে—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—আমার বেতন কমে যাবে নাতো —

রাজকুমার : শুধু বেতন কেনো—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই কিন্তু—

রাজকুমার : তোমার চাকরিটাই চলে যাবে—

আছালত : অ্যা—চাকরি—বলতে কোন বাধা নেই—দোহাই বড় কুমার আমার চাকরিটা যেন না যায়—

রাজকুমার : জমিদার বাড়ীতে কোন লাঠিয়ালের—প্রয়োজন নেই প্রজারা জমিদারের লাঠিয়াল—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—

(গীতার প্রবেশ)

গীতা : তুমি ভিতরে যাও সরদার—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—আ—মি—

রাজকুমার : নায়েবকে পাঠিয়ে দেবে যাও—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—নায়েব মশাইতো আফসে নেই—

রাজকুমার : নেই কেনো ?

আছালত: বলতে কোন বাধা নেই—ছেলেটা জেলে যাবার পর
উনি তেমন অফিসে আসেন না আর—

রাজকুমার: আর—

আছালত: মানুষের কাছে বলে বেড়াচ্ছে চাকরি আর করবোনা—

রাজকুমার: ঠিক আছে, আমি নায়েবের বাড়ী যেয়ে হিসাবটা করবো, ভেবেছে এক লক্ষ টাকা মেরে দিয়ে আর চাকরি করবোনা—সে আশা তোমার মিথ্যে, নায়েব সে আশা—

আছালত: বলতে কোন বাধা নেই—আমি যাই জমিদার বাবু।

(প্রস্থান)

গীতা: জমিদারী পেয়ে আমাকে ভুলে গেলে নাকি?

রাজকুমার: তার মানে?

গীতা: আজ সারাদিন টাইতো বাইরে কাটালে—

রাজকুমার: কর্তব্য পালনেই বাইরে থাকতে হয়েছে গীতা। তা-ছাড়া দেখছোনা, এমনই একটা মুহূর্তে বাবা আমার উপর জমিদারীটা চাপিয়ে দিলেন—যে আমি কি করবো তার কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনা, প্রজাদের বিদ্রহ এদিকে আবার নায়েব একলক্ষ টাকা নিয়ে ঠিকমত অফিসে আসছেনা এখন বলো—

গীতা: না যদি পারবে তবে নিতে গেলে কেনো?

রাজকুমার: গুরুজনের কথার যে অবাধ্য হতে পারি না। বাবা যে গুরুজন তার আদেশ যে আমাকে পালন করতেই হবে—

গীতার: ধৈর্য ধরো কুমার, সব ঠিক হয়ে যাবে—কিছুটা দিন একটু উল্টা-পাল্টা মনে হবে—পরে সব ঠিক হয়ে যাবে—

রাজকুমার : হ্যা গীতা, তবে সব সময়—

গীতা : যাও ঠাট্টা করতে হবে না—

রাজকুমার : আমি কথা বললেই তো—(জড়িয়ে ধরতে যায়) ।

গীতা : চারিদিকে ভর্তি লোক, তুমি সরো লোকে দেখবে তো—

রাজকুমার : লোকে দেখলে আর সম্মান নষ্ট হবে না—কারণ
তুমি যে আমার বউ, মানে স্ত্রী—

গীতা : হয়েছে, হয়েছে—

রাজকুমার : হয়েছে মানে—

গীতা : বলছি সারাদিন তো জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত ছিলে এখন
বিশ্রাম করবে চলো—

রাজকুমার : হ্যা, চলো— (উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(হাতে একটা খাতা মঞ্চে এসে ঠাকুর পাঠ করবে)

তারাঠাকুর : ছুটিলো সপ্তডিঙ্গা চিত্রা নদী দিয়ে—
দেখিলো হাজার লোক কূলেতে দাড়ায়ে,
গান করে বাদ্য করে যত মাঝি মাল্লা—
কিতাব পড়ে পুথি পড়ে চাচা ছলিমুল্লা ।
জারিগানে আজগার আলী ধুয়া গানে কাজি—
ভাটিয়ালী গাইতে পারে মুন্সিপাড়ার গাজী,
গাইলো সবে একে একে মারলো জারিটান
শেষ করিল সোহরাব রোস্তম হাসানের বিষপান ।

(আছালতের প্রবেশ)

আহালত : বলতে কোন বাধা নেই ঠাকুর, এত সুন্দর কবিতার বই আপনি কোথায় পেলেন ?

তারাঠাকুর : গোবরে পদ্মফুল আছালত গোবরে পদ্ম ফুল যার বাবার সাথে কথা বলিনে শরমে তার ছেলে বলে দাদু তামাক খেয়ে যাও ।

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, পড়োনা ঠাকুর গীতা পাঠ সত্যি আমার ভাল লাগে, আচ্ছা ঠাকুর তোমাদের গীতা তো গানের মত সুর দিয়ে তৈরি খুব সুন্দর— আবার বলো ঠাকুর—

তারাঠাকুর : গীতা, মহাভারত, রামায়ন কিছুই না আছালত এটা হলো মানুষকে ধ্বংশ করার কবিতা আমি একটু পড়ি তুমি শোনো পড়লে সব বুঝতে পারবে ।

(কয়েক পাতা উল্টিয়ে ঠাকুর পড়তে থাকে)

আগে পিছে সপ্ত সখি
মধ্যে চলে কন্যা
সারা গায়ে ছুটছে রূপ
শ্রাবণ মাসের বন্যা
স্নান করিবার লাগি কন্যা
নদীর ঘাটে যায়
নদীর ঘাটে সপ্ত ডিঙ্গা
দেখিবারে পায়
থমকে দাড়ায় রাজকন্যা
ঘুমটা নিলো টানি
সপ্ত ডিঙ্গায় বসে কেবা
গায়ে ঢালে পানি
তার রূপেতে চারিদিক
হয়ে গেছে আলো
সখিগণকে জিজ্ঞাসিল
কে আমারে বলো—

আছালত : এত সুন্দর বই, কোন দোকান থেকে কিনেছ ঠাকুর এত সুন্দর আর হয় না—

তারাঠাকুর : রাম্ রাম্ রাম্ এত বড় খারাপ বইকে তুমি সুন্দর বলছো ?

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত : নিশিকান্তকে খবর দেওয়া হয়েছিল ঠাকুর ?

তারাঠাকুর : আজ্ঞে দিয়েছিলাম—

অজিত : কতদিন গত হয়ে গেল খেয়াল আছে ? আমাকে অপমান করবার যদি ইচ্ছা আপনাদের মনে ছিলো তবে আগে বললেই তো পারতেন।

তারাঠাকুর : আজ্ঞে আপনি—

অজিত : হ্যা ঠাকুর নিশিকান্তকে তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সব জানিয়ে দেওয়া সত্বেও কেনো সে—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ. মেয়েটা আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হচ্ছেনা—

অজিত : (ধমক দিয়া) আছালত—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ—

তারাঠাকুর : আমি আজই যাবো নিশিকান্তর বাড়ী, নিশিকান্তকে আমি শেষ বারের মত জানিয়ে আসবো তার মেয়ে হিন্দু সমাজে বিয়ে দিতে পারবেনা—

অজিত : তাহলে—

তারাঠাকুর : আপনি কিছু ভাববেন না জমিদার বাবু, আপনার সাথে বিয়ের ব্যাপারে দরকার হলে ধর্মটা একটু এদিক সেদিক করে দিতে পারবো।

অজিত: তা না হলে যে মান সম্মান থাকবেনা ঠাকুর মেয়েটাকে ঘরে এনে উচিৎ শিক্ষা না দিতে পারলে যে আমার মান সম্মান রাস্তার ধুলোর চেয়েও অপদার্থ।

আছালত: বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ ঐ ছুকড়িটা যে নতুবা মাথায় উঠে বসবে। বিয়ে আপনাকে করতেই হবে মহারাজ—

অজিত: হ্যা আছালত, বিয়ে আমাকে করতেই হবে। হ্যা তারপর ঠাকুর আপনার হাতে ওটা কি?

তারাঠাকুর: কাব্য গ্রন্থ জমিদার বাবু কাব্য গ্রন্থ—

অজিত: কাব্য গ্রন্থ—

তারাঠাকুর: হ্যা—

অজিত: কাব্য গ্রন্থ আপনার কাছে?

তারাঠাকুর: অবাক হবেন না জমিদার বাবু অবাক হবেন না। পুলিশ যাকে তন্ন তন্ন করে খুজছে। একজন ফেরারী আসামী, গাঁয়ের লোকে দেখলে ঘৃন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয়—সে আবার বই লিখেছে—

অজিত: কে ঠাকুর—

তারাঠাকুর: ঐ যে আসাদ এটাতো আমাদের নিজের লেখা বই, তাই তো সখ করে নিয়ে এলাম—

অজিত: ঐ ছোট লোকটা আবার বই লিখিছে, কি নাম দিয়েছে বইটার?

তারাঠাকুর: নামটা বড় চমৎকার বাবু "কাজলা মতির ঘাট"—

অজিত: দেখি বইটা (হাতে নিল)। যে পরের বাড়ী চেয়ে চিন্তে খায় সে টাকা পেল কোথায় বই ছাপাতে—

তারাঠাকুর : আপনি বুঝবেন না জমিদার বাবু ঐ যে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার নাকি টাকা লোন্ দিয়েছে—

অজিত : হ্যা বুঝেছি ঐ বাপের ভিটা বন্ধক দিয়ে লোন্ নিয়েছে কিন্তু ম্যানেজার—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ—আপনি যাদের টাকা দিতে নিষেধ করেছেন তাদেরও ম্যানেজার টাকা দিচ্ছে আপনার কথা সে কিছুই শোনেনা।

অজিত : ঠাকুর ম্যানেজারকে বদলী করতে হবে গরীবদের জন্য সে বেশী উঠে পড়ে লেগেছে এভাবে ঋণ দিলে গরীবরা কি আমার কাছে আসবে—জমি বিক্রি করতে—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, ম্যানেজারের লক্ষণ বেশী ভাল না, আরও নোয়াখালীর মুসলমান আবার শুনলাম হরিশপুরে বিয়ে করবার জন্য নাকি পাগল হয়ে পড়েছে—

তারাঠাকুর : আপনি অনেক পরিশ্রম করে ব্যাঙ্ক এনেছেন কিন্তু সেই ব্যাঙ্কের ম্যানেজারই আজ আপনার বিরুদ্ধে তাই আমরা সবাই দরখাস্ত করে ম্যানেজারকে বদলী করাতে হবে—।

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, আমাকে দেখতেই পারেনা মহারাজ, বড় বড় চোখ আমার দিকে কেমন করে তাকিয়ে থাকে—

অজিতঃ বইটা যে লিখলো এই বই বাজারে বেরলে যে ছোট লোকটা বড় হয়ে যাবে—আমি বুঝতে পারছিনা ঠাকুর একটা চোর বদমায়েশ কি করে বই লিখলো। আমার—

আছালতঃ মিছে কথা মহারাজ, মিছে কথা বলতে কোন বাধা নেই সেদিন ও দেখেছি স্কুল থেকে ফিরবার পথে জগা মণ্ডলের গাছের নারকেল চুরি করে খেয়েছে আর আজ—

অজিতঃ স্কুলে কোনদিন খারাপ ছাড়া ভাল নাম যার নেই—। একটা পাগল ছিলো সে

তারাঠাকুরঃ পাগলরাইতো মানুষকে অবাক করিয়া দেয় জমিদার বাবু, এরিষ্টল বলেছেন পাগলামীর সংমিশ্রন ছাড়া কোন প্রতিভাই বড় হতে পারেনা। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের চেয়ে বড় পাগল ছিলো, স্কুলে কোনদিন ঠিকমত যায়নি, সারাদিন গান বাজনা নিয়ে পড়ে থাকতো কিন্তু কে জানতো এই ছেলে একদিন সাড়া বাংলাকে অবাক করিয়ে দেবে

অজিতঃ অবাক যাতে না করতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে ঠাকুর—আমি বইটা বিক্রি যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাই করছি আর আপনি নিশিকান্তর বাড়ী এখনই গিয়ে সব ঠিক করে আসবেন।

আছালতঃ বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, আমরা আজই সব ব্যবস্থা করবো কিন্তু একটা কথা মহারাজ—

অজিতঃ কি কথা আছালত

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই বড় কুমার বলছে রাজবাড়ীতে কোন লাঠিয়ালেরা থাকবেনা—তাই আমার চাকরী—

অজিত : ধীরে আছালত ধীরে, ফাঁদ পেতেছি ইঁদুরও বাধবে সিংহটাও মরবে তুমি দেখে নিও আছালত মাত্র একটা সপ্তাহের মধ্যে কি ঘটে যায়। তুমি যেনে রেখো আমি অপমানকে সহ্য করবো না,—করবো না।

(প্রস্থান)

তারাঠাকুর : চলো আছালত, আমরা নিশিকান্তকে ব্যাপারট—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—ঠাকুর—মেয়েটা কিন্তু খুব গরম আবার মারধর না করে—

তারাঠাকুর : আরে চলো—পরে দেখবো—

(উভয়ের প্রস্থান)

৩য় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

—০—

(জমিদার বাড়ী, অজিতের প্রবেশ)

অজিত : মাত্র সাতদিন হলো জমিদারী আমি বড় ছেলের উপর চাপিয়ে দিয়েছি তার মধ্যে ঘটে গেল এমন একটা কাণ্ড, উঃ—এখন আমি কি করবো, এখন সারা বাড়ী পুলিশ এসে ঘেরাও করবে তারপর আমাকে সহ ওরা জমিদারকে হাজতে পুরবে—বলি যদি জমিদারী চালাতে না পারবি তবে কেনো নিতে গেলি—

(তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু কি আছেন—

অজিত : হ্যা—ঠাকুর আসুন আসুন

তারাঠাকুর : না এসে কি পারি, এখনই হয়তো পুলিশ আসবে সাক্ষী দিতে হবেনা।

অজিত : হ্যা ঠাকুর, যে ভাবে শিখিয়ে দিয়েছি সেই ভাবে কাজ করতে হবে ছেলে বলে আমি তাকে ক্ষমা করবো না, ওকে হাজতে দিতে না পারলে নিশিকান্তর মেয়েকে কিছুতেই আমি বিয়ে করতে পারবো না বলি—সাধে কি আর বলে—

তারাঠাকুরঃ গবিন্দ হে—ওগো দীনবন্ধু,—তা জমিদার বাবুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায়না, তা—গুলিটা কে করলো জমিদার বাবু—?

অজিতঃ আস্তে ঠাকুর আস্তে, দেওয়ালেরও কান আছে কেউ শুনে ফেলবে, কাজটা আমি নিজেই করে ফেলেছি—

(দারোগার প্রবেশ)

দারোগাঃ জমিদার বাবু কি বাড়ীতে আছেন?

অজিতঃ আসুন আসুন দারোগা বাবু আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন—

দারোগাঃ শুধু আমি নই, নায়েবের বাড়ীতে অসংখ্য পুলিশের ভীড়—তা আপনি দেখেছেন আপনার নায়েবকে —?

অজিতঃ হ্যা সকালেই দেখে এসে আছালতকে থানায় পাঠিয়েছিলাম—

দারোগাঃ সে তো আপনাদেরই নায়েব, সুখে দুঃখে আপনারাই তাকে দেখবেন, কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছিনা জমিদার বাবু এই নীরিহ লোকটাকে কে হত্যা করলো।

অজিতঃ আমিও তাই ভাবছি দারোগা বাবু—

দারোগাঃ আমি সারা হিজল ডাঙ্গাতে জেনে দেখেছি তার কোন শত্রু নেই, শত্রু মিত্র সবই জমিদার পরিবারের লোক এখন বলুন আমি এ মুহূর্তে কি করতে পারি—

অজিতঃ কি বলবো দারোগা বাবু, দুঃখে আমার অন্তরটা ফেটে যাচ্ছে,—এত বড়বিশ্বাসী নায়েব আর আমি কোন দিন পাবোনা—। তার গুনের কথা বলে আর শেষ করা

যায় না, সে কোনদিন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনি —আর—

দারোগা : আর কি জমিদার বাবু—

অজিত : আমি জমিদার ছেড়ে দেওয়ার পর সে খুব দুঃখ করে বললো —কাজটা আপনি ভালো করলেন না —!

দারোগা : আপনি জমিদারী ছেড়ে দিয়েছেন ?

অজিত : আজ এক সপ্তাহের উপরে হলো—

দারোগা : কাকে দিয়েছেন- ?

অজিত : ঐ যে বড় ছেলে—জমিদারীর জন্য একবার আমার বাড়ী থেকে বৌ নিয়ে বের হয়ে গেল—তারপর শুরু করলো আমার বিরুদ্ধে বিদ্রহ—আমি বুঝলাম এত ঝামেলার প্রয়োজন কি—যাক বাবা দিয়ে দিলাম রাজত্ব এক সপ্তাহ হতে না হতেই আমার নায়েব গুলি খেয়ে মরলো, আর এক সপ্তাহে হয়তো আমাকেও মরতে হবে—

দারোগা : আপনি কি নায়েবের কাছে কোন টাকা পয়সা পাবেন ?

অজিত : না, নায়েবই আমার কাছে হাজার পচিশেক টাকা জমি বিক্রি করে জমা রেখেছিলেন—

দারোগা : জমিদারী ছেলেকে দেওয়ার সময় কি এ টাকার কথা আপনি আপনার ছেলেকে বলেছিলেন ?

অজিত : হ্যা আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি—

দারোগা : তারপর কি বললো—

অজিত : বললো নায়েবের ছেলে মেয়ে নেই—এত টাকা দিয়ে সে কি করবে তার চেয়ে যে কয়দিন বাচে জমিদার বাড়ীতে থাকবে খাবে

দারোগা : আমার কাছে রহস্যটা কেমন যেন লাগছে

তারাঠাকুর। জমিদার বাবু

অজিত : কি ঠাকুর

তারাঠাকুর : আমি কুলের ব্রাহ্মণ, এত বড় সত্যকে মিথ্যা বলতে পারবোনা।

দারোগা : কি ব্যাপার ঠাকুর— ?

তারাঠাকুর : গতকাল বিকালে রাজকুমারের সাথে টাকা নিয়ে বিরাট ঝগড়া হয়েছে নায়েবের

দারোগা : তারপর

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু

অজিত : আমি জমিদার, ছেলে বলে কিছু গোপন করবো না, যা দেখেছেন তাই বলে দিন

তারাঠাকুর : তাইতো জলজ্যান্ত সত্যকে মিথ্যা করতে পারছি না—গবিন্দ হে তুমি এ কি দেখালে আমায়

দারোগা : ঠাকুর কি

তারাঠাকুর : রাত একটার দিকে ঠাকুর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে দেখি রাজকুমারের হাতে পিস্তল সোজা গেট খুলে বাইরে চলে গেল

অজিত : ঠাকুর

তারাঠাকুর : হ্যা জমিদার বাবু আমি যা দেখেছি তার মিথ্যা বলতে পারবোনা।

অজিত : এ তুমি কি বলছো ঠাকুর

তারাঠাকুর : নিজের চক্ষে যা দেখেছি জমিদার বাবু

অজিত : তাহলে রাজকুমার

দারোগা : হ্যা, রাজকুমার খুন করেছে নায়েবকে—

অজিত : আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা

দারোগা : ছেলে বলে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে—কিন্তু এই ব্রাহ্মন ধর্মের দিকে তাকিয়ে সত্য কথা নির্ভয়ে বলে দিয়েছে—

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে—তুমি আমায় ক্ষমা করো দীনবন্ধু ।

অজিত : দারোগা বাবু—

দারোগা : আর কি বলতে চান জমিদার বাবু, ঠাকুরতো আর মিথ্যা বলছেনা এমুহূর্তে—

অজিত : ঠাকুর কোনদিন মিথ্যা কথা বলেনা এপ্রমান আমি— বহুবার পেয়েছি—

দারোগা : তাহলে আপনি কি বলতে চান—

অজিত : আপনি যা ভাল বুঝেন তাই করবেন—কারণ পাপ কোন দিন বাপকেও ক্ষমা করেনা, ছেলে হলেও আইনের কাছে সে দোষী। পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে—ভগবান তুমি এদৃশ্য দেখাবার আগে আমায় স্বর্গে নিলেনা কেন ঠাকুর—।

দারোগা : জানি আপনি একজন আদর্শবাদী জমিদার—তাই ছেলের জন্য আপনার এতটুকু অনুগ্রহ নেই কিন্তু আমি এটুকু করতে পারি, ঠাকুর যদি সাক্ষী একটু এদিক সেদিক করে দেয় তবে—

তারাঠাকুর : রাম্ রাম্ রাম্ যে মিথ্যে কথা আমি জীবনে বলিনি তাই বলতে হবে—গবিন্দ হে—তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু—

দারোগা : তাহলে আপনার ছেলের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যাবে।

অজিত : দারোগা বাবু—

দারোগা : কি করতে পারি বলুন—

অজিত : ঠিক আছে ঐ পাজি সন্তানের জন্য আমার এতটুকু দয়া-মায়া নেই আইন আদালতের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারবোনা।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার : বাবা—ওবাবা—নায়েব যে এখনো মেঝের উপর পড়ে আছে—পুলিশ নাকি আসবে

অজিত : বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার সামনে থেকে—তোর জন্য আজ আমার বংশ খুনি আসামীর পরিচয় পেলো।

রাজকুমার : কি বলছো বাবা—

দারোগা : ঠিকই বলছে—রাত্রে নায়েবকে কে গুলি করে হত্যা করেছে—

রাজকুমার : তা আমি কি করে বলবো—

দারোগা : নায়েবের সাথে গতকাল দিনে কখনো ঝগড়া হয়েছিল—

রাজকুমার : হয়েছিলো, তার কাছে আমরা একলক্ষ টাকা পেতাম তাই অস্বিকার করেছিলো বলে—।

দারোগা : তার কাছে টাকা পেতেন না সে আপনাদের কাছে টাকা পেত—

রাজকুমার : বাবা বললো, টাকা আমরা পাবো, কে— পাবে আর না পাবে সেটাতো বাবাই ভাল করে জানে—

অজিত : ছেলেটাতো জেলে যাওয়ার আগে পঁচিশ হাজার টাকা আমাদের কাছে জমা রেখেছিল সে কথা তোমাকে বলেছিলাম—?

দারোগা : আর সেই টাকা নায়েব আপনার কাছে দাবী করবে বলে তাকে নির্মম ভাবে হত্যা করলেন তাইনা ?

রাজকুমার : আপনি কি বলছেন দারোগা বাবু—

দারোগা : ঠিকই বলছি সত্য কোনদিন চাপা থাকেনা—আইনত আপনি দোষী, আপনাকে আমরা বন্দি করলাম।

রাজকুমার : দারোগা বাবু—

দারোগা : পরে নির্দোষী হলে খালাস পেয়ে যাবেন চলুন—

রাজকুমার : বাবা—

অজিত : কি বলবো বাবা তোমাকে তারা সন্দেহ করেছে, আমি বেঁচে থাকতে একদিন ও তোমাকে হাজতে রাখতে পারবেনা তুমি

রাজকুমার : বাবা—

অজিত : হ্যা বাবা—তোমার জন্য আমার বুকটা ফেটে যাচ্ছে কিন্তু দারোগা বাবু নাকি কোথা থেকে শুনে এসেছো তুমি

রাজকুমার : কি শুনেছেন তিনি

অজিত : তুমি নাকি নায়েবকে খুন করেছো

রাজকুমার : বাবা

দারোগা : আর চীৎকার নয় বলুন

রাজকুমার : ষড়যন্ত্র, মস্ত বড় এক ষড়যন্ত্রের শিকার আমি—, তোমার যদি এই ইচ্ছায় ছিলো বাবা—তবে কেনো আমাকে আতুড় ঘরে গলা টিপে হত্যা করলে না

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে তুমি ক্ষমা করো প্রভু—

রাজকুমার : আমি যাচ্ছি বাবা—। তোমাদের সাজানো চক্রান্তে আজ আমি খুনি আসামী কিন্তু এই পাপকে কোন দিন ভগবান মেনে নিতে পারবে না, আমি আবার ফিরে আসবো এই হিজল ডাঙ্গায় সেইদিন দেখিয়ে দেবো রাজকুমার জমিদারের যোগ্য সন্তান—

দারোগা : আর দেরী নয় রাজকুমার—

রাজকুমার : হ্যা দারোগা বাবু—যাবার আগে আমি আমার গীতার সাথে একটু কথা বলে যাই গীতা—গীতা—

(দৌড়ে গীতার প্রবেশ)

গীতা : কি হলো ডাকছো কেনো ?

রাজকুমার : গীতা, আমি চলে যাচ্ছি— কবে ফিরবো জানিনা তবে তোমাকে বলে যাচ্ছি আমি চলেগেলে তুমি এক মিনিটও এ বাড়ীতে থেকোনা—। যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যেও এই নরকে থাকলে তোমার সতিত্বের অবমাননা হবে তুমি চলে যেও গীতা তুমি চলে যেও

গীতা : এ তুমি কি বলেছো স্বামী

রাজকুমার : ঠিকই বলেছি—আমি নায়েবকে খুন করেছি বলে পুলিশ আমাকে বন্দি করেছে আমাকে এখনই হাজতে যেতে হবে

গীতা : স্বামী

রাজকুমার ঃ কেঁদোনা গীতা, ভগবানকে ডাকো ভগবান কোন দিন ঐ শয়তানদের অবিচার নীরবে সহ্য করবেনা।

গীতা ঃ তুমি যেওনা কুমার।

রাজকুমার ঃ না যে উপায় নেই গীতা, আমি যে ওদের হাতে বন্দি।

গীতা ঃ বাবা তুমি ওকে যেতে দিওনা বাবা।

অজিত ঃ আমি কি করবো মা।

রাজকুমার ঃ খবরদার, আমার বৌকে তুমি আর কখনো মা বলে ডাকবেনা তোমার মা আর বাবা ডাক শুনে আমরা হিজল ডাঙ্গার প্রজাদের ফেলে তোমার কাছে ছুটে এসেছিলাম তার বিনিময়ে যা পেলাম তা যোগ্য পিতার যোগ্য পুরস্কার।

দারোগা ঃ চলুন রাজকুমার।

রাজকুমার ঃ হ্যা দারোগা বাবু চলুন।

গীতা ঃ ওগো যাবার আগে একবার পদধুলি দিয়ে যাও আমি ভগবানের কাছে অশিবাদ করি যেন তুমি অচিরেই আমার কাছে ফিরে এসো আর আমি আজই চলে যাবো এ গ্রাম ছেড়ে মিশে যাবো সর্বহারাদের সাথে

(পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে)

রাজকুমার ঃ হ্যা গীতা তাই করবে যাই গীতা যা-যা-যা-ই

গীতা ঃ যাই বলতে নেই বলো আসি

(রাজকুমার ও দারোগা প্রস্থান)

ভোরাঠাকুর ঃ গবিন্দ হে এ তুমি কি করলে ঠাকুর

গীতা : বাবা আমি চলে যাচ্ছি যদি কোন অন্যায় করে থাকি তবে ক্ষমা করে দিও

অজিত : কোথায়ই যাবে তুমি

গীতা : স্বামীর কথা মত যে দিকে দুচোখ যায়

অজিত : জমিদার বাড়ীর বৌ জমিদার বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে তা হতে পারেনা

গীতা : বাবা

অজিত : আর বাবা নয়। তোমাদের দিয়ে এক দণ্ড আমার বিশ্বাস নেই, ঠাকুর এই নর্তকীকে হল ঘরে ঢুকিয়ে বাহির থেকে তালা মেরে রাখবেন

গীতা : বাবা

অজিত : ফের বাবা যাও ঠাকুরের সাথে যাও যান ঠাকুর যা বললাম

গীতা : এই কি আপনার মনে ছিলো বাবা

অজিত : মনে কি ছিলো আর না ছিলো সে কথা তোমাকে বলতে হবে না যাও ঠাকুরের সাথে যাও।

গীতা : আমি যাবোনা

অজিত : তোর বাপ চিত্ত ঠাকুর যাবে নর্তকী

তারাঠাকুর : চল্ চল্ শালি (গীতার হাত ধরে)

গীতা : বাচাঁও আমাকে বাচাঁও

অজিত : কেউ তোমাকে রক্ষা করবেনা, নিয়ে যান ঠাকুর দিনে একবার পোড়া রুটি খেতে দেবেন সকালে আর বিকালে বেত মারা হবে দেখিয়ে দিতে হবে জমিদার বাড়ীর পুত্র বধু হওয়া কত বড় অন্যায়। জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রহ করার কি যন্ত্র না—

তারাঠাকুর : চল্ চল্ শালি (টানতে টানতে)

(তারাঠাকুর ও গীতার প্রস্থান)

অজিত : বলেছিলাম না কেবল নাটক শুরু, শেষ হতে এখনো অনেক দেরী। জমিদারীটা দিয়ে কিভাবে হাজতে পাঠিয়ে দিলাম। নায়েব, তোমার ছেলের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে চাওনি তার ফল তুমি পেয়ে গেলে তোমার পূর্বের সাক্ষী বহাল রেখে আদালত তোমার ছেলের বিচার করবে আর তোমার খুনের বিচার হবে তারাঠাকুরের সাক্ষীতে তোমার পুত্রের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড—হা—হা—হা—।

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিশিকান্তের বাড়ী (নিশিকান্তের প্রবেশ)

নিশিকান্ত : জানিনা ভগবান আমাকে নিয়ে কেনো এমন উপহাস করছে, কি দোষ আমি তোমার কাছে করেছিলাম ভগবান—যে তুমি আজ আমাকে এমনি ভাবে বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছ, ঘরে বিয়ের উপযুক্ত মেয়ে বিয়ে দেওয়া একান্ত কর্তব্য এ মুহূর্তে—

(তারাঠাকুর ও আছালতের প্রবেশ)

তারাঠাকুর : এ মুহূর্তে আমরাও এসে গেছি নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত : কে ঠাকুর, আসুন আসুন—

তারাঠাকুর : আর বলতে হবেনা, না বললেও আসবো।

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই তা কেমন আছেন আপনি।

নিশিকান্ত ঃ কাকে—আমাকে বলছো ?

আছালত ঃ না—ঐ যে বসে ঢোল বাজাচ্ছে তাকে বলছি।

নিশিকান্ত ঃ ভাল আর কৈ—না খেতে খেতে শরীরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

তারাঠাকুর ঃ নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত ঃ বলুন ঠাকুর।

তারাঠাকুর ঃ আমরা কি জন্য এসেছি তা হয়তো তোমার আর বুঝতে বাকী নেই।

নিশিকান্ত ঃ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ঠাকুর।

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই—একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিন—বুড়ো মানুষ তো কানে মনে হয় কম শোনে।

নিশিকান্ত ঃ আছালত।

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই, জমিদারের সাথে যে কথা দিয়ে এসেছিলে সে কাজের কি করেছ ? পাঁচ দিনের পরিবর্তে তো এক মাস হতে চললো—বলতে কোন বাধা নেই, জমিদার ভাল মানুষের বাচ্চা বলে নীরবে এ অপমান হজম করে যাচ্ছে, নতুবা—

নিশিকান্ত ঃ নতুবা কি ?

তারাঠাকুর ঃ এ গ্রাম থেকে ঘাড় ধরে বে করে দিত।

নিশিকান্ত ঃ ঠাকুর—

তারাঠাকুর ঃ হ্যাঁ, নিশিকান্ত, তুমি জমিদারের সাথে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি করেও এখনো মেয়ে বিয়ে দিচ্ছ না।

নিশিকান্ত: ঠাকুর—

তারাঠাকুর: হ্যাঁ, আমি কেনো, এ প্রতিশ্রুতির কথা সারা হিজল ডাঙ্গার লোকেই জানে।

নিশিকান্ত: আমি কোনদিন এ কথা বলিনি ঠাকুর।

তারাঠাকুর: তাহলে তুমি বলতে চাও আমরা মিথ্যা কথা বলছি।

নিশিকান্ত: আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ঠাকুর—কেনো আমার বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্র।

তারাঠাকুর: ষড়যন্ত্র নয় বলে সব শান্ত, কথা যখন দিয়েছো তখন বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে।

নিশিকান্ত: কে বলেছে আমি কথা দিয়েছি।

তারাঠাকুর: আমি তার প্রধান সাক্ষী।

নিশিকান্ত: ঠাকুর—

তারাঠাকুর: আশ্চর্য হয়োনা নিশিকান্ত—যা হবার তাই হবে কথা যখন দিয়েছো তখন আর চিন্তা ভাবনা না করে শুভ কাজটা সেরে ফেলো নিজের পেটে দুটো ভাত যাবে আর তোমার মেয়েটাও দুটো ভাল খেয়ে ভাল দেয়ে ভাল পরে জীবনটাকে সুখে কাটিয়ে দেবে।

নিশিকান্ত: আর যদি বিয়ে না দেই—

তারাঠাকুর: বিয়ে তোমাকে দিতেই হবে নিশিকান্ত।

আছালত: না দিলে তোমাকে হাজতে পুরে তোমার মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে জমিদারের সাথে বিয়ে দিবো।

নিশিকান্ত: আছালত—

আছালত: বলতে কোন বাধা নেই।

তারাঠাকুর: বিয়ে না দিলে তোমার ঘর বাড়ী এমনকি বাস্তু ভিটাটাও থাকবেনা এ কথা তুমি ভেবে দেখেছো নিশিকান্ত ?

নিশিকান্ত: ঠাকুর এত বড় অবিচার আপনারা করবেন না।

তারাঠাকুর: কিন্তু তুমি এই সহজ কথাটাকে কেনো মেনে নিতে পারছোনা নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত: বুঝবেন না ঠাকুর বুঝবেন না। সন্তান যার আছে সেই বোঝে সন্তানের কর্তব,—আমি পারবোনা ঠাকুর আমি পারবোনা।

আছালত: বলতে কোন বাধা নেই নইলে— (তপতীর প্রবেশ)

তপতী: নইলে কি—

তারাঠাকুর: বিয়ে হবে।

তপতী: কার বিয়ে ?

তারাঠাকুর: কেনো সে কথা এখনও শোননি,—তোমার বাপ যে জমিদারের সাথে কথা দিয়েছে জমিদারের সাথে কথা দিয়েছে জমিদারের সাথে তোমার বিয়ে দেবে— কিন্তু আজ সে কথা অশ্বিকার করে কোন ফল হবে না নিশিকান্ত।

নিশিকান্ত: মিথ্যে কথা মা, মিথ্যে কথা এ কথা আমি কোন দিন বলিনি—

তারাঠাকুর: তাহলে আমরা মিথ্যে হয়ে গেলাম ?

তপতী: সত্যিই বা আপনারা কবে ছিলেন।

আছালত: তপতী ?

তপতী : নাম ধরে কথা বলতে কে তোমাকে হুকুম দিয়েছে।

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই—

তপতী : চুপ কর হারামজাদা, যা বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে।

নিশিকান্ত : মা ?

তপতী : কুকুরকে মুগুর দিয়ে তাড়াতে হয় বাবা।

তারাঠাকুর : অপমান—ঠিক আছে। আমরা চলে যাচ্ছি তবে শুনে রাখো নিশিকান্ত তোমার মেয়ের বিয়ে জমিদার ছাড়া আর কেও করবেনা। সে ব্যবস্থাও আমি করে ফেলেছি—

নিশিকান্ত : ভগবান তুমি আছো না গেছো আমি যে পাগল হয়ে যাবো।

আছালত : চলো ঠাকুর, আর হ্যা বলতে কোন বাধা নেই এক সপ্তাহের ভীতর এ বাড়ীতে বিয়ের শানাই বেজে উঠবে। কেও তা বন্দ করতে পারবেনা।

তারাঠাকুর : অপমানের প্রতিশোধ একদিন নিতেই হবে। গবিন্দ হে তুমি এর বিচার করো।

(তারাঠাকুর ও আছালতের প্রস্থান)

নিশিকান্ত : মাগো, একটু বিষ এনে দে আমি আর সইতে পারছিনা মা সইতে পারছিনা।

তপতী : কেদোনা বাবা—সইতে তোমাকে হবেই।

নিশিকান্ত : না মা আমি মরে গেলে যা হয় হবে তবু আমি চোখের সামনে এসব কিছুই দেখতে পারবোনা।

তপতী : তুমি কিছু ভেবোনা বাবা, ওরা আমাদের কিছুই

করতে পারবেনা। ভগবান চেয়ে চেয়ে সব অত্যাচার দেখছে শয়তানদের অবিচার কোনদিন সহ্য করবে না।

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ : ভগবান নেইরে তপতী ভগবান নেই—

তপতী : হাফিজ ভাই—

হাফিজ : হ্যা—। কেনোরে অবাক হয়ে গেলি নাকি ?

তপতী : কিন্তু—

হাফিজ : কিন্তু নয়রে তপতী, না খেয়ে আর সহ্য—করতে পারলাম না, তাই মোট বয়ে বেড়াচ্ছি—

নিশিকান্ত : হাফিজ—

হাফিজ : হ্যা কাকা, মোট বইছি কেঙ বলবেনা হাফিজ চোর, হাফিজ বিদ্রহী। পেটে ভাত নেই পরনে কাপড় ছিলোনা তাই বাধ্য হয়ে আমি মোট বইছি—

তপতী : ভালো খুব ভালো। একটা কাপুরুষের মত কথা। কেও পারলোনা ঐ শয়তানটার বিচার করতে আর আজ বলছো মোট বইছি—

হাফিজ : ওরে এত উত্তেজিত হসনে। খোদার বিচার আছে, দেখবি সব সমান হয়ে যাবে আর হাফিজ, হাফিজ সেদিন ঐ শয়তান গুলোকে রাস্তার কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে সেদিন দুরে নেই বোন সেদিন অতি নিকটে। যাই বোন—যা—।

তপতী : এখন যেতে পারবেনা।

হাফিজ : কেনো তপতী।

তপতী : মুখটা দেখে মনে হচ্ছে আজ সারাদিন কিছুই খাওনি চলো দুটো মুখে দিয়ে যাবে।

হাফিজ : না বোন আমি যাই আমার অনেক কাজ এখনি নারিকেল বাড়ীয়া বাজারে বাস্ আসবে, বাস থেকে অনেক মাল পত্র নামাতে হবে— আমি।

নিশিকান্ত : বেশী দেরী হবে না বাবা।

হাফিজ : ঘরে বৃদ্ধ মা আমার অপেক্ষায় বসে আছে চাউল নিয়ে গেলে তারপর খাওয়া হবে—।

তপতী : হাফিজ ভাই—

হাফিজ : কি ?

তপতী : ভাইজানকে অনেকদিন দেখিনা কোথায় আছে বলতে পারো ?

হাফিজ : সেতো ফেরারী আসামী। চোরের মত সারাদিন রাত গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

তপতী : কোথায় খায় ?

হাফিজ : চার পাঁচদিন হয়তো না খেয়েই কাটিয়ে দেয় কেও দুটো দিলে খায় না দিলে।

তপত : না দিলে ?

হাফিজ : ঐ চিত্রার জল তাকে প্রাণ ভরে তৃষ্ণা মেটায়।

তপতী : হাফিজ ভাই।

হাফিজ : সে সব দুখের কথা শুনে লাভ নেই বোন।

তপতী : কেনো আমাদের বাড়ীতে আসে না ?

হাফিজ : তোমাদের বাড়ীটা সব সময় পুলিশে লক্ষ্য রাখছে

আর তার নামের কেচটাও তোমাকে নিয়ে তাই—
আমি এখন আশি কাকা—

তপতী : খাবে না দুটো ?

হাফিজ : নারে বোন না অন্য একদিন খাবো আশি। (প্রস্থান)

নিশিকান্ত : হাফিজকে কি খেতে দিতি মা ঘরেতো কিছুই ছিলোনা

হাফিজ : ভাইজান সেদিন পেয়ারা দিয়ে গিয়েছিলো আমি খাইনি—তাই দিতাম। আচ্ছা বাবা রাজকুমারকে জমিদার জেলে পাঠিয়েছে এখন যদি জমিদারের লোকেরা আমাদের উপর নির্যাতন করে— ?

নিশিকান্ত : আমি জীবনটা দেবো তবু ঐ শয়তানদের হাতে তোকে তুলে দেবোনা মা—

তপতী : বাবা চলো আমরা এগ্রাম ছেড়ে চলে যাই—

নিশিকান্ত : তপতী।

তপতী : হ্যা বাবা নতুবা ওদের অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাবে।

নিশিকান্ত : নারে মা না বাস্তু ভিটা ফেলে কোথায় যাবো বল্, এ বাড়ীতে কত স্মৃতি যে আমার জড়িয়ে আছে তা আমি পারবেনানা মা তা আমি পারবোনা।

(হঠাৎ বাহির থেকে একটাগুলি এসে বিদ্ধ হয় নিশি-কান্তর বুকে নিশিকান্ত চিৎকার করে ওঠে) মা—

তপতী : (জোরে চীৎকার) বাবা—

নিশিকান্ত : হ্যা মা বাস্তু ভিটা ফেলে কোথাই যাবো তাই কে যেন গুলি করে আমাকে চিরদিনের জন্য বাস্তু ভিটায় রেখে গেল।

তপতী : বাবা কে তোমাকে গুলি করলো, একি হলো তোমার বাবা গো।

নিশিকান্ত : কাঁদিসনে মা কাঁদিসনে এটা একটা চক্রান্ত আমি সব বুঝতে পেরেছি মা তুই পালিয়ে যা এখনই হয়তো তারা তোকে ধরে নিয়ে যাবে—

তপতী : আমি তোমাকে ফেলে কোথায় যাবো বাবা।

নিশিকান্ত : আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে মা আমি চলে যাচ্ছি ভগবান হাতে ইশারায় আমাকে ডাকছে আজি যাই মা।

তপতী : তোমার তপতীকে তুমি নিয়ে যাও বাবা।

নিশিকান্ত : যাই মা. আমি চলে যাবার আগে শুধু এই টুকুই বলে যাই তুই এক মিনিটও এ বাড়ীতে বিলম্ব করিসনে।

(নিশিকান্তর প্রস্থান)

তপতী : বাবা। ভগবান কে আমার বাবাকে এমনি ভাবে খুন করলো, তুমি দেখলেনা, তুমি বিচার করলেনা, তুমি নেই বাবা তুমি যেওনা তোমাকে আমি যেতে দেবোনা। মরে গেছে বাবা নেই বা—বা—(দৌড়ে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ী (তারাঠাকুরের প্রবেশ)

তারাঠাকুর : গোবিন্দ হে তুমি রক্ষা করো প্রভু। ভালমন্দ যারা না চিনে তাদের জন্য আর এত মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, কথায় বলে কুকুরের পেটে ঘি ভাত সহ্য হয় না তাই জমিদার বাড়ীর ঘি ভাত কি ওদের পেটে—

(অজিতের প্রবেশ)

অজিত : কার কথা বলছেন ঠাকুর ?

তারাঠাকুর : ঐ যে ঐ নিশিকান্তর কথা, এত করে বললাম কিন্তু শুনলে—শুনলে বুঝি আমার কথা তাও আবার আমাকে আর আছালতকে শাষিয়ে দিলো এই কথা যদি আমরা পুনরায় বলি তবে নিশিকান্ত নাকি আমাদের জুতো পেটা করবে—

অজিত : তা হলে ?

তারাঠাকুর : কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না, এবার জোর করে ধরে আনা ছাড়া উপায় নেই।

অজিত : আপনি কিছু ভাববেন না ঠাকুর—আমি পথের কাটা দূর করে দিয়েছি আর আপনাদের মাথা ঘামাতে হবে না।

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু—

অজিত : হ্যা ঠাকুর, আপনাদের দুজনকে পাঠিয়ে দিয়ে আমিও পিছন পিছন গিয়েছিলাম নিশিকান্তর বাড়ীতে—

তারাঠাকুর : আপনারা চলে এলে একটা গুলির সাহায্যে—নিশিকান্তর অবাধ্য কার্যটাকে আমি শান্ত করে দিলাম।

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু—

অজিত : হ্যা ঠাকুর আর কেও বাধা দিতে আসবেনা। তাইতো বললাম পথের কাটা সরিয়ে দিয়েছি আর একটু পরে আছালত, খুদে কাশেম তপতীর চুলের মুঠি ধরে জমিদার বাড়ী নিয়ে আসবে, তারপর জমিদার বাড়ী বেজে

উঠবে বিয়ের বাজনা হা-হা-হা সাথে কি আর বলি কাল সাপের দংশন যত আস্তে হোক না কেনো তাতে ভীষন যন্ত্রণা, বড় বেদনাদায়ক।

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে আমায় ক্ষমা করো দীনবন্ধু সাধে কি আর বলি জমিদার বাবুর বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যায়না গবিন্দ হে।

অজিত : আর গবিন্দ নয়, আপনি ভীতরে যান আজগের রাতেই বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে হবে নইলে বিপদ আসতে পারে—

তারাঠাকুর : কিন্তু।

অজিত : কিন্তু কি ঠাকুর ?

তারাঠাকুর : নিশিকান্তর।

অজিত : আপনি কিন্তু ভাববেন না ঠাকুর, নিশিকান্তর লাশ হয়তো এতক্ষণে নিখোঁজ করে দেওয়া হয়েছে তারপর এখনই হয়তো আসবে জমিদার বাড়ীর নতুন লক্ষী হা-হা-হা—

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু।

অজিত : কি হলো আবার।

তারাঠাকুর : পুত্রবধুটাকে এভাবে আটকে রেখে কি লাভ ?

অজিত : আপনি বুঝবেন না, ওযে কাল নাগিনী সুযোগ পেলে আমাকে আপনাকে সবাইকে ছোবল মারবে।

তারাঠাকুর : আমি বলেছিলাম কি।

অজিত : কি ?

তারাঠাকুর ঃ জমিদার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে হয় না, বলে দিতে হবে আর কোনদিন জমিদার বাড়ীতে আসতে পারবেনা।

অজিত ঃ সেটা কি ভাল হবে ঠাকুর ?

তারাঠাকুর ঃ আপনি যেটা ভাল বোঝেন তাই করুন গবিন্দ হে দীনবন্ধু তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভূ—

অজিত ঃ আপনি ভীতরে যান ঠাকুর। হয়তো এখনি তপ-তীকে ওরা ধরে নিয়ে আসবে, আপনি বিয়ের ব্যবস্থা করুন—

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ—

অজিত ঃ কি হলো আছালত ?

আছালত ঃ ঐ মেয়েটা, মেয়েটা পালিয়েছে মহারাজ—

অজিত ঃ (জোরে চীৎকার) আছালত—

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই—মহারাজ, অনেক খুজেছি অনেকের কাছে শুনেছি কিন্তু কেও বলতে পারলোনা—

অজিত ঃ আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি আছালত।

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি মহারাজ, আর এর বাপটাকে এমন গোপন ভাবে চাপা মাটি দিয়েছি যে কেও তা যানতে পারিনি—

অজিত ঃ সব কিছুই যেন কেমন ওলট পালট হয়ে গেলো আছালাত—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, খুদে কাশেম আমি তন্ন তন্ন করে খুজেছি কিন্তু দুর্ভাগ্য।

অজিত : পালিয়ে বেশী দূর যেতে পারেনি জমিদার বাবু, খুজতে হবে সমস্ত লাঠিয়েলারা মিলে খুজবে, দেখবেন এ গ্রাম ছেড়ে যে বেশী দুর যেতে পারেনি—

অজিত : হ্যা ঠাকুর, সে এই গ্রামই আছে, খুজতে হবে, কোথায় যাবে সে, দিনে রাতে সমস্ত জায়গায় প্রহরী লাগিয়ে দাও আছালত প্রয়োজনে রিপুজি পাড়া থেকে আর জনচল্লিশেক লাঠিয়াল নিয়ে এসো, সে যেন কোথাও গা ঢাকা দিয়ে না থাকতে পারে—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, আমি সব ব্যবস্থাই করছি (প্রস্থান)

(শীকলে হাত বাধা অবস্থায় গীতার প্রবেশ)

অজিত : তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে ?

গীতা : কেও বলেনি আমি নিজেই এসেছি বাবা—

অজিত : তোমার কক্ষের কপাট খুলে দিলো কে ?

গীতা : কক্ষের কপাট খোলাই ছিলো প্রহরী ভুল করে দেয়নি—

অজিত : প্রহরী দেয়নি ? ঠাকুর দেখেছেন দেখেছেন প্রহরীর কাণ্ড।

গীতা : কোন অন্যায় সে করেনি বাবা, আমি পালাবো না, স্বামীর স্মৃতি ফেলে আমি কোথাও যাবো না।

অজিত : চুপ কর হারামজাদি। বলেছি না আর কোনদিন আমাকে বাবা বলে ডাকবিনে।

গীতা : কেনো বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি, কি অন্যায় পেয়ে আমাকে তুমি এমন শাস্তি দিচ্ছ। আমি নর্তকী আমি, কলংকিনী কিন্তু আপনার ছেলেতো আমাকে শাস্ত্র মতে বিয়ে করেছিলো।

অজিত : এ বিয়ে আমি মানিনা—বিশ্বাস করিনা।

গীতা : বাবা—

অজিত : তোমাকে বার বার নিষেধ করছি নর্তকী, আমাকে বাবা বলে ডাকবেনা।

গীতা : হাজর অত্যাচারেও আমার মুখের বাবা ডাক স্তব্ধ হবেনা, এই ডাকে যে অনেক স্নেহ, ভালবাসা জড়িয়ে জড়িয়ে আছে, এ ডাক আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো— যতদিন আমার স্বামী আমাকে প্রত্যাখ্যান না করে।

অজিত : বেরিয়ে যেতে বলুন ঠাকুর —আমি আর এত প্রলাপ শুনতে পারবো না।

গীতা : প্রলাপ নয় বাবা এ হলো মেয়ে ও বাপের স্নেহের আলাপ।

তারাঠাকুর : চল্ চল্ এখান থেকে—আর জমিদার বাবুকে বিরক্ত করতে হবেনা—(ঠাকুর গীতার হাত ধরতে যায়)

গীতা : সাবধান লম্পট। আমার শ্বশুরের সামনে—আমার গায়ে হাত দিলে পিঠের ছাল তুলে দেবো। আমি জমিদার বাড়ীর বউ, বেরিয়ে যা এ বাড়ী থেকে। আমার এখানে অধিকার আছে—তোর এখানে থাকবারও অনুমতি নেই।

তারাঠাকুর : গোবিন্দ হে—ওগো দীনবন্ধু আমার ক্ষমা করো প্রভু।

গীতা : প্রভু তোমায় ক্ষমা কোনদিন করবেনা, ভণ্ড ঠাকুর।

অজিত : ঠাকুর—

তারাঠাকুর : দেখুন জমিদার বাবু—ছোট মুখে বড় কথা শুনে একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

গীতা : হুশিয়ার হয়ে কথা বলো ঠাকুর। তোমাকে না নিষেধ করেছি। তোমার চক্রান্তে আজ হিজল ডাঙ্গার জমিদারের সোনার সংসার ধ্বংস হতে চলেছে, তোমার কু-মন্ত্রে আকার দেবতার মত শ্বশুর পথভ্রষ্ট, তোমার চক্রান্তে আমার স্বামী হাজতে আর বেশী অগ্রসর হয়োনা ঠাকুর।

অজিত : তুমি ভিতরে যাও।

গীতা : যাচ্ছি বাবা। কিন্তু আমাকে বেঁধে না রাখলেও চলবে কারণ এ বাড়ী থেকে আপনার ছেলে এসে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমি কোথাও যাবোনা।

অজিত : এ সব ছলনা দিয়ে জমিদার অজিতকে রাজী করতে পারবেনা—যাও তোমার ঘরে যেয়ে বসে থাকো—

গীতা : যাচ্ছি বাবা—তবে যাবার আগে বলে যাচ্ছি, তোমার ঐশ্বর্যের দিন ফুরিয়ে এসেছে—তুমি ঐ ভণ্ড ঠাকুরের পাল্লায় পড়ে যা করছো, সে ভুল অচিরেই তুমি বুঝতে পারবে—আসি বাবা।

(প্রস্থান উদ্যত)

অজিত : দাড়াও।

গীতা : বলুন।

অজিত : এক শর্তে তোমায় আমি মুক্তি দিতে পারি যদি শর্তটা বিনা দ্বিধায় মেনে নাও।

গীতা : কি সেই শর্ত?

অজিত : তুমি ছাড়া পেলে এ বাড়ী হতে চলে যাবে আর কোনদিন এ বাড়ীতে আসবে না এবং রাজকুমারকে স্বামী বলে মানতে পারবে না।

গীতা : অসম্ভব।

তারাঠাকুর : সুখে থাকতে ভূতে কিলায়—গোবিন্দ হে, তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভু।

গীতা : তোমার মুখে গোবিন্দ নামটা শোভা পায় না। এতে ভগবানকে নিয়ে উপহাস করা হয়। যাও তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।

তারাঠাকুর : এই বেহায়া কার হুকুমে তুই বেরিয়ে যেতে বলছিস্?

গীতা : এটা আমার শ্বশুর বাড়ী। আমি হুকুম করবো ছাড়া কি তুমি করবে?

অজিত : ঠাকুর।

তারাঠাকুর : দেখুন না জমিদার বাবু—মেয়েটার সাহস দেখুন আপনি এর উপযুক্ত বিচার করুন গোবিন্দ।

অজিত : বিচার করবো, বলছিতো এখান থেকে নিয়ে ঐ কয়েদ-খানায় বন্দি করে রাখুন তিন চারদিন কিছু খেতে না দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

গীতা : বাবা, তুমি গুরুজন তুমি যা হুকুম করবে আমি তাই মাথা পেতে গ্রহণ করবো কিন্তু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ বাবা তুমি ঐ ভণ্ড ঠাকুরকে বিশ্বাস করোনা ঐ শয়তানটা আমাদের সোনার সংসার-টাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

তারাঠাকুর : সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবেনা বেশ্যা।

গীতা : খবরদার ঠাকুর তুমি আমার শ্বশুরের সামনে আমাকে অপমান করলে তোমার জিব টেনে ছিড়ে ফেলবো—

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে আমায়—

গীতা : তোমার হাজার চিৎকারেও গবিন্দ সাড়া দেবেনা শয়তান।

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু আপনি এর বিচার করুন—এর উপযুক্ত —

গীতা : বাবা তার মেয়েকে শাস্তি দেবে কি না দেবে সে চিন্তা তোমার নয় তুমি চলে যেতে পারো—

তারাঠাকুর : জমিদার বাবু আপনি—

অজিত : আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা ঠাকুর পাগল স্রেফ মাথা খারাপ—

গীতা : বাবা আমি পাগল হইনি কিন্তু ঠাকুর যেভাবে তোমার পিছনে লেগেছে তাতে তোমাকেও পাগল বানিয়ে ছাড়বে।

অজিত : ওকে এখান থেকে নিয়ে যান ঠাকুর—

তারাঠাকুর : চল্ চল্ বেহায়া—

গীতা : আমি তোমার কথায় যাবোনা—

তারাঠাকুর : যাবিনে হারামজাদি—(জোর করে হাত ধরতে যায়, গীতা তারাঠাকুরের মুখে চড় মারে) অপমান, আপনার সামনে আমাকে এমনি করে অপমান করলো গবিন্দ হে তুমি আছো না মরে গেছো—

গীতা : গবিন্দ তোমার এই অবস্থা দেখে খিল খিল করে হাসছে—

(আছালতের প্রবেশ)

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, মেয়েটাকে কোথাও পাওয়া গেল না—

অজিত : আমি কি নাচবো নাকি, কোথাও পাওয়া গেলনা বলি এত গুলো চোখকে ফাকি দিয়ে কোথায় পালালো। আমি এসব কিছুই শুনতে চাইনা যেখান থেকে হোক যে ভাবেই হোক খুজে বের করতেই হবে—নতুবা আমার মান সম্মান থাকবে ভেবেছ ?

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই কিন্তু—

অজিত : সরে যা সরে যা আমার সামনে থেকে। আর নয় যদি খুজে বার করতে না পারিস তবে সব গুলোকে আমি এবারের মত—

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে তুমি ক্ষমা করো প্রভু—

(প্রস্থান)

গীতা : তুমি ভিতরে চলো বাবা—

অজিত : বাবা। আছালত ওকে নিয়ে ঐ কয়েদ খানায় বন্দি করে রাখবি যা—

আছালত ঃ বলতে কোঁন বাধা নেই মহারাজ,

গীতা ঃ বাবা তোমার হুকুম আমি হাজার অন্যায় হলেও মেনে নেবো কিন্তু ঐ ঠাকুরের কোন কথাই আমি মানবোনা চলো আছালত বাবার কথামত আমাকে কয়েদ খানায় রেখে এসো—

আছালত ঃ বলতে কোন বাধা নেই চলো—

(গীতা ও আছালতের প্রস্থান)

অজিত ঃ অভিনয়, নর্তকীরা অভিনয় করতে খুব পারে বলি সব ছলনা যে আমি বুঝি, আমি জানি কোনটা ভালো কোনটা মন্দ ওসব বাবা তাকে আমার এতটুকু স্নেহ ভালবাসা পাবেনা আমি হিজল ডাঙ্গার জমিদার আমি দেখে নেবো কত ধানে কত চাউল হা-হা-হা—

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

তপতীদের বাড়ী

(রনজিদের প্রবেশ)

রনজিৎ ঃ তপতী, তপতী। নেই ? তপতী নেই, কোথায় গেলো তারা, ঘর বাড়া সবতো শুন্য দেখছি তপতী ও তপতী—

(হাফিজের প্রবেশ)

হাফিজ ঃ হাজার চীৎকারেও তোর তপতী সাড়া দেবেনা রনজিৎ তোর তপতী নেই—

রনজিৎ : নেই ? কোথায় কোথায় সে—

হাফিজ : জমিদারের নিষ্ঠুর শর্তকে মানতে না পেরে বাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে—

রনজিৎ : পালিয়ে গেছে। কাকা, কাকা কোথায় ?

হাফিজ : কাকাকে জমিদারের লোকেরা গুলি করে হত্যা করেছে-

রনজিৎ : হাফিজ—

হাফিজ : হ্যা ভাই তপতীকে জমিদারের সাথে বিয়ে দেয়নি বলে কাকাকে হত্যা করেছে—

রনজিৎ : কাকাকে গুলী করে মারলো, তপতী বাড়ী ছেড়ে চলে গেলো আর তোরা চুপ করে রইলি ওরে জমিদারকে তোরা হত্যা করতে পারলিনে।

হাফিজ : নারে ভাই, ওরা আসাদের নামে মিথ্যা কলংক দিয়ে আসাদকে আসামী বানিয়েছে, পুলিশ আসাদকে তন্ন তন্ন করে খুজছে। রাজকুমার বাপের কথায় অবাধ্য হয়েছিলো বলে একটা মোটা যড়যন্ত্র করে জমিদার তোর বাপকে খুন করে রাজকুমারকে জেলে পাঠিয়েছে।

রনজিৎ : কারাগারে বসে রাজকুমারের কাছে আমি সব শুনেছি হাফিজ, কিন্তু আমি এর বিচার করবো পিতা যত অপরাধী হোকনা কেনো সে আমার বাপ, কোন ছেলে তার বাপ হত্যার ব্যাপারে চুপ করে থাকতে পারে না, আমি এর উপযুক্ত বিচার করবো দেখিয়ে দেবো পিতৃ হত্যা কত বড় মারাত্মক—

হাফিজ : পারবিনে রনজিৎ পারবিনে, বিচার চাইতে গেলে হয়তো ওরা তোকে হত্যা করবে।

রনজিৎ : চুপ কর হাফিজ মৃত্যু আর হাজতের ভয় জেল খাটা মানুষ কোনদিন করেনা, আমি দেখিয়ে দেবো—

(অজিত ও আছালতের প্রবেশ)

অজিত : বাড়ীটা খুব সুন্দর আছালত, ঠাকুরের বাড়ীটা খুব সুন্দর হবে তাইনা এ্যা রনজিৎ তুমি কোথা থেকে এখানে এলে ?

রনজিৎ : চিনতে পেরেছেন জমিদার বাবু।

অজিত : বলোকি গ্রামের ছেলে, ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি, চিনবোনা কেনো তা বাবা তোমার খবর কি ?

রনজিৎ : আদালতে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার মত কোন লোক ছিলোনা তাই আদালত আমাকে বে কসুর খালাস দিয়েছে—

অজিত : খুব ভালো হয়েছে তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তোমার বিরুদ্ধে কখনো সাক্ষী দিতো না, আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করিয়েছিলাম কিন্তু সে সুযোগ আর তার জুটলোনা, আমার ঐ শয়তানটা তোমার বাবাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করলো। কিন্তু ছেলে বলে আমিও তাকে ক্ষমা করিনি বাবা, হত্যার বিচার যাতে হয় আমি সে ব্যবস্থাই করেছি—

রনজিৎ : আমার বাবাকে রাজকুমার হত্যা করেছে এটা সত্য না কোন চক্রান্ত—

অজিত : একেবারে মহাভারতের মত সত্য, আমাদের বাড়ীর ঠাকুরইতো এসব নিজের চক্ষে দেখেছে—

রনজিৎ : ঠাকুর, আচ্ছা জমিদার বাবু তপতীর বাবাকে কে হত্যা করলো ?

অজিত : কৈ, তপতী আর তপতীর বাবা কাউকে না বলে সেদিন বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেছে—

রনজিৎ : জমিদার বাবু—

অজিত : হ্যা রনজিৎ যেদিন যাবে তার কয়েকদিন আগে আমার কাছ থেকে টাকা আনলো বাস্তু ভিটাটা বিক্রি করে আমি ও দিয়ে দিলাম টাকা ভাবলাম না খেয়ে আছে কিন্তু টাকা দিয়ে চাউল না কিনে যে ট্রেনের টিকেট কিনবে সে কথা কি আর আমি বুঝতে পেরেছিলাম—

হাফিজ : আপনি সবই বুঝতে পেরেছিলেন জমিদারবাবু কিন্তু—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই কিন্তু কি ?

হাফিজ : জমিদার বাবুর লোকেরা নিশিকান্তকে হত্যা করেছে একথা আমি কেনো সারা হিজল ডাঙ্গার মানুষে জানে—

অজিত : হাফিজ ?

হাফিজ : হ্যা জমিদার বাবু কয়েকজন আপনাকে দেখেছে—

অজিত : অসম্ভব ?

হাফিজ : অজস্র টাকার বিনিময়ে সম্ভব অসম্ভব হয়ে গিয়েছে জমিদার বাবু।

অজিত : এ কথাটা বলতে তোমার বাধলোনা হাফিজ ?

হাফিজ : সত্যকে কোনদিন চাপা দেওয়া যায়না জমিদারবাবু—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই মহারাজ, বলেকি বলে কি ঐ ছোট লোকটা—

রনজিৎ : জুতিয়ে পিটের ছাল তুলে দেবো হারামজাদা—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই দেখলেন দেখলেন জমিদার বাবু—

অজিত : চলো আছালত এর বিচার আমি করবো।

রনজিৎ : জমিদারবাবু আমার বাবা আপানার কাছে যে পচিশ হাজার টাকা পাবে এই টাকা গুলো আপনি কবে দিবেন?

অজিত : কোন টাকা তোমার বাপ আমার কাছে পাবেনা।

রনজিৎ : তাহলে বাবার সাগে রাজকুমারের গোলমালের সুত্র কি?

অজিত : আমরাই তোমার বাবার কাছে টাকা পেতাম চলো আছালত পাগল, পাগলদের সাথে প্রলাপ করে কোন লাভ নেই— (আছালত ও অজিতের প্রস্থান)

রনজিৎ : পাগল। সব পাগল শালা বলেকি কিন্তু জেনে রাখো জমিদার সব পাগলই এবার তোমার জমিদারীটাকে তছনছ করে দেবে। হ্যারে হাফিজ আমি আমার তপতীকে আর কোনদিন পাবোনা। আমি যে ওকে কথা দিয়েছি, ওকে বলেছি তুমি আমার বউ—

হাফিজ : কথা যখন দিয়েছিস তখন তোর বউ তোর কাছে একদিন ফিরে আসবেই, খোদাকে ডাক্ দেখবি সেই মহান সৃষ্টিকর্তা কোনদিন চুপ করে থাকবেনা। (প্রস্থান)

রনজিৎ : হারে ভাই, ভগবান যেন এই প্রানীর মনে আঘাত না দেন। সে যেন আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ফুট পাত

(তপতীর প্রবেশ)

তপতী : ভগবান আমি কোথায় যাবো কি করবো আমাকে পথ দেখিয়ে দাও ভগবান। এই কলকাতা শহর এখানে হাজার হাজার লোকের আশ্রয় দিয়েছো তুমি কিন্তু আমি কি এখানে পাবোনা একটু ঠাই ভগবান তুমি আর চুপ করে থেকোনা। তোমার সৃষ্টি এই তপতীর মনে আর কত দুঃখ দেবে তুমি তুমি আমাকে একটু আশ্রয় দাও তুমি আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

(ডাক্তার বেশে দামী সিগারেট টানতে টানতে শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল : সাধে কি আর বলে কলকাতা শহর, এখানে পয়সা ছাড়া এক গ্লাস জল ও মিলেনা কিন্তু আজ তিন মাস হতে চললো বাড়ী থেকে মাত্র এক হাজার টাকা পাঠিয়েছে। আমি জমিদার পুত্র ভাবতেও অবাক লাগে আরে আপনি আপনি এখানে দাড়িয়ে আছেন হ্যালো মেডিকেল কলেজ যাবেন ?

তপতী : না—

শ্যামল : কিন্তু এখান থেকে বাসে উঠলে তো মেডিকেল কলেজের সামনেই নামিয়ে দেবে—

তপতী : মেডিকেল কলেজে কেনো যাবো—

শ্যামল : তাহলে আপনি রাস্তা ভূল করেছেন এটা মেডিকেল কলেজের রাস্তা—

তপতী : আমি রাস্তা ভূল করিনি—

শ্যামল : আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না—

তপতী : বুঝতে একটু কষ্ট হবে ডাক্তার বাবু—

শ্যামল : আমি ডাক্তার নই, আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্র—

তপতী : ছাত্র হলেও ডাক্তার হতে বেশী দেরী নেই। তা আপনি থাকেন কোথায় ?

শ্যামল : নিজস্ব একটা বাড়ী আছে শ্যাম বাজারে সেখানেই থাকি—

তপতী : আপনি বুঝি জমিদারের ছেলে ?

শ্যামল : জানলেন কি করে ?

তপতী : একটু আগে আপনি বললেন—

শ্যামল : লোকে বলে আমি বলি না—

তপতী : কেনো ?

শ্যামল : এত কথায় দরকার নেই, ঐ আমার গাড়ী এসে গেছে—

তপতী : শুনুন ?

শ্যামল : কেনো ?

তপতী : আপনার কাছে আমি একটা কথা বলতে চাই।

শ্যামল : গাড়ী চলে গেলে আর এবেলায় গাড়ী পাবোনা।

তপতী : আজ না হয় কলেজে যাবেন না—

শ্যামল : কলেজ বন্ধ করতে পারবোনা আপনি কি বলতে যাচ্ছেন চট পট বলে ফেলেন—

তপতী : সে যে অনেক কথা ডাক্তার—

শ্যামল : তাহলে অন্য কাউকে বলবেন আমি যাই—

তপতী : তাহলে শুনবেন না আমার কথা—

শ্যামল : বলছি তো আমার সময় নেই—

তপতী : একদিন কলেজ আর একটা মেয়ের করুন কাহিনী কোনটা বড় বলতে পারেন ?

শ্যামল : জানি না—

তপতী : সেই জন্যেইতো চলে যেতে চাইছেন—

শ্যামল : আপনি কি বলতে চান বলুন—

তপতী : এই পৃথিবীতে আপন বলতে আমার কেউ নেই তাই আপনার কাছে আমি আশ্রয় ভিক্ষা চাইছি—

শ্যামল : মাফ করবেন আমি পারবোনা, পুরুষ মানুষ হলে একটা কথা হতো তাও আবার বয়সের মেয়ে না ভাই আপনি অন্য কোথাও—

তপতী : আপনার তো জানাশুনা আছে কারও বাড়ীতে একটা কাজ ঠিক করে দেবেন—

শ্যামল : আমি পারবোনা, এই কলকাতায় কাজের লোকের অভাব নেই—আপনি নিজের পথ নিজেই বেছে নিন—

তপতী : আপনার শুনলাম নিজস্ব বাড়ী আছে, আজ, আপনার বাড়ীতে একটু আশ্রয় দিবেন আমি ভিক্ষা করে খাবো—

শ্যামল : আমার বাড়ীতে শুধু আমি একা আর ঐ বাড়ীতে আপনাকে দেখলে নানা জনে নানা কথা রটাবে না তা হয়না।

তপতী : হয়না বললেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায়না ডাক্তার। শুনেছি ডাক্তাররা মহৎ পৃথিবীতে আপন থাকলে একমাত্র ডাক্তার, বিপদ আপদে এগিয়ে আসে ডাক্তার আজ দেখছি সেখানেও ফাঁকা আচ্ছা আপনি যেতে পারেন—

শ্যামল : আপনার বাড়ীটা কোথায়—

তপতী : আগে ছিলো বাংলাদেশে এখন নেই—

শ্যামল : আমি কি করবো—

তপতী : না আপনি চলে যান—

শ্যামল : যে কথা আপনি বলেছেন তাতে যেতে আমি পারিনে তাহলে সমগ্র বিশ্বের ডাক্তাররা আপনার কাছে হবে প্রতারক আমি আমার জন্য ডাক্তারদের এই কলঙ্ক হতে দেবোনা।

তপতী : আমার কাছে প্রতারক হলেও আপনি তো একটা ঝামেলা থেকে রেহাই পাবেন—

শ্যামল : অসম্ভব। চলুন আমার সাথে—

তপতী : দিবেন আমাকে আশ্রয়—

শ্যামল : কর্তব্যের জন্য আজ বাধ্য হলাম চলুন, চলুন আমার সাথে—

তপতী : ভগবান তুমি মহান, তুমি শ্রেষ্ঠ— (উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

(মুখে দাড়ি হাতে খাতা ও কলম সহ আসাদের প্রবেশ)

আসাদ : জমিদার, তুমি ভেবেছ আসাদের নামে কলঙ্ক ছড়িয়ে আসাদকে সর্বশান্ত করে ছাড়বে। সেই ইচ্ছে তোমার পুরন হবেনা শয়তান। আসাদের কাব্য গ্রন্থ বিক্রি যাতে না হয় সেই চেষ্টা করছো কিন্তু তুমি একথা জেনে রেখো আসাদের হাজার হাজার পাঠক জন্ম নিয়েছে এই বাংলায়। আসাদের কাব্য গ্রন্থ কাজলা মতির ঘাট সারা বাংলার মানুষের কাছে সুনাম অর্জন করেছে।

মিথ্যা দোহাই দিয়ে আসাদের বই তুমি বন্ধ করতে পারবে না। হাজার হাজার পাঠক তোমার অন্যায় দাবীকে মেনে নেবে না—

(মদের বোতল হাতে রনজিতের প্রবেশ)

রনজিৎ : নে শালা—জীবন টাকে এভাবেই বিলিয়ে দিতে চাই চাইনা সুখ চাইনা আনন্দ, একটা হাজত খাটা কয়েদীর জীবনের কোন মূল্য নেই। তপতী হা-হা-হা-হা তপতী নেই, আর কোনদিন ফিরে এসে বলবেনা আমিনা তোমার বউ, ধ্যাত আমি আবার কি ভাবছি পূর্বের রনজিৎ মরে গেছে, নূতন ভাবে জন্ম নিয়েছে রনজিৎ, তপতী, তপতী নামের কেউ আমার জীবনে আসেনি, মিথ্যা কথা কাউকে আমি কোনদিন কথা দেইনি তপতী মরে গেছে সেই সাথে মরে গেছে আমার মনের সমস্ত আনন্দ হা-হা-হা তপতী নে—ই—

আসাদ : রনজিৎ—

রনজিৎ : কে ?

আসাদ : আমি আসাদ—

রনজিৎ : আসাদ তুই বেঁচে আছিস ভাই ? আমি ভেবেছি—

আসাদ : নারে ভাই, মরন যে আমায় গ্রহণ করতে পারছেনা। আমি—যে—

রনজিৎ : কাপুরুষ, যাদের জীবনের একটি পয়সা মুল্য নেই তাদের বেচে থেকে কি লাভ। মরে যা দেখেছিস মরবার জন্য আমি মদকে ভালবেসেছি, মদ। এইতো পারে আমার জীবনে এনে দিতে এতটুকু শান্তি এতটুকু আনন্দ—

আসাদ : মদ তুই খাসনে ভাই—

রনজিৎ : পাগল, গরীবে পয়সা জোগাড় করতে পারেনা তাই বলে বাজে, আর বড় লোকে কি করে জানিস একেবারে চিনির শরবতের মত হড়হড় করে গিলে ফেলে উঃ—কি সুন্দর (মদখায়)।

আসাদ : রনজিৎ তুই মদ খাসনে ভাই, তুই মাতাল হলে আমার রহিমার কাছে আমি কি জবাব দেবো। ওরে সেতো আমার কাছে জবাব চাইবে। ভাইজান কেনো রনজিৎ মদ খায়।

রনজিৎ : রহিমা, তোর রহিমা মরে গেছে আসাদ। সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

রনজিৎ : তোদের প্রেম যদি সত্য হয় তাহলে রহিমাকে একদিন ফিরে আসতেই হাব, রনজিৎ তুই অপেক্ষায় থাক— দেখবি রহিমা তোকে ফাকি দিতে পারবে না।

রনজিৎ : অপেক্ষা কারজন্য ? তপতীর জন্য, তপতী আসবার আগেই আমি মরে যেতে চাই আসাদ।

আসাদ : না ভাই, আমার রহিমার মনের আশাকে যে বাস্তবে রূপ দিতে হবে আমি তোকে মরতে দেবোনা রনজিৎ—

রনজিৎ : ধ্যাত, তুই একটা জ্যান্ত পাগল। লোকে তোকে লেখক বলে ডাকলেও আমি তোকে এখনও পাগল বলে জানি। তোর সেই পাগলামী ভাবটা এখনো গেলনা যে।

আসাদ : হ্যারে, আমি পাগল কিন্তু কেনো যে পাগল তার কেউ বিচার করলোনা ঐ শয়তানেরা যে আমাকে পাগল করে দিয়েছে।

(আছালত সরদারের প্রবেশ)

আছালত : রনজিৎ দাদা আছেন রনজিৎ দাদা—

রনজিৎ : কে রে, কে তুই ?

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই আমি আছালত সরদার—

রনজিৎ : কি চাস্ তুই—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই, জমিদার বাবু খবর পাঠিয়েছে আপনাকে নায়েব হতে হবে।

রনজিৎ : নায়েব, হাসালি আছালত হাসালি যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে। আমার বাবাকে ঐ জমিদার হত্যা করেছে আর আমি হবো তার নায়েব—

আছালত : আপনার বাবাকে জমিদার বাবু হত্যা করেছে, তবে যে বললো আপনার বাবাকে রাজকুমার হত্যা করেছে, শয়তান মস্ত বড় শয়তান ঐ জমিদারটা।

আসাদ : তুমি যাও এখান থেকে আর অভিনয় করতে হবেনা—

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই আসাদ ভাই, আমি আর জমিদারের চাকরি করবোনা—

আসাদ : কেনো ?

আছালত : যাদের লবন খেয়েছি তাদের আমি হত্যা করতে পারবোনা—

আসাদ : কাকে হত্যা করতে বলেছে ?

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই আপনাকে—

আসাদ : আমাকে—

আছালত : হ্যা, আপনাকে কিন্তু আমি অস্বীকার করেছি, বলতে কোন বাধা নেই আপনার বাবা আমাকে খুব ভাল বাসতো, কত আদর করতো, আপনাদের বাড়ী গেলে না খেয়ে আসতে দিতেন না আর আমি করবো তার পুত্রকে খুন—আমি পারবোনা আমি—

আসাদ : তুমি গরীব মানুষ আছালত, আমাকে খুন করে তুমি তোমার চাকরিটা ঠিক রাখো।

আছালত : বলতে কোন বাধা নেই আসাদ ভাই, আমি তা পারবোনা, এই আপনার হাত ধরে শপথ করছি জমিদার এতদিন যা করেছে তা আমি সবাইকে বলে দেবো নিশিকান্তকে কোথাই মাটি দিয়েছে তা আমি পুলিশকে দেখিয়ে দেবো আজ হতে আমি জমিদারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবো।

আসাদ : আছালত।

আছালত : বলুন আসাদ ভাই—

আসাদ : তুমি ফিরে যাও, নতুবা ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে।

আছালত : অসম্ভব কথা, আমি তা পারবোনা। বলতে কোন বাধা নেই, আমি আর ঐ শয়তানের কাছে ফিরে যাবোনা।

রনজিৎ : আছালত তুমি ফিরে যেয়ে জমিদারকে বলবে তোমার নায়েব রনজিৎ হবেনা।

আছালত : আমি আর জমিদার বাড়ীতে যাবোনা। আমি এখনই থানায় যাবো। নিশিকান্ত হত্যার আমি হবো প্রধান সাক্ষী। (প্রস্থান)

আসাদ : একে একে সবাই ভূল বুঝতে শিখেছে রনজিৎ, চল্ আমি আবার এখানে বেশিক্ষন দাড়াতে পারবোনা, পুলিশ আমাকে সারাদিন খুজে বেড়ায়—

রনজিৎ : চল্ তবে—আর দেরী করে লাভ নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

(সুন্দর সাজে তপতী ও শ্যামলের প্রবেশ)

শ্যামল : আমি ভাবতেও পারিনি যে এত সহজে তোমাকে আপন করে নেবো।

তপতী : যাও তোমাকে আর এত লোকের মাঝে চীৎকার করতে হবেনা।

শ্যামল : এ কয়দিনের আলাপে আমার সম্বন্ধে হয়তো অনেক কিছু ধারনা করেছ তাইনা ?

তপতী : কই নাতো !

শ্যামল : যদি বলি তোমার মত মেয়ে শতকরা পাঁচটা মেলে কিনা সন্দেহ্।

তপতী : এটা তোমার মস্ত বড় ভুল—

শ্যামল : যদিও ভুল কিন্তু তোমার সে'দিনের প্রথম আলাপেই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি ভালবেশেছি। তোমাকে নিয়ে একটা স্বপ্ন দেখেছি, যে স্বপ্ন চিরদিনের জন্য।

তপতী : স্বপ্ন বাস্তবে যদি রূপ না পায় ?

শ্যামল : পেতেই হবে তপতী, বাস্তবে রূপ দিতেই হবে।

তপতী : অনেক বাধা আসতে পারে—

শ্যামল : সে বাধাকে সহজ ভাবে বরণ করে নেবো।

তপতী : পারবে তুমি—

শ্যামল : পারতে আমাকেই হবেই—

তপতী : বাপ মায়ের স্বীকৃতি—

শ্যামল : আমার মন্তব্যের উপর নির্ভর করছে।

তপতী : যদি বলি আমি অবাঞ্ছিত নারী—

শ্যামল : সে পরিচয় আমি আগে থেকেই যানি—

তপতী : আমার বাবা মা কেও নেই—

শ্যামল : সেটাও আমি ভেবে দেখেছি—

তপতী : আমার স্থায়ী ঠিকানা ?

শ্যামল : কোনদিন আমি জানতে চাইব না।

তপতী : সত্যি বলছো—

শ্যামল : ডাক্তাররা মিথ্যা কথা একটু কম বলে।

তপতী : আমাকে বিয়ে করে তুমি সুখি থাকতে পারবে কিনা ভেবে দেখেছ ?

শ্যামল : সে ভাবনা ভগবানের. আমার নয়।

তপতী : যদি বলি আমি একটা প্রতারক—

শ্যামল : অসম্ভব আমি তোমাকে নারী বলেই যানি।

তপতী : অন্য কোথাও বিয়ে হলে প্রচুর অর্থ পাবে তুমি—

শ্যামল : পরের অর্থকে আমি ঘৃণা করি।

তপতী : আমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে, তোমাকে বিয়ে করতে রাজী হবে।

শ্যামল : তার ভিতরটাতো কালো হতে পারে—

তপতী : আমার ভিতরটা যে সুন্দর তা তুমি জানলে কি করে—

শ্যামল : তোমার কথায়—

তপতী : মুখের কথাকে তুমি বিশ্বাস করলে—

শ্যামল : অন্য কেও না করলে আমি করি—

তপতী : তোমাকে তোমার আত্মীয় স্বজন গ্রহণ করবেনা ?

শ্যামল : অসম্ভব কথা। দেবতার মত আমার ভাই আছে।

তপতী : যদি আমি তোমাকে ফাকি দিয়ে পালিয়ে যাই—

শ্যামল : আমার কখনো বিশ্বাস হয় না—

তপতী : যদি বলি আমি অন্য একজনকে ভালবাসি—তাকে আমি বিয়ে করবো—

শ্যামল : আমি ভীষণ খুশি হবো! বরের হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে প্রাণ ভরে আশির্বাদ করবো—

তপতী : সত্যি বলছো ?

শ্যামল : এখনও বিশ্বাস করতে পারছোনা।

তপতী : যদি বলি আমি একজন যাত্রা দলের নর্তকী।

শ্যামল : তাদের মনেও প্রেম আছে ভালবাসা আছে—

তপতী : কেও যদি তোমাকে বলে আমি অসতী—

শ্যামল : তখন আমি হাসবো, আর ভাববো যে তার কোন ক্ষতি আমি করেছি।

তপতী : কেও যদি বলে আমি পতিতা ?

শ্যামল : আমি তার জিব টেনে ছিড়ে ফেলবো।

তপতী : আমি যদি বলি তুমি আমাকে পাবেনা।

শ্যামল : আমি সে অধিকার আদায় করে নেবো।

তপতী : শ্যামল ?

শ্যামল : আরও কিছু বলবে ?

তপতী : বলার কিছুই নেই তবে ?

শ্যামল : এখনই শুভকাজটা সেরে ফেলবো।

(শ্যামলের হাতের আংটি তপতীর হাতে পরিয়ে দেয়, তপতী মাথায় কাপড় দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে শ্যামলকে)

তপতী : (উঠে দাড়িয়ে) ভুল করলাম না তো ?

শ্যামল : অসম্ভব জমিদার বাড়ীর বৌ তুমি কে বলেছে তুমি ভুল করলে—চলো বাকী কাজটা সেরে ফেলবো চলো—

(উভয়ের প্রস্থান)

———

৪র্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(জমিদার বাড়ী, জমিদার অজিত বাবুর প্রবেশ)

অজিত : আছালত। হাজার হাজার টাকা যাকে দিয়েছি সেই হলো পর, আমি কি করবো তার কিছুই বুঝতে পারছিনা ঠাকুর ও ঠাকুর—

(তারাঠাকুরের প্রবেশ)

আমার পিস্তলটা নিয়ে আসুন ঠাকুর।

(ঠাকুরের দৌড়ে প্রস্থান)

আছালত। ঠিক আছে আমি আমার নিমকের দাম ঠিক আদায় করে নেবো, তুমি ভেবেছ কি, তোমার অত্যাচারের কথা সবাই যানে। আমি উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে হিজল ডাঙ্গার লোকদের দেখিয়ে দেবো জমিদার ন্যায় বিচার করতে যানে।

(তারাঠাকুর পিস্তল নিয়ে প্রবেশ)

তারাঠাকুর : পিস্তল এনেছি জমিদার বাবু।

অজিত : কাছে রেখে দিন, আপনাকে মস্ত বড় একটা কাজ করতে হবে।

তারাঠাকুর : কি কাজ জমিদার বাবু ?

অজিত: আছালতকে দেখামাত্র ঐ পিস্তল দিয়ে গুলী করতে হবে। ঐ শয়তানটাকে সরিয়ে না দিতে পারলে আমার শান্তি নেই।

তারাঠাকুর: আমি—

অজিত: হ্যা আপনি, আমার বিশ্বাস এ কাজ আপনি করতে পারবেন।

তারাঠাকুর: গবিন্দহে তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভূ—

অজিত: একাজ না করতে পারলে আমার এবং আপনার দু-জনারই বিরাট ক্ষতি হবে। একথা কি আপনি ভেবে দেখেছেন।

তারাঠাকুর: আমি বহু পূর্বেই ভেবেছি, কারণ আছালত আমাদের অনেক গোপন খবরই রাখে—আমরা—

অজিত: আমরা ওকে ক্ষমা করতে পারিনে। ওকে রেহাই দিলে যে নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুড়াল মারবো।

তারাঠাকুর: তুমি যেনে রেখো আছালত, আমার এই হাতের গুলি ভরা পিস্তল তোমার বুকটাকে ক্ষত বিক্ষত করে ছাড়বে।

(হাফাতে হাফাতে গীতার প্রবেশ)

গীতা: আমি পালিয়ে যাবো, আমি পালাবো, আমি ছাড়া পেয়েছি।

তারাঠাকুর: কে তোমায় ছেড়ে দিলো ?

গীতা: আছালত সরদার—

তারাঠাকুর: কেনো ?

গীতা: জমিদার নাকি হুকুম দিয়েছে।

তারাঠাকুর: মিথ্যে কথা।

গীতা : তবুও আমি চলে যাবো, এই নরকে আমি কিছুতেই থাকতে পারবোনা আমি যাই।

তারাঠাকুর : (পিস্তল উঠাইয়া) দাড়াও এক পাও তুমি অগ্রসর হবে না।

গীতা : ঠাকুর—

তারাঠাকুর : ঠাকুর নই বলো খুনি—জমিদার বাড়ীতে এসে আমি খুন করতে শিখেছি।

গীতা : পয়সাই তোমাকে খুন করতে বাধ্য করেছে শয়তান।

তারাঠাকুর : হুসিয়ার হযে কথা বলো নর্তকী বেশী বাজে কথা বললে এই গুলি ভর্তি রিভলবারটা তোমাকে ক্ষমা করবেনা।

গীতা : তুমিও হুসিয়ার হয়ে যাও ঠাকুর তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত একদিন হবেই—

তারাঠাকুর : সে ভাবনা তোমার ভাবনে হবে না হারামজাদী।

গীতা : মুখ সামলে কথা বলো শয়তান।

তারাঠাকুর : গীতা—

(গীতার দিকে পিস্তল ধরে, গিতা ঠাকুরের কাছ থেকে পিস্তল কেড়ে নিতে চায়, অনেকক্ষন ধ্বস্তা ধ্বস্তি, তারপর আছালত এসে ঠাকুরের পিস্তলের সামনে এসে দাড়াতেই ঠাকুর আছালতকে গুলি করে দেয়)

আছালত : ঠাকুর—

তারাঠাকুর : হা-হা-হা যার জন্য বসে আছি সেই এসে ধরা দিলো পিস্তলের মাথায় হা-হা-হা—

(গীতা লাথি মেরে পিস্তল কেড়ে নেয়)

গীতা : (পিস্তল ঠাকুরের দিকে ধরে) ঠাকুর—

তারাঠাকুর : গীতা তুই—

গীতা : আছালতকে তুমি গুলি করলে কেনো ?

তারাঠাকুর : আমার কোন দোষ নেই গীতা, ঐতো পিস্তলের সামনে এসে—

আছালত : ছেড়ে দাও বোন, ঠাকুরকে ছেড়ে দাও, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি পেয়েছি, আমি অনেক অত্যাচার করেছি এই হিজল ডাঙ্গার গরিব গরীবদেরকে বলতে কোন বাধা নেই, ওর কোন দোষ নেই তুমি ওকে ছেড়ে দাও—

(বুকে হাত দিয়ে প্রস্থান)

গীতা : প্রস্তুত হয়ে নাও ঠাকুর—

তারাঠাকুর : গীতা তুই আমায় মারিসনে গীতা—

গীতা : তোমার জন্য এই হিজল ডাঙ্গায় আগুন লেগেছে শয়তান, তুমি রেহাই পাবেনা, এ সুযোগ আমি ছাড়বোনা।

(গুড়ুম গুড়ুম করে দুটো গুলী ঠাকুরের দিকে ছোড়ে)

তারাঠাকুর : (বুকে হাত দিয়া) গীতা তুই—

গীতা : ঠিকই করেছি শয়তান, তুমি আছালতকে খুন করলে আর আমি তার বিচার করলাম।

(পিস্তল নিয়ে দৌড়ে প্রস্থান)

তারাঠাকুর : গবিন্দ হে ওগো দীনবন্ধু তুমি আমায় ক্ষমা করো প্রভূ—ক্ষমা করো— (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পিস্তল হাতে অজিতের প্রবেশ)

অজিত : এ আমি কি দেখছি, আদালত নেই ঠাকুরও বিদায় নিলো, সারা হিজল ডাঙ্গার প্রজাদের মুখে হাসি, প্রজারা আমায় দেখে খিল খিল করে হাসছে না, আমি জমিদার শত বাধা এলেও আমি নত হতে পারবোনা, এই কে আছিস—

(বর ও বধু বেশে শ্যামল ও তপতীর প্রবেশ)

কে কে তোমরা ?

শ্যামল : অনেক দিন হয়ে গেলো তোমাদের সংবাদ যানিনা তাই তোমার বৌমাকে সংগে নিয়ে বাড়ীতে—

অজিত : বৌমা ?

শ্যামল : হ্যা বাবা আমি বিয়ে করেছি, বিশ্বাস করবেনা বাবা আমার একটুও সময় ছিলোনা যে তোমাকে একটু জানাবো যাও বাবাকে প্রনাম করো—

(তপতী প্রনাম করতেই অজিত মুখের দিকে চেয়ে কেপে ওঠে)

অজিত : অসম্ভব। আমি মানবোনা, একটা ছোট লোকের মেয়ে জমিদার বাড়ীর বৌ হতে পারবেনা, চলে যাও আমি তোমাকে ত্যাজ্য পুত্র করলাম—

শ্যামল : বাবা—

অজিত : আর বাবা নয়, আমি বেশ আছি এক ছেলেকে জেলে পাঠিয়ে আমার এতটুকু মায়া আসেনি যাও আমি ঐ ছোট লোকের মেয়েকে পুত্র বধু বলে স্বীকার করবোনা—।

শ্যামল : আমি যখন বিয়ে করেছি তখন তোমাকে মানতে হবে বাবা—

অজিত : শ্যামল (গালে চড় মারে)

শ্যামল : বাবা, আজ যদি তুমি আমার বাবা না হতে তাহলে—

অজিত : তাহলে কি করতিস হারামজাদা ?

শ্যামল : তোমার ঐ হাতটা ভেঙে দিতাম—

তপতী : ওগো তুমি চুপ করো। হাজার হলেও তোমার গুরুজন গুরুজনের সাথে এভাবে তর্ক করতে নেই যাও তোমার ভুলের জন্য বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও—

শ্যামল : তপতী—

তপতী : হ্যা কুমার, আমি যদি যানতাম তুমি হিজল ডাঙ্গার জমিদারের ছেলে তাহলে কিছুতেই আমি তোমাকে বিয়ে করতাম না—

শ্যামল : মানে—

তপতী : আমি এই গ্রামেরই মেয়ে, সে অনেক কথা পরে শুনবে।

শ্যামল : তপতী—

তপতী : হ্যা কুমার—তোমার বাবা আমার বাবাকে হত্যা করেছে আর আমি পালিয়ে জানে বেঁচেছিলাম।

শ্যামল : কি বলছো তপতী—

তপতী : তুমি আমাকে কোনদিন এ গ্রামে দেখনি—তাই হয়তো অবাক হচ্ছো, কিন্তু তোমার বাবা আমাকে ভাল করেই চেনে এবং আমাকে জোর করে বিয়ে করতে চেয়েছিলো বলে আমি পালিয়েছিলাম।

শ্যামল : বাবা—

অজিত : বলছি তো আর বাবা নয়—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে—

তপতী : আমাদের ক্ষমা করো বাবা, আমরা অন্যায় করেছি আমি তোমার পায়ে পড়ছি বাবা শ্যামলকে তুমি ক্ষমা করে দাও—

(তপতী পায়ে হাত দিতে গেলে অজিত লাথি মেরে ফেলে দেবে)

অজিত : অসম্ভব—

শ্যামল : বাবা—

তপতী : তুমি রাগ করোনা, বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও।

অজিত : ক্ষমা বলতে কোন জিনিসকে আমি চিনিনা যাও বেরিয়ে যাও—

শ্যামল : আমরা যাবোনা—

অজিত : তাহলে গুলি করবো—

শ্যামল : বাবা—

অজিত : হ্যা তাই করবো, এক ছেলেকে কারাগারে পাঠিয়েছে আর তোমাকে হত্যা করলে আমার কিছুই হবে না—

শ্যামল : গুলি করলেও আমরা যাবোনা—

অজিত : যাবেনা ?

শ্যামল : না।

অজিত : তাহলে—

(পিস্তল দিয়ে শ্যামলের দিকে গুলি ছোড়ে হঠাৎ রনজিৎ এসে সামনে দাড়ায় রনজিতের বুকে গুলি লাগে)

শ্যামল : তুই কে ভাই-

তপতী : রনজিৎ—

রনজিৎ : হ্যা তপতী, আমি ঠিক সময়েই এসেছিলামরে নতুবা ঐ শয়তানটা তোর স্বামীকে মেরে ফেলতো। আমি চলে যাচ্ছি তপতী আমি তোদের আশির্বাদ করে যাচ্ছি তোদের দাম্পত্য জীবন যেন সুখের হয়।

তপতী : রনজিৎ—

রনজিৎ : হ্যা তপতী, আমি একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম আজ তোমার সেই সার্থক হলো—তুমি "হিজল ডাঙ্গার বউ"

তপতী : রনজিৎ আমায় ক্ষমা করে দাও রনজিৎ—

রনজিৎ : ক্ষমা, কিসের ক্ষমা ওরে পাগলি আমি নিজের ইচ্ছায় তোর সিতির সিদুর অক্ষয় রাখবার জন্য জীবনটা দিলাম আমি আর দাড়াতে পারছিনা তপতী আমি যাই আমি যাই—ত—প—তী আ— (প্রস্থান)

তপতী : রনজিৎ—

অজিত : বেরিয়ে যাও অসভ্যের দল নতুবা গুলী—

শ্যামল : হুসিয়ার হয়ে কথা বলো বাবা—

অজিত : তবেরে (পিস্তল ধরে)

(গীতা দৌড়ে এসে অজিতকে গুলি করে দেয়)

তুমি আমাকে গুলি করলে বৌমা—

গীতা : ঠিকই করেছি বাবা, তুমি আমার শ্বশুর তাই অনেক সহ্য করেছিলাম আর নয়—

অজিত : আ—মি এ কি আমায় তোরা ক্ষমা করে দিস্ আমি যাই—

(বুকে হাত দিয়ে প্রস্থান)

শ্যামল : তুমি সেই নর্তকী না—

গীতা : হ্যা—

তপতী : নর্তকী নয় বলো বৌদি—

শ্যামল : বৌদি—

(দুজনা পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করে)

(রহিমা, বলতে বলতে চীৎকার করে আসাদের প্রবেশ)

আসাদ রহিমা—

তপতী : ভাইজান—

আসাদ ওরে পাগলী আমার বুকটা এতদিন শুন্য ছিলো; আজ, আমার বড় খুশির দিন আমার রহিমা "হিজল ডাঙ্গার বউ"—

—ঃ যবনিকা ঃ—